মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২১ তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০১৮

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে এবং রাত্রির (নফল) ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল (ছগীরা) গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়’ *(বুখারী হা/৩৮)*।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২১তম বর্ষ	৮ম সংখ্যা
শা'বান-রামাযান	১৪৩৯ হিঃ
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১৪২৫ বাং
মে	২০১৮ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ নেতার প্রতি আনুগত্যের স্বরূপ ০৪
-অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম

♦ তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল *(৩য় কিস্তি)* ১১
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

♦ আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা *(৩য় কিস্তি)* ১৫
-অনুবাদ : মীযানুর রহমান

♦ আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ২০
-অনুবাদ : তানযীলুর রহমান

♦ লায়লাতুল ক্বদর : ফযীলত ও করণীয় *-আহমাদুল্লাহ* ২২

♦ ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৫

♦ যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৭

◈ **মনীষী চরিত :** ২৮

♦ ইমাম কুরতুবী (রহঃ) *-ড. নূরুল ইসলাম*

◈ **ভ্রমণস্মৃতি :** ৩৩

♦ আমীরে জামা'আতের নেতৃত্বে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে শিক্ষা সফর *-ড. নূরুল ইসলাম*

◈ **হাদীছের গল্প :** ৩৯

♦ রাসূল (ছাঃ) ও মুজাহিদদের সম্পদের বরকত
-মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার

◈ **কবিতা :** ৪০

♦ স্বাগতম রামাযান ♦ মাযহাব ও ফিরক্বা
♦ আমাদের অপরাধ ♦ মুসাফির

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৪১

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২

◈ **মুসলিম জাহান** ৪৪

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

সালাফীবাদ নয় সালাফী পথ

'সালাফী' অর্থ পূর্বসূরীদের অনুসারী। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীকার অনুসারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ইহূদীরা ৭১ ফের্কায়, নাছারারা ৭২ ফের্কায় এবং আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত দল হবে মাত্র একটি। যারা আমার ও আমার ছাহাবীগণের তরীকার উপরে চলবে' *(তিরমিযী হা/২৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২)*। এক্ষণে সেই হকপন্থী জামা'আত বা নাজী ফের্কা কোনটি, সে সম্পর্কে সালাফে ছালেহীন বিদ্বানগণ এক বাক্যে বলেছেন যে, তারা হ'ল আহলুল হাদীছ-এর দল। যেমন (১) ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, 'উক্ত দল হ'ল 'আহলুল হাদীছ জামা'আত'। যারা রাসূলের বিধানসমূহের হেফাযত করে ও তাঁর ইল্ম কুরআন ও হাদীছের পক্ষে প্রতিরোধ করে। নইলে মু'তাযিলা, রাফেযী (শী'আ), জাহমিয়া, মুরজিয়া ও আহলুর রায়দের নিকট থেকে আমরা সুন্নাতের কিছুই আশা করতে পারি না। বিশ্বপ্রভু এই বিজয়ী দলকে দ্বীনের পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত করেছেন এবং ছাহাবা ও তাবেঈনের সনিষ্ঠ অনুসারী হবার কারণে তাদেরকে হঠকারীদের চক্রান্তসমূহ হ'তে রক্ষা করেছেন। .. এরাই হ'লেন আল্লাহ্র সেনাবাহিনী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সেনাবাহিনী হ'ল সফলকাম' *(শারফ ৫)*। (২) ইয়াযীদ ইবনে হারূণ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'তারা যদি আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা? *(তিরমিযী)*। ইমাম বুখারীও এবিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন'। ক্বাযী ইয়ায বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ) একথা দ্বারা আহলে সুন্নাত এবং যারা আহলুল হাদীছ-এর মাযহাব অনুসরণ করে, তাদেরকে বুঝিয়েছেন' (ফাৎহুল বারী হা/৭১-এর ব্যাখ্যা)। (৩) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'যখন আমি কোন আহলেহাদীছকে দেখি, তখন আমি যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জীবন্ত দেখি' *(শারফ ২৬)*। (৪) খ্যাতনামা তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক *(১১৮-১৮১ হিঃ)* বলেন, 'নাজী দল হ'ল আহলেহাদীছ জামা'আত'।... লোকদের মধ্যে তারাই ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর উপর সর্বাপেক্ষা দৃঢ়' *(শারফ ১৫, ৩৩)*। (৭) আহমাদ ইবনু সারীহ বলতেন, 'দলীলের উপর কায়েম থাকার কারণে আহলেহাদীছগণের মর্যাদা ফক্বীহগণের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে *(শা'রানী, মীযানুল কুবরা ১/৬২)*। (৮) ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, 'আহলেহাদীছ জামা'আত যদি না থাকত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত' *(শারফ ২৯ পৃঃ)*।

(১) খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম শা'বী *(২২-১০৪ হি.)* ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে 'আহলুল হাদীছ' বলতেন। একদা তিনি বলেন, এখন যেসব ঘটছে, তা আগে জানলে আমি কোন হাদীছ বর্ণনা করতাম না, কেবল ঐ হাদীছ ব্যতীত, যার উপরে 'আহলুল হাদীছগণ' (অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম) একমত হয়েছেন' *(যাহাবী, তাযকেরাহ ১/৮৩)*। (৩) ছাহাবায়ে কেরামের শিষ্যমণ্ডলী তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন সকলে 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। ...(৪) ইমাম আবু হানীফা *(৮০-১৫০ হিঃ)*, ইমাম মালেক *(৯৩-১৭৯ হিঃ)*, ইমাম শাফেঈ *(১৫০-২০৪ হিঃ)*, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল *(১৬৪-২৪১ হিঃ)* সকলেই 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। স্বীয় যুগে হাদীছ তেমন সংগৃহীত না হওয়ার ফলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অধিকহারে রায় ও ক্বিয়াসের আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে তাঁকে 'আহলুর রায়দের ইমাম' বলা হয়ে থাকে। তিনি নিজে কোন কিতাব লিখে যাননি। বরং শিষ্যদের অছিয়ত করে গিয়েছেন এই বলে যে, যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমার মাযহাব' *(রাদ্দুল মুহতার ১/৬৭)*। (৬) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) একদা তাঁর দরবারের সম্মুখে কতিপয় আহলেহাদীছকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলেন, 'ভূপৃষ্ঠে আপনাদের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই' *(শারফ ২৮)*। (৭) শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী বলেন, জেনে রাখ হে পাঠক! ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না *(হুজ্জাতুল্লাহ ১/১৫২)*।

মুজতাহিদ ইমামগণের সকলেই তাঁদের তাক্বলীদ তথা দ্বীনী বিষয়ে বিনা দলীলে অন্ধ অনুসরণ বর্জন করে কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল করার জন্য শিষ্যদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন *(শা'রানী, মীযানুল কুবরা ১/৬০)*। এ জন্য তাঁরা সবাই নিঃসন্দেহে 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অনুসারী মুক্বাল্লিদগণ ইমামদের নির্দেশ উপেক্ষা করে পরবর্তীতে ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে গিয়েছেন এবং পরবর্তী যুগের স্ব স্ব মাযহাবী বিদ্বানদের রায় ও তাঁদের রচিত ফিক্বহ ও ফৎওয়াসমূহের অন্ধ অনুসারী হয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে এক ইমামের নামে অসংখ্য আলেমের রায়পন্থী 'আহলুর রায়' বনে গেছেন। এ জন্য অনুসারীগণ দায়ী হ'লেও ইমামগণ দায়ী নন। সেকারণ খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী বলেন, 'ইমামের ওযর আছে, কিন্তু অনুসারীদের জন্য কোন ওযর নেই' *(মীযান ১/৭৩)*। ইমামদের ওযর আছে এজন্য যে, তাঁরা যে অনেক হাদীছ জানতেন না, সেকথা খোলাখুলিভাবে বলে গেছেন ও পরবর্তীতে ছহীহ হাদীছ পেলে তা অনুসরণের জন্য সবাইকে তাকীদ দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু অনুসারীদের কোন ওযর নেই এ কারণে যে, তারা তাদের যুগে ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ করেনি ও তার উপরে আমল করেনি। এতদ্ব্যতীত চার ইমামের নামে প্রচলিত ফৎওয়াসমূহ ও বিশেষ করে হানাফী ফিক্বহে বর্ণিত ক্বিয়াসী ফৎওয়াসমূহের সবটুকু অথবা অধিকাংশ ফৎওয়াই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নয় বলে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী সহ বহু বিদ্বান মন্তব্য করেছেন *(হুজ্জাতুল্লাহ, দিরাসাত প্রভৃতি)*। শুধু ফিক্বহী বা ব্যবহারিক বিষয়েই নয় বরং উছূলে ফিক্বহ বা ব্যবহারিক আইন সূত্রসমূহেও ইমামের শিষ্যদ্বয় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন *(সুবকী, ত্বাবাক্বাত ১/২৪৩)*। ইমাম শাফেঈ ব্যতীত বাকী তিন ইমামের কেউ ফিক্বহী বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করে যাননি। সেকারণ ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (মৃ. ৭০২ হি.) বলেন, চার ইমামের নামে প্রচলিত ফৎওয়া সমূহকে তাঁদের দিকে সম্বন্ধ করা হারাম। এগুলির মাধ্যমে তাদের উপর মিথ্যাচার করা হয়েছে মাত্র' *(ঈক্বায ৯৯ পৃ.)*। অতএব ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং অন্যান্য ইমামদের যেসব মাযহাব বর্তমানে চালু আছে, তার অধিকাংশ পরবর্তী যুগে দলীয় আলেমদের সৃষ্টি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং ছাহাবী ও তাবেঈগণের জামা'আতের অনুসারী ব্যক্তিকে 'আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বলা হয়। তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী *(৩৮৪-৪৫৬ হি.)* বলেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত- যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ'লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং (ঙ) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন' *(কিতাবুল ফিছাল ১/৩৭১)*। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, মুহাদ্দেছীন ও হাদীছপন্থী ফক্বীহগণই কেবল আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা 'আহলুল হাদীছ' ছিলেন না, বরং তাঁদের তরীকার অনুসারী আম জনসাধারণও 'আহলুল হাদীছ' নামে সকল যুগে কথিত হ'তেন এবং আজও হয়ে থাকেন।

Contents

আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে বিদ'আতীদের ক্রোধ বর্ণনা করতে গিয়ে শায়খ আব্দুল ক্বাদির জীলানী *(৪৭০-৫৬১ হি.)* বলেন, 'জেনে রাখ যে, বিদ'আতীদের কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা দেখে তাদের চেনা যায়। বিদ'আতীদের লক্ষণ হ'ল আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন বাজে নামে তাদেরকে সম্বোধন করা। এগুলি সুন্নাতপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় গোঁড়ামী ও অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ'ল 'আহলুল হাদীছ'। বিদ'আতীদের এই সব গালি প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন মক্কার কাফিরদের জাদুকর, কবি, পাগল, মাথা খারাপ, গায়েবজান্তা প্রভৃতি গালি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য প্রযোজ্য ছিল না' *(কিতাবুল গুনিয়াহ ১/৯০)*। ইমাম আহমাদ ইবনু সিনান আল-ক্বাত্বান *(মৃ. ২৫৯ হি.)* বলেন, 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই, যে আহলেহাদীছের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। যখন কোন ব্যক্তি বিদ'আত করে, তখন তার অন্তর থেকে হাদীছের স্বাদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়' *(ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ ১০২ পৃঃ)*। বিখ্যাত তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক *(১১৮-১৮১ হিঃ)* বলেন, 'দ্বীনকে ধ্বংস করে মাত্র তিনজন : অত্যাচারী শাসকবর্গ, দুষ্টমতি আলেমরা ও ছূফী পীর-মাশায়েখরা' *(শরহ আক্বীদা ত্বাহাভিয়া ২০৪ পৃঃ)*।

সালাফী বা আহলেহাদীছ তাই প্রচলিত অর্থে কোন ফের্কা বা মতবাদের নাম নয়, এটি একটি পথের নাম। এ পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় হেদায়াত এপথেই মওজুদ রয়েছে। সালাফী বা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সেই জান্নাতী পথেই মানুষকে আহ্বান জানায়। এ আন্দোলন তাই মুমিনের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র আন্দোলন।

'ফ্রান্সে সালাফীবাদ মোকাবেলায় কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার চাপ বাড়ছে' শিরোনামে দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে *(ইনকিলাব ২৯ মার্চ'১৮)* দীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। পরের সপ্তাহে পত্রিকাটির সহকারী সম্পাদক লিখিত 'ইসলামের রূপ কেউ বদলাতে পারবে না' শিরোনামে কথিত ওয়াহাবীবাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে গিয়ে সালাফীদের বিরুদ্ধে খুশীমত ভিত্তিহীন মন্তব্য করা হয়েছে *(ইনকিলাব ৯ই এপ্রিল'১৮)*। তাঁর ভাষায়, হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ঐক্য, প্রতিষ্ঠিত ৪ মাযহাব ও সমাজের শান্তি-শৃংখলার বিরুদ্ধে কথা বলা হবে আত্মঘাতী'। বেশ, তাহ'লে নিন্দিত যুগে চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে প্রচলিত ৪ মাযহাব প্রতিষ্ঠার আগে স্বর্ণযুগের মুসলমানদের অবস্থা কি ছিল? হানাফী-শাফেঈ ও শী'আ দ্বন্দ্বে ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদের খেলাফত ধ্বংসের রক্তাক্ত ইতিহাস কি মিথ্যা? মাযহাবী তাক্বলীদের বিষাক্ত ফল হিসাবে ৮০১ হিজরীতে মুসলিম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র কা'বা গৃহের চারপাশে ৪ মাযহাবের পরস্পরে মারমুখী লোকদের জন্য পৃথক পৃথক চার মুছাল্লা কায়েম করার মর্মান্তিক ইতিহাস কি মুসলমানেরা ভুলে গেছে? যে চার মুছাল্লা বর্তমান সঊদী শাসক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আযীয ১৩৪২ হিজরীতে ৫৪১ বছরের প্রাচীন বিদ'আত উৎখাত করেছিলেন। যার ফলে আজ সকল মুসলমান আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী *(বাক্বারাহ ১২৫)* একই ইবরাহীমী মুছাল্লায় এক ইমামের পিছনে এক সাথে ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তাই হাযার বছর হ'লেও বিদ'আত কখনো সুন্নাত হবে না, শিরক কখনো তাওহীদ হবে না। অতএব আমরা বলব, 'ছাহাবায়ে কেরামের যুগের বিশুদ্ধ ইসলামের রূপ কেউ বদলাতে পারবে না'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হক-এর উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না *(মুসলিম হা/১৯২০)*। তারাই হলেন সালাফী এবং তারা চিরদিন মানুষকে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগের বিশুদ্ধ ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়ে যাবেন। কোন রাজা-বাদশাহ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের করুণায় নয়, বরং আল্লাহ্র গায়েবী মদদে সালাফী বা আহলেহাদীছ আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে। শিরক ও বিদ'আতের জাঁক-জমক ও দুনিয়াবী ক্ষমতার তখত তাঊস আল্লাহ্র রহমতে উবে যাবে।

তিনি লিখেছেন, এমনকি নাঊযুবিল্লাহ, এক সালাফিস্ট প্রফেসর কর্তৃপক্ষের প্রণোদনায় এক থিসিস তৈরি করে। যেখানে বলা হয় ভক্ত উম্মতের ভীড় সামাল দিতে নবী করিম সা. এর পবিত্র রওজা মোবারক কারফিউ দিয়ে রাতের অন্ধকারে বর্তমান জায়গা থেকে তুলে নিয়ে বাকী গোরস্থানের বিশাল ময়দানের অজ্ঞাত কোন স্থানে স্থাপন করা হবে যেন কোন উম্মত চিনতে না পারে। হজ্জ ও ওমরাহ যাত্রীরা জিয়ারতে গিয়ে নবী সা. এর রওজা খুঁজে না পায়। এ প্রস্তাবের পর বিশ্বব্যাপী আশেকে রাসূলরা রীতিমতো মৃত্যু যন্ত্রণায় পড়ে যান। আল্লাহর রহমত বাদশাহ সালমান এ বিষয়টি বুদ্ধির সাথে শেষ করে দেন। তিনি নিজে দীর্ঘ সময় রওজা মোবারক জিয়ারত করেন। সরকারী তত্ত্বাবধানে তা বিশ্ব মিডিয়ায় গুরুত্ব সহকারে প্রচারেরও ব্যবস্থা করেন। কিছু দিন পর তিনি আবার পাক মদিনায় চলে যান'।

বলা বাহুল্য এ এক বিস্ময়কর তথ্য। আমরা জানতে পারলে খুশী হতাম সেই সালাফিস্ট প্রফেসর কে? এবং তার থিসিসটাই বা কি? তাছাড়া বিশ্ব মিডিয়ায় প্রচার হলেও বাংলাদেশের মিডিয়াগুলিতে প্রচার হয়েছে বলে আমরা জানি না। বাদশাহ সালমানই বা এজন্য কখন পাক মদীনায় ছুটে গেলেন ও রাসূলের রওযা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে দীর্ঘ মোনাজাত করলেন, এর প্রমাণ কোথায়? অথচ আজও সেখানে পুলিশ মোতায়েন থাকে। যাতে কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে দীর্ঘ মুনাজাত করতে না পারে।

ধন্যবাদ ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড ফিলিপকে। যিনি ২৭শে মার্চ'১৮ মঙ্গলবার আইন প্রণেতাদের ব্যাপক করতালির মধ্যে ফরাসী পার্লামেন্টে বলেছেন, আমরা কোন মতাদর্শকে নিষিদ্ধ করতে পারি না। বরং উস্কানীগত আচরণ, জন শৃংখলা ভঙ্গ, দেশের আইন লঙ্ঘন বা সামাজিক জীবনে ন্যূনতম বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য আমরা শাস্তি দিতে পারি। কিন্তু নিষিদ্ধ করতে পারি না'। সেদেশের আইন বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, কোন ধর্মীয় আন্দোলনকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা হবে বিশ্বাসের স্বাধীনতার বিরোধী। যা কখনও আদালতে টিকবে না'। যদিও সেদেশের প্রেসিডেন্ট ম্যাখোঁ সালাফী মসজিদগুলো এবং তাদের ইমামদের বিরুদ্ধে দমন অভিযান চালাতে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। সরকারী হিসাব মতে ফ্রান্সে ২৫০০ মসজিদ ও নামাযের হল রয়েছে। তন্মধ্যে ১২০টি উগ্রপন্থী সালাফীবাদ প্রচার করছে বলে মনে করা হয়' *(ইনকিলাব ২৯শে মার্চ'১৮)*।

বাংলাদেশের সরকার যেন বিদ'আতীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হন এবং ২০০৫ সালের কথিত ইসলামী মূল্যবোধের সরকারের ন্যায় পুনরায় সালাফীদের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন, আমরা সে আশাই করব। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪১ (ক) ধারা অনুযায়ী 'প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে' (খ) 'প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে'। অথচ দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের উপর ও তাদের মসজিদগুলির উপর হামলা হচ্ছে ও সেগুলি দখলের অপচেষ্টা চলছে। এভাবে মাযহাবী আলেমরাই সমাজের শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গের উসকানী দিয়ে যাচ্ছেন, সালাফী আলেমরা নন। উল্লেখ্য যে, উগ্রপন্থার সাথে প্রকৃত সালাফীদের কোনই সম্পর্ক নেই। বরং চরমপন্থীরা হ'ল খারেজী মতবাদের অনুসারী। ইসলামের বিশুদ্ধ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের অংশ হিসাবে এদেরকে সালাফিস্ট বলা হচ্ছে মাত্র। অথচ উগ্রপন্থীরা না সালাফী, না আহলেহাদীছ। আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে প্রকৃত সালাফী ও আহলেহাদীছ হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন! (স.স.)।

Contents

নেতার প্রতি আনুগত্যের স্বরূপ

*অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম**

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠন সর্বত্র আনুগত্য এক অপরিহার্য বিষয়। এগুলির কোন স্তরে আনুগত্য না থাকলে সেটা ভালভাবে চলবে না, সেখানে নিয়ম-শৃংঙ্খলা থাকবে না। ফলে সেখানে কোন কাজ সুচারুরূপে পরিচালিতও হবে না। তাই সর্বস্তরে আনুগত্যের কোন বিকল্প নেই। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।-

আনুগত্য অর্থ : কোন প্রতিবাদ, বিতর্ক ও পরিবর্তন ব্যতিরেকে আদেশ-নিষেধ শ্রবণ করা বা মান্য করাই হচ্ছে আনুগত্য।

আনুগত্যের প্রকার : আনুগত্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. নিষিদ্ধ আনুগত্য খ. ফরয ও ওয়াজিব আনুগত্য।

ক. নিষিদ্ধ আনুগত্য : নিষিদ্ধ আনুগত্য বলতে বুঝায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন-

১. কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য : মুসলমানদের জন্য কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلاً– 'আর তুমি কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ কর না। তাদের দেওয়া কষ্টসমূহ উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। বস্তুতঃ তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট' *(আহযাব ৩৩/৪৮)*। কাফেরদের আনুগত্য না করে বরং তাদের সাথে জিহাদ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا 'অতএব তুমি কাফেরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি তাদের বিরুদ্ধে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম কর' *(ফুরক্বান ২৫/৫২)*।

২. আহলে কিতাবদের আনুগত্য : আহলে কিতাব তথা ইহুদী-নাছারাদের আনুগত্য করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُم بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ– 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আহলে কিতাবদের কোন একটি দলের কথা মেনে নাও, তাহ'লে ওরা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর পুনরায় কাফের বানিয়ে ফেলবে' *(আলে ইমরান ৩/১০০)*।

৩. অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ করা : পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অনুমান ভিত্তিক কথা বলে এবং ধারণার অনুসরণ করে। এজন্য অধিকাংশ মানুষের আনুগত্য করতে আল্লাহ নিষেধ করে বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ– 'অতএব যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)*।

৪. মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠদের আনুগত্য : যারা মিথ্যা কথা বলে ও মিথ্যাচার করে তাদের আনুগত্য করতে আল্লাহ নিষেধ করে বলেন, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ 'অতএব তুমি মিথ্যারোপ-কারীদের আনুগত্য করবে না' *(কলম ৬৮/৮)*। অনুরূপভাবে অধিক শপথকারীর আনুগত্য করতেও আল্লাহ নিষেধ করে দেন। তিনি বলেন, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِيْنٍ 'আর তুমি তার আনুগত্য করবে না, যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত' *(কলম ৬৮/১০)*। পাপীদের অনুসরণ করা থেকে নিষেধ করে আল্লাহ বলেন, وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُوْرًا 'আর তুমি ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ অথবা কাফেরের আনুগত্য করবে না' *(দাহর ৭৬/২৪)*। সীমালংঘনকারীদের আনুগত্য করতে নিষেধ করে আল্লাহ বলেন, وَلَا تُطِيْعُوْا أَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ 'আর তোমরা সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য কর না' *(শু'আরা ২৬/১৫১)*। উদাসীন ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের আনুগত্য করতে নিষেধ করে তিনি বলেন, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا– 'আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য কর না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে' *(কাহ্ফ ১৮/২৮)*।

কাফের, মুনাফিক ও অন্যদের আনুগত্যের প্রভাব :

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ত্যাগ করে কাফের-মুশরিক ও অন্যদের আনুগত্য করলে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে। যেমন-

১. সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিপতিত হওয়া : আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করে কাফের-মুশরিকদের আনুগত্য করলে স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিপতিত হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন,– وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

২. কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন : কাফের-মুশরিকদের আনুগত্য করলে এরা মুসলমানদেরকে কুফরীর দিকে ধাবিত করে দিতে পারে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُم بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ– 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আহলে কিতাবদের কোন একটি দলের কথা মেনে নাও, তাহ'লে ওরা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর পুনরায় কাফের বানিয়ে ফেলবে' *(আলে ইমরান ৩/১০০)*।

* সাধারণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

Contents

তিনি আরো বলেন, وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاءً– ‘তারা চায় তোমরা কাফের হয়ে যাও যেমন তারা কাফের হয়ে গেছে। যাতে তারা ও তোমরা সমান হয়ে যাও’ *(নিসা ৪/৮৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا– ‘বস্তুতঃ যদি তারা সক্ষম হয়, তবে তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরাতে পারে’ *(বাক্বারাহ ২/২১৭)*।

৩. পরকালীন জীবনে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে : আল্লাহ্র নির্দেশ উপেক্ষা করে কাফেরদের আনুগত্য করলে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ– ‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি’ *(নিসা ৪/১৪)*।

৪. আমলসমূহ বাতিল হয়ে যাবে : যারা আল্লাহ্র রাসূলের বিরোধিতা করে কাফেরদের অনুসরণ করে তাদের আমলসমূহ বাতিল হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَاقُّوْا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ– ‘নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে ও মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে এবং তাদের নিকট হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাবার পরেও রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা কখনোই আল্লাহ্র কোনরূপ ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সত্বর তাদের সকল কর্ম বিনষ্ট করবেন’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩২)*।

খ. ফরয বা ওয়াজিব আনুগত্য : মহান আল্লাহ, তদীয় রাসূল ও আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ– ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের’ *(নিসা ৪/৫৯)*।

১. আল্লাহ্র আনুগত্য : আল্লাহ্র আনুগত্য করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম ব্যক্তির উপরে ফরয *(নিসা ৪/৫৯)*। আল্লাহ্র আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোন কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ালে সেটা পরিহার করে আল্লাহ্র আনুগত্যের উপরে অটল থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ– ‘আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ’লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার রাস্তা অবলম্বন কর। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকটে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব’ *(লোক্বমান ৩১/১৫)*।

২. রাসূলের আনুগত্য : রাসূলের আনুগত্য করাও ফরয। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ– ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং (এ বিষয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ) শোনার পর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না’ *(আনফাল ৮/২০)*। আর রাসূলের আনুগত্য করা হ’লে আল্লাহ্র আনুগত্য করা হয়। আল্লাহ বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ‘যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল’ *(নিসা ৪/৮০)*।

৩. আমীরের আনুগত্য : আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব *(নিসা ৪/৫৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِى– ‘যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমারই অবাধ্যতা করল’।[১]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের প্রভাব :

১. সফলতা ও কামিয়াবী হাছিল : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করলে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জিত হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ– ‘অথচ মুমিনদের কথা তো কেবল এটাই হ’তে পারে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তারা বলবে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরাই হ’ল সফলকাম’ *(নূর ২৪/৫১)*। তিনি আরো বলেন,– وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে ব্যক্তি মহা সাফল্য অর্জন করে’ *(আহযাব ৩৩/৭১)*।

১. বুখারী হা/২৯৫৭, ৭১৩৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১।

Contents

২. আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভ : আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করলে হেদায়াত লাভ হয়। আল্লাহ বলেন, قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا– 'বল, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে তার দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। আর যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য কর তাহ'লে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হবে' *(নূর ২৪/৫৪)*।

৩. জান্নাতে প্রবেশ করা : আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করলে জান্নাত লাভ হয়, যা মুমিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই মুমিন সদা সচেষ্ট থাকে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(নিসা ৪/১৩)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيْمًا– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত, আর যে ব্যক্তি পশ্চাদপসরণ করবে তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন' *(ফাতাহ ৪৮/১৭)*।

৪. নবী-রাসূল ও শহীদদের সান্নিধ্য লাভ : যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা পরকালে নবী-রাসূল, শহীদ, ছিদ্দীক্ব ও সৎকর্মশীলদের সাথে থাকবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا– 'বস্তুতঃ যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সাথী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর এরাই হ'লেন সর্বোত্তম সাথী' *(নিসা ৪/৬৯)*।

আমীরের আনুগত্য না করার ক্ষতি :

১. জাহিলিয়াতের মৃত্যু : আমীরের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিলে জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً– 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাবে এবং জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে মারা যাবে সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে'।[২]

২. দলীল-প্রমাণ না থাকা : আমীরের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিলে ক্বিয়ামতের দিন তার কোন দলীল থাকবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ 'যে ব্যক্তি তার হাতকে আনুগত্য থেকে মুক্ত করে নিল, সে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে এমন অবস্থায় যে, তার কোন দলীল থাকবে না'।[৩]

আনুগত্যের স্বরূপ :

আল্লাহ সকল সৃষ্টির উপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এ কারণে যে, মানুষ আনুগত্যশীল। হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্র নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে ফেরেশতা ও জিন জাতির উপর মর্যাদাবান হয়েছিলেন। কিন্তু ইবলীস তার প্রভুর হুকুম না মেনে আনুগত্যহীন হয়ে অভিশপ্ত হয়েছিল। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ، قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِيْنَ–

'অতঃপর ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। তারা সকলে সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আল্লাহ বললেন, আমি যখন তোমাকে নির্দেশ দিলাম, তখন কোন বস্তু তোমাকে বাধা দিল যে, তুমি সিজদা করলে না? সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। আল্লাহ বললেন, এ স্থান থেকে তুমি নেমে যাও। এখানে তুমি অহংকার করবে, তা হবে না। অতএব তুমি বের হয়ে যাও। তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত' *(আ'রাফ ৭/১১-১৩)*।

উক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হ'ল যে, ১. ইবলীস স্বীয় প্রভুর হুকুম অমান্যকারী ২. সে অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য ৩. সে অহংকারী ৪. সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশকারী ৫. সে অপরকে তুচ্ছজ্ঞানকারী ৬. সে কলহপ্রিয় ও নেতার সাথে বিতর্ককারী এবং ৭. সে মিথ্যা কথা বলে মানুষকে ধোঁকা দানকারী।

ইবলীসের মধ্যে উপরোক্ত ঘৃণিত দোষগুলি থাকার কারণে আল্লাহ বললেন, اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَدْحُوْرًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِيْنَ– 'তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায়। (জেনে রেখো) তাদের

২. মুসলিম হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৩৬৬৯।
৩. মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪।

Contents

মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করব' *(আ'রাফ ৭/১৮)*।

আদমের স্বভাব :

মানবীয় উত্তম গুণাবলীতে আদম (আঃ) ভূষিত ছিলেন। তিনি ভুল করে অকপটে সে ভুল স্বীকার করেন। অহংকার করেননি। ভুলের জন্য আল্লাহ্র কাছে নত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُوْرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِيْنٌ، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ، قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ، قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ، يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ-

'আর হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখানে যা খুশী তোমরা খাও। তবে এই বৃক্ষটির নিকটবর্তী হয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা পরস্পর থেকে গোপন ছিল তা প্রকাশ করে দেবার জন্য শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ থেকে তোমাদের নিষেধ করেছেন কেবল এজন্যে যে, তাহ'লে তোমরা দু'জন ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা এখানে চিরস্থায়ী বসবাসকারী হয়ে যাবে। আর সে উভয়ের নিকট কসম করে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে তাদের দু'জনকে ধোঁকার মাধ্যমে সে ধীরে ধীরে ধ্বংসে নামিয়ে দিল। অতঃপর যখন তারা উক্ত বৃক্ষের স্বাদ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফলে তারা জান্নাতের পাতাসমূহ দিয়ে তা ঢাকতে লাগল। এ সময় তাদের প্রতিপালক তাদের ডাক দিয়ে বললেন, আমি কি এই বৃক্ষ থেকে তোমাদের নিষেধ করিনি? আর আমি কি তোমাদের একথা বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তখন তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এক্ষণে যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তাহ'লে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। তিনি বললেন, তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত আবাসস্থল ও ভোগ্যবস্তু সমূহ রয়েছে। তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা বাঁচবে ও মরবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে। হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশভূষার উপকরণ সমূহ। তবে আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ৭/১৯-২৬)*।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হ'ল যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই আনুগত্যশীল, সংঘবদ্ধ ও প্রভুভক্ত। যাদের মধ্যে উক্ত গুণ নেই তারা শয়তানের বন্ধু। প্রিয় পাঠক! আপনি নিজেকে নিয়েই ভাবুন! যখন আপনি মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসলেন, তখন আপনি ছিলেন অসহায়। তাই চিৎকার করে সাহায্য চাইলেন। আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসল প্রথমে আপনার মা, তারপর পিতা ও আত্মীয়-স্বজন। তাদের সাহায্যে আপনি ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে ওঠলেন। পিতা-মাতার চাইতে অর্থে-বিত্তে, শক্তি সামর্থ্যে অনেক বড় হয়েও কিন্তু অসহায় অবস্থায় সাহায্যকারী পিতা-মাতার আনুগত্য ছিন্ন করেননি। দুর্বল পিতা যখন যে হুকুম করেছেন সঙ্গে সঙ্গে তা পালনে তৎপর হয়ে নিজেকে গর্বিত করেছেন। শয়তানী স্বভাব আপনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। ঠিক তেমনি আপনি যখন নিরক্ষর ছিলেন- কথা বলতে পারতেন না, যাদের সহযোগিতায় লেখাপড়া শিখলেন, কথা বলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন, তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, আনুগত্য করা মানবীয় স্বভাব। অকৃতজ্ঞ হওয়া ও দল ছুট হওয়া শয়তানী স্বভাব। আমাদের মধ্যে যেন শয়তানী স্বভাব প্রবেশ না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ছাহাবায়ে কেরামের আনুগত্যের স্বরূপ :

সম্মানিত পাঠক! আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মক্কার আকাবা পাহাড়ের সুড়ঙ্গের ঘটনা শুনুন! নেতার প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

تُبَايِعُونِى عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَالنَّفَقَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَنْ تَقُولُوْا فِى اللهِ لاَ تَخَافُونَ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُوْنِى فَتَمْنَعُوْنِى إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُوْنَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ-

'তোমরা আমার নিকটে এই মর্মে বায়'আত কর যে, সন্তুষ্টি ও অলসতায় তোমরা আমার হুকুম শুনবে ও আনুগত্য করবে।

Contents

সচ্ছল ও অসচ্ছলতায় সর্বদা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে। সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে। সর্বদা আল্লাহ্র পক্ষে কথা বলবে, কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদ পরোয়া করবে না। আমি যখন ইয়াছরিবে (মদীনায়) আগমন করব তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। তোমরা যেভাবে তোমাদের নিজেদের, সন্তানদের ও স্ত্রীদের নিরাপত্তা দাও সেভাবে আমাকেও নিরাপত্তা দিবে।[৪]

উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে আনুগত্যের বায়'আত নিয়েছিলাম এই মর্মে যে, আমরা নেতার কথা শ্রবণ করব এবং মান্য করব সচ্ছল অবস্থায় হৌক অথবা অসচ্ছল অবস্থায় হৌক। আনন্দে হৌক অথবা অপসন্দে হৌক। সন্তুষ্ট অবস্থায় হৌক অথবা অসন্তুষ্ট অবস্থায় হৌক। আমাদের উপরে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে হৌক। আমরা নেতৃত্ব নিয়ে কখনোও ঝগড়া করব না। যেখানেই থাকি সদা হক কথা বলব, আল্লাহ্র জন্য নিন্দুকের নিন্দাবাদকে পরোয়া করব না'।[৫]

৯ম হিজরীর একটি আনুগত্যের ঘটনা :

৯ম হিজরীর রবীউল আখের মাস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানতে পারলেন যে, হাবশার কিছু নৌদস্যু জেদ্দা তীরবর্তী এলাকায় সমবেত হয়ে মক্কা আক্রমণের চক্রান্ত করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শত্রুদের চক্রান্তের কথা ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথেই আলক্বামা তিনশত সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দ্বীপে পৌঁছে দেখলেন দস্যুরা তাদের খবর পেয়ে পালিয়ে গেছে। আলক্বামা পলাতকদের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন হুযায়ফাকে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। হুযায়ফা রাস্তায় এক স্থানে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরী করেন এবং তাঁতে সৈন্যদের ঝাঁপ দিতে বলেন। সৈন্যরা ঝাঁপ দিতে উদ্যত হ'লে তিনি বললেন, أَمْسِكُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ مَعَكُمْ، 'থাম! হে সৈন্যগণ! আমি তোমাদের সাথে ঠাট্টা করছিলাম'। মদীনায় এসে একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালে তিনি বললেন, لَوْ دَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত তাহ'লে তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেখানেই থাকত'। এরপর তিনি বলেন, لاطاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروْف 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ন্যায় কর্মে'।[৬]

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চায় এমন কিছু নেতা-কর্মী যারা ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রতি সর্বদা আনুগত্যশীল থাকবে। হুকুম মানার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। দুনিয়াবী লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে অবস্থান করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ، إِنْ أُعْطِىَ رَضِىَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ 'ধ্বংস হৌক দীনার ও দিরহামের গোলামেরা, যাদেরকে কিছু দিলে খুশি হয়। না দিলে অখুশি হয়। আর জান্নাতের সুসংবাদ ঐ বান্দাদের জন্য, যে তার ঘোড়া নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় সদা প্রস্তুত থাকে। যদি তাকে পাহারা দিতে বলা হয় সে পাহারা দেয়। যদি তাকে পিছনে থাকতে বলা হয় সে পিছনে থাকে। সে ছুটি চাইলে ছুটি দেওয়া হয় না। সে কারোর জন্য সুপারিশ করলে তাও কবুল করা হয় না। তবুও সে নেতার আদেশে আল্লাহ্র রাস্তায় সদা প্রস্তুত থাকে'।[৭]

আনুগত্যের অনুপম দৃষ্টান্ত :

দামেশক, জর্ডান, মিশর, মুসলমানদের অধীনে চলে আসলে রোম সম্রাট রডারিক রাগান্বিত হয়ে তার ভাই থিওডোরাসের নেতৃত্বে আর্মেনীয়, সিরীয়, মিশরীয়, রোমান ও আরব গোত্রীয় খৃষ্টানদের সমন্বয়ে দুই লক্ষ চল্লিশ হাযার সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়ারমুক ময়দানে উপস্থিত হয়। এদিকে হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে ৩৫ হাযার সৈন্য তাদের প্রতিরোধের জন্য প্রেরণ করেন। সৈন্য প্রেরণের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) মৃতবরণ করেন। ওমর ফারূক (রাঃ) খলীফা হন। তিনি শুনতে পেলেন- মদীনার মুসলমানগণ বলাবলি করছে, যেহেতু খালেদ সাইফুল্লাহ সেনাপতি, তাই জয় সুনিশ্চিত। ওমর ফারূক (রাঃ) মুসলমানদের গোপন শিরক থেকে রক্ষা করার জন্য এবং বিজয় একমাত্র আল্লাহ্র হাতে তা প্রমাণ করার জন্য এক ফরমান জারী করলেন।

৬৩৬ খৃঃ ২০শে আগষ্ট ইয়ারমুক ময়দানে তুমুল যুদ্ধ চলছে। খৃষ্টানদের ৭০ হাযার নিহত সৈন্যের রক্ত ও মুসলিম বাহিনীর তিন হাযার শহীদের রক্তে ইয়ারমুক ময়দান লালে লাল। ভীষণ যুদ্ধ, তরবারির আঘাতে যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এমন সময় মুসলিম আমীরের ফরমান খালিদ বিন ওয়ালিদের হাতে। 'আপনাকে সেনাপতির পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল। তদস্থলে আবু ওবায়দা বিন জাররাহকে সেনাপতি নিয়োগ করা হ'ল'। ফরমান পাঠ মাত্রই সেনাপতির মুকুট খুলে আবু ওবায়দার মাথায় পরিয়ে দিয়ে পূর্বের চেয়ে বিপুল উদ্যমে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। দুই লক্ষ চল্লিশ হাযার খৃষ্টান সৈন্যকে পরাজিত করে মুসলমানদের

৪. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৪৯৬, ছহীহাহ হা/৬৩।*
৫. *মুসলিম হা/৪০৭৪; মিশকাত ৩৬৬৬।*
৬. *বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; যাদুল মা'আদ পৃঃ ৪৫০।*
৭. *মিশকাত হা/৫১৬৯।*

বিজয় ছিনিয়ে এনে খালিদ বিন ওয়ালিদ আমীরের আনুগত্যের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মনের মণিকোঠায় তা অমর হয়ে থাকবে।

প্রিয় পাঠক! এবার আর্থিক আনুগত্যের দৃষ্টান্ত দেখুন! ৯ম হিজরীর রজব মাসে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে মদীনা থেকে ৭৭৮ কিলোমিটার দূরে তাবূক প্রান্তরে অর্ধেক পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি রোম সম্রাটের গোপন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের শেষ অভিযান। রোমকদের ৪০,০০০ (হাযার) সৈন্যের বিরুদ্ধে মুসলিম সৈন্য ৩০,০০০ হাযার। যাতায়াতের জন্য ৩০ দিন ও ২০ দিন অবস্থানের জন্য বিপুল খরচের এই অভিযানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিহাদ ফাণ্ডে দানের ঘোষণা দিলেন। ঘোষণা শোনামাত্র আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) তাঁর সমস্ত সম্পদ জিহাদ ফাণ্ডে জমা দিলেন। বলা হ'ল তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ? দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে। ওমর ফারূক (রাঃ) তাঁর অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এলেন। ওছমান গণী (রাঃ) ৯০০ উট, গদি ও হাওদা সহ ১০০ ঘোড়া, সাড়ে পাঁচ কেজি স্বর্ণমুদ্রা, ২৯ কেজি রৌপ্য মুদ্রা দান করলেন। এই বিপুল স্বর্ণমুদ্রা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উল্টে পাল্টে দেখছেন আর বলছেন, مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، يُرَدِّدُهَا مِرَارًا 'আজকের দিনের পর কোন আমলই ইবনু আফফানের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না' *(মুসনাদে আহমাদ হা/২০৬৪৯)*। তিনি তাকে যোগানদাতা খেতাব দেন (مُجَهِّزُ جَيْشِ الْعُسْرَةِ)। তাবূক যুদ্ধের রসদ সংগ্রহকালে আছেম বিন আদী ১৩,৫০০ কেজি খেজুর জমা দেন। এ সময় উমায়রাহ দুই ছা', আবু খায়ছামা ১ ছা', আবু আকিল অর্ধ থলি খেজুর নিয়ে হাযির হন। আবু আকিল বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি সারা রাত দুই ছা' খেজুরের বিনিময়ে অন্যের জমিতে পানি সেচ করেছি। ১ ছা' বাড়ীর জন্য ও এক ছা' এখানে এনেছি। আল্লাহ্র রাসূল বললেন, খেজুরগুলি সমস্ত স্তূপের উপর ছড়িয়ে দাও। তারপর দো'আ করলেন, بَارَكَ اللهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَفِيمَا أَمْسَكْتَ 'আল্লাহ তাতে বরকত দিন যা তুমি এনেছ এবং যা তুমি পরিবারের জন্য রেখেছ'। সবশেষে আব্দুর রহমান বিন আওফ এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ছাদাক্বাকারী কি কেউ বাকী আছে? আল্লাহ্র রাসূল বললেন, না। তখন তিনি মোট ৮০০০ দিরহামের অর্ধেক ৪০০০ দিরহাম এনে রাখলেন। আর বললেন, আমি আমার পরিবারের জন্য রাখলাম ৪০০০ দিরহাম এবং আমার প্রতিপালককে ঋণ দিলাম ৪০০০ দিরহাম। আল্লাহ্র রাসূল খুশি হয়ে দো'আ করলেন, بَارَكَ اللهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَفِيمَا أَمْسَكْتَ 'তুমি যা দিয়েছ এবং যা রেখেছ আল্লাহ তাতে বরকত দিন'। এভাবে কমবেশী দানের স্রোত চলতে থাকল। মহিলারা তাদের গলার হার, হাতের চুড়ি, নাকের ফুল, পায়ের অলংকার, কানের রিং-আংটি ইত্যাদি যার যা ছিল, তাই খুলে দিয়ে আর্থিক আনুগত্যের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

অসুস্থতা, দরিদ্রতা, বাহন সংকট প্রভৃতি কারণে যারা জিহাদে যেতে পারেননি, তারা জান্নাত লাভের এই মহা সুযোগ হারানোর বেদনায় কাঁদতে থাকেন। উলবাহ বিন যায়েদ সারা রাত ছালাত আদায় করেন আর কাঁদেন, হে আল্লাহ! তুমি জিহাদের নির্দেশ দিয়েছ এবং তাতে উৎসাহিত করেছ। কিন্তু আমার তো কিছু নেই, যা দিয়ে আমি তোমার রাসূলের সাথে যাব। হে আল্লাহ! ইসলাম গ্রহণের কারণে আমার উপরে যে যুলুম হয়েছে তার প্রতিটি যুলুমের বিনিময়ে প্রত্যেক মুসলমানের উপর আমার ছাদাক্বা কবুল কর। ফজরের ছালাতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবার উদ্দেশ্যে বললেন, আজ রাতে ছাদাক্বাকারী কোথায়? কেউ দাঁড়াল না। তিন বার বলার পর ঐ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সব ঘটনা বললে রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَبْشِرْ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ كُتِبَتْ فِي الزَّكَاةِ الْمُتَقَبَّلَةِ 'সুসংবাদ গ্রহণ কর যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তার কসম করে বলছি, তোমার ছাদাক্বা আল্লাহ কবুল করেছেন। অন্য বর্ণনা আছে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে (قَدْ غُفِرَ لَهُ)।[৮]

জীবন ও সম্পদ সবকিছুর চেয়ে ঈমানের হেফাযতের জন্য নেতার আদেশ পালনে নিবেদিতপ্রাণ হওয়া যে সর্বাধিক যরূরী, তার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত দেখা গেছে তাবূক যুদ্ধের গমনকারী শাহাদত পাগল মুজাহিদগণের মধ্যে। ইসলামী বিজয়ের জন্য সর্বযুগে এরূপ নিবেদিতপ্রাণ নেতাকর্মী একান্তই দরকার।

আনুগত্য ও তওবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত :

তাবূক যুদ্ধে ৫০ দিন অতিবাহিত করে বিজয়ী বেশে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় ফিরে প্রথমে মসজিদে নববীতে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে সাধারণ জনগণের সাথে দেখা করার জন্য বসেন। এ সময় ৮০ জন লোক যুদ্ধে গমন না করার জন্য ওযর পেশ করে ক্ষমা নিয়ে চলে যায়। আনছারদের তিন জন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব স্রেফ সাময়িক বিচ্যুতির কারণে যুদ্ধে গমন থেকে পিছিয়ে ছিলেন। (১) কা'ব বিন মালেক (২) মুরারাহ বিন রবী' (৩) হেলাল বিন উমাইয়া। তারা তিন জন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে সত্য কথা বলে ক্ষমা চান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ক্ষমার বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে বয়কট করেন। আপনজন, বন্ধু-বান্ধব, কেউ তাদের দিকে ফিরে তাকায় না। কথাও বলে না, সালাম দিলে জবাব দেয় না। মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। এই দুর্বিসহ জীবনে দুঃখ-বেদনায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম। ৪০ দিনের মাথায় তাদের স্ত্রীগণও তাদের থেকে পৃথক হয়ে পিতার বাড়ী চলে যায়। জীবনের এই সংকটাপন্ন অবস্থায় তারা সর্বদা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে কেঁদে কেঁদে বুক ভাষায়। এমন সময় গাসসান অধিপতি

৮. *যাদুন মা'আদ ৩/৪৬২ সনদ ছহীহ।*

কা'ব বিন মালেকের নিকটে সহানুভূতি দেখিয়ে পত্র লিখে যে, হে কা'ব ইবনে মালেক! আমরা জানতে পেরেছি, তোমাদের আমীর তোমাকে উপেক্ষা করেছে, তোমাকে বয়কট করে কষ্ট দিচ্ছে। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার জন্য রাখেননি, তুমি আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমাকে খেয়াল রাখব এবং যথোপযুক্ত সম্মান দিব'। পত্র পড়েই কা'ব বলেন, এটাও আমার জন্য একটি পরীক্ষা। তিনি পত্রটা জ্বলন্ত চুলায় নিক্ষেপ করে দুনিয়ার সমস্ত সম্মান আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করে ওয়াসওয়াসা দানকারী শয়তানকে পরাজিত করে আমীরের আনুগত্য ও তওবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অতঃপর আল্লাহ তার আনুগত্য ও ধৈর্য দেখে খুশি হয়ে আয়াত নাযিল করেন,

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

'আর ঐ তিন ব্যক্তির প্রতি, যারা (জিহাদ থেকে) পিছনে ছিল। অবশেষে প্রশস্ত পৃথিবী তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ব্যতীত তাদের আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি সদয় হ'লেন যাতে তারা ফিরে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও অসীম দয়ালু' *(তওবা ৯/১১৮)*। আল্লাহ্র ক্ষমাপ্রাপ্ত এই তিনজন বিখ্যাত আনছার ছাহাবী হলেন, কা'ব বিন মালেক, মুরারাহ বিন রবী' ও হেলাল বিন উমাইয়া। দীর্ঘ ৫০ দিন পরে তাদের তওবা কবুল হয়। এই দিনগুলিতে রাসূল (ছাঃ) সহ সকল ছাহাবী তাদেরকে বয়কট করেন এবং কথাবার্তা ও যাবতীয় লেনদেন বন্ধ রাখেন।

আয়াত নাযিলের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সকলেই দান-ছাদাক্বায় লিপ্ত হ'লেন। কা'ব বিন মালেক বলেন, 'আমি নিঃসঙ্গভাবে দুঃখ-বেদনায় ঘরের ছাদে বসে বুক ফাঁটিয়ে কাঁদছি। এমন সময় দূর থেকে ভেসে আসল يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ 'হে কাব বিন মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ কর'। কা'ব বলেন, এ সংবাদ শুনে আমি সিজদায় পড়ে যাই। চারিদিক থেকে বন্ধু-বান্ধব ছুটে আসে অভিনন্দন জানাতে থাকে। আমি দৌড়ে রাসূলের দরবারে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এ ক্ষমা কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এর শুকরিয়া স্বরূপ আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ছাদাক্বা করে দিলাম'।[৯]

আলোচ্য হাদীছে নেতার প্রতি আনুগত্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীদের বয়কট সত্ত্বেও তারা বিদ্রোহ তো দূরে থাক সামান্যতম বিরোধিতা বা সমালোচনারও দুঃসাহস দেখাননি। এমনকি এ সময়ে গাসসান অধিপতির লিখিত লোভনীয় প্রস্তাবকেও আগুণে নিক্ষেপ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থেকেছেন। আর মহান আল্লাহ্র কাছে কেঁদেকেটে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বৈশিষ্ট্য এ রকমই হওয়া উচিত।

পরিশেষে বলব, অনুকূল-প্রতিকূল যেকোন অবস্থাই হোক না কেন নেতার প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে দাওয়াতী কাজ করে যেতে হবে। এতে পার্থিব ও পরকালীন জীবন কল্যাণময় হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য বজায় রাখার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক

সদ্য প্রকাশিত ডিভিডি

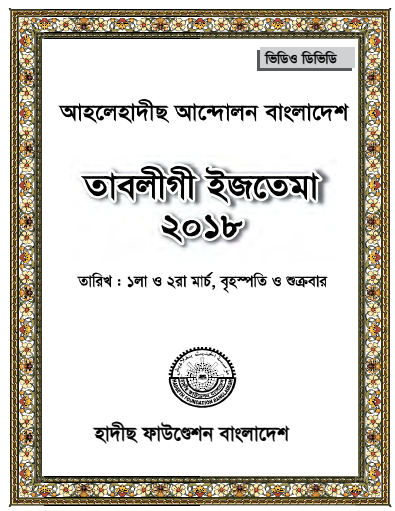

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৯১৫-০১২৩০৭

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর

কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন!

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১০ ২০০৮৫২২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

৯. *বুখারী হা/৪৪১৮; মুসলিম হা/২৭৬৯।*

Contents

তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল

মূল : ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ
*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(৩য় কিস্তি)

(৩) মতভেদকৃত বিষয়ে তোমার (ইমামের চেয়ে বেশী বিদ্বান হওয়ার এবং তার নিকটে বিশেষ কোন দলীল থাকার) এ দাবী অবশ্যই তোমার কোন উপকার দিবে না। কেননা মতভেদটা করেছেন তোমার তাক্বলীদকৃত ইমাম এবং তোমার বিপক্ষজনের তাক্বলীদকৃত ইমাম। আর তোমার বিপক্ষজন যার তাক্বলীদ করছে তার কথার সাথে আবুবকর, ওমর, আলী, ইবনু আব্বাস, আয়েশা (রাঃ) ও অন্যদের কথার মিল পাওয়া যায়, কিন্তু তোমার তাক্বলীদকৃত ইমামের পক্ষে কোন ছাহাবীর কথার মিল পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় তুমি কেন নিজেকে এ উপদেশ দাও না এবং কেন সঠিক পথের তালাশে বল না যে, এরা দু'জনই বড় আলেম, কিন্তু একজনের সংগে উল্লিখিত ছাহাবীরা যখন রয়েছেন, তখন তিনিই আমার তাক্বলীদের জন্য বেশী উপযুক্ত?

(৪) মতভেদের দরুন ইমামে ইমামে কাটাকাটি হ'ল, অক্ষত থাকল ছাহাবীর কথা। এমতাবস্থায় ঐ ছাহাবীই তো তাক্বলীদের বেশী উপযুক্ত।

(৫) তোমার তাক্বলীদকৃত ইমামের যখন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, আলী ইবনু আবী তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ও তাদের সমতুল্য ছাহাবীদের উপর এমন কোন বিদ্যার জোরে জয়যুক্ত হওয়া বৈধ, যা তাদের অজানা থেকে গিয়েছিল, তখন তার সমকালীন অথবা পরবর্তীকালের ইমামদেরও তো এমন বিদ্যা জানা থাকা খুবই জোরালো ভাবে বৈধ, যা তোমার ইমামের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। কেননা তোমার তাক্বলীদকৃত ইমাম ও ছাহাবীদের আমলের মাঝের সাদৃশ্য অপেক্ষা তোমার ইমামের সমকালীন অথবা পরবর্তীকালের ইমামদের ও ছাহাবীদের আমলের মাঝের সাদৃশ্য বেশী লক্ষ্য করা যায়। আর ছাহাবীদের অজানার তুলনায় তোমার ইমামের অজানার পরিমাণ বেশী হওয়া স্বাভাবিক।

(৬) যখন তুমি নিজের পক্ষে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের লোকের কথামতো শ্রেষ্ঠতর ও বিজ্ঞতর ব্যক্তির বিরোধিতা জায়েয করে নিলে তখন ঐ নিম্নস্তরের লোকটির বিরোধিতা করে অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞজনের কথা মান্য করা নিজের জন্য কেন জায়েজ করলে না? উচিত ও আবশ্যিক তো ছিল তুমি যা করছ তার বিপরীতটা। আসলেও তাই নয় কি?

(৭) তুমি কি তোমার ইমামের তাক্বলীদের ক্ষেত্রে কিভাবে যৌন সম্পর্ক বৈধ হয়, কোন ক্ষেত্রে রক্তপাত হালাল হয়, কোনভাবে সম্পদ মুবাহ হয় এবং মালিকানা হস্তান্তরের বৈধ নীতিই বা কী সে সম্পর্কে আল্লাহ অথবা তার রাসূলের আদেশের কিংবা উম্মতের ইজমার অথবা কোন একজন ছাহাবীর কথার সাথে মিল রেখে চল? যদি সে বলে, হ্যাঁ তাহ'লে সে এমন কথা বলল, যা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সকল আলেম বাতিল বলে জানেন। (কেননা মুক্বাল্লিদ হিসাবে তার তাক্বলীদের পক্ষে আল্লাহ ও রাসূলের যেমন আদেশ নেই, তেমনি অজ্ঞ হিসাবে তার যৌন সম্পর্ক ইত্যাদির বৈধতার নিয়মাবলী জানার কথা নয়। কাজেই তার এ কথা স্বভাবতই বাতিল।) আর যদি সে বলে, না, তাহ'লে সে তার নিজের বিরুদ্ধে সেই সাক্ষ্যই তুলে ধরল, যা তার বিরুদ্ধে আল্লাহ, তার রাসূল ও আলেমকুল দিয়েছেন।

(৮) তোমার অনুসরণীয় ইমামের তাক্বলীদই তোমার উপর তাক্বলীদ হারাম করেছে। কেননা তোমার ইমামই তোমাকে তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, لاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَقُولَ بِقَوْلِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قَالَهُ– 'তোমার জন্য তার কথা দ্বারা কথা বলা ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না, যতক্ষণ তিনি কোত্থেকে তা বলেছেন তুমি তা না জানবে'। আর তিনি তোমাকে তার তাক্বলীদ করতে এবং অন্য আলেমদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব তুমি যদি তার সমগ্র মাযহাবের তাক্বলীদকারী হও তবে এ কথাও তো তার মাযহাবের অংশ। এখানে কেন তুমি তার তাক্বলীদ করছ না?

(৯) তোমার কাছে এমন কোন প্রমাণ আছে কি যার বদৌলতে তুমি ধরতে পারছ যে, তোমার তাক্বলীদকৃত ইমাম তোমার দ্বারা উপেক্ষিত পূর্বাপর সকল যুগের আলেম-ওলামার তুলনায় সঠিক পথে থাকার অধিকতর যোগ্য? নাকি তোমার কাছে এমন কোন প্রমাণ নেই? যদি সে বলে, আমার কাছে এমন প্রমাণ আছে, তবে সে এমন কথা বলছে, যার বাতিল হওয়া সুবিদিত। আর যদি সে বলে, আমার কাছে এমন প্রমাণ নেই এবং সেটাই সত্য, তাহ'লে তাকে বলা হবে, ক্বিয়ামতের দিন তুমি যখন আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াবে তখন তুমি কী অজুহাত পেশ করবে; যখন তোমার তাক্বলীদকৃত ইমাম তোমাকে একটি নেকী দিয়েও উপকার করবে না এবং তোমার একটি পাপও বহন করবে না? অথচ আজ যার সঠিকতা-বেঠিকতার বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জানা নেই তার কথার ভিত্তিতে তুমি দুনিয়াতে আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিচার করছ, আর ফৎওয়া দিচ্ছ!

(১০) তুমি কি তোমার অনুসৃত ইমামের নিষ্পাপত্ব দাবী কর? নাকি তার ভুল হ'তে পারে বলে স্বীকার কর? প্রথমটা তো হওয়ার কোনই উপায় নেই। তুমিও তা বাতিল হওয়া স্বীকার কর। অতএব দ্বিতীয়টা হওয়া স্থির হয়ে গেল। আর যখন তুমি তার ভুল হওয়া স্বীকার করছ তখন যার ভুলকারী হওয়ার বৈধতা তুমি মেনে নিচ্ছ তার কথা মতো কিভাবে তুমি হালাল করছ, হারাম করছ, ফরয করছ, রক্তপাত করছ, জননক্রিয়া হালাল করছ, মালিকানা বদলে দিচ্ছ এবং সুন্দরকে মলিন করছ?

* *ঝিনাইদহ।*

(১১) যখন তুমি তোমার তাক্বলীদকৃত ইমামের কথা অনুযায়ী ফৎওয়া দাও কিংবা বিচার কর তখন কি তুমি বলবে, নিশ্চয়ই এটাই আল্লাহ্র সেই বিধান যা দিয়ে তিনি তার রাসূলকে পাঠিয়েছিলেন, যা দিয়ে তিনি তার কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন এবং যা তার বান্দাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন, এই বিধানের বাইরে তার আর কোন বিধান নেই? নাকি তুমি বলবে, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যে দ্বীন প্রবর্তন করেছেন এটা তার বিপরীত? নাকি তুমি বলবে, আমি জানি না। তোমাকে এসব কথার একটা বলতে হবে। অবশ্য প্রথম কথাটা বলার সুযোগ তোমার একেবারেই নাই। কেননা আল্লাহ্র যেই বিধানের (দ্বীনের) বাইরে আল্লাহ্র আর কোন বিধান (দ্বীন) নেই সেই বিধানের (দ্বীনের) বিরুদ্ধাচরণ করা বৈধ হ'তে পারে না। তার বিরোধিতাকারী কমসেকম পাপী হবেই। দ্বিতীয় কথাও তুমি দাবী করতে পারবে না। সুতরাং তোমার জন্য তৃতীয় কথা বলা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। হায় আল্লাহ! কি অবাক করা কথা! তুমি জননক্রিয়া, রক্তপাত, মালদৌলত ও নানা অধিকার মুবাহ বা আইনসিদ্ধ গণ্য করছ, এটা হালাল, ওটা হারাম ঠাওরাচ্ছ এমন বিধান বলে, যার সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠতম ভিত্তি হল, আমি জানি না। কবি বলেন,

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ * وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ

'যদি তুমি সত্যিই না জান তাহ'লে তা এক বিপদ; আর যদি জেনে বল, তাহ'লে তা মহাবিপদ'।

(১২) অমুক, অমুক যাদের তোমরা তাক্বলীদ কর এবং যাদের কথাকে শরী'আত প্রণেতার বক্তব্যের পর্যায়ে গণ্য কর, তাদের জন্মের পূর্বের লোকেরা কোন মতের উপর ছিলেন? আফসোস ! তোমরা যদি এতটুকুতেই ক্ষ্যান্ত হ'তে তাহ'লেও হ'ত! বরং তোমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে অনুসরণের ক্ষেত্রে তাদের কথাকে শরী'আত প্রণেতার বক্তব্যের থেকে শ্রেয় গণ্য করছ। এদের জন্মের আগের লোকগুলো কি সঠিক পথে ছিলেন, না ভ্রান্ত পথে ছিলেন? তোমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তারা সঠিক পথে ছিলেন। এবার তাদের নিকটে জিজ্ঞাসা, তারা যে মতের উপর ছিলেন তা হল : কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ; আল্লাহ, রাসূল ও তার ছাহাবীদের বক্তব্যগুলিকে তাদের বিরোধী বক্তব্যের উপর অগ্রাধিকার দান এবং কোন ব্যক্তির কথা কিংবা সিদ্ধান্ত নয়; বরং কুরআন-সুন্নাহ্র ফায়ছালা গ্রহণ। তারা অন্য কোন মতের উপর ছিলেন না। এটাই যদি সঠিক পথ হয় তাহ'লে সঠিক পথের পরে ভ্রান্ত পথ ছাড়া আর কী থাকতে পারে? তাহ'লে তোমরা উল্টো কোন দিকে ছুটছ? যদি তারা বলে, আমাদের ইমাম ছাহেব সহ মুক্বাল্লিদদের সকল দল সেই আদর্শের উপর রয়েছে, যার উপর পূর্বসূরী সালাফগণ ছিলেন; তারা তাদের মানহাজ (জীবনধারা) অনুসরণ করেছেন এবং তাদেরই রাস্তায় হেঁটেছেন; তাহ'লে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা, তোমাদের ইমাম ছাহেবের সাথে অন্যান্য ইমামরাও কি সেই মানহাজে অংশীদার, নাকি তোমাদের ইমাম ছাহেব একাই তা অনুসরণ করেছেন এবং অন্যরা তা থেকে বঞ্চিত থেকে গেছেন? দু'টির একটিই কেবল এখানে সঠিক হবে। যদি তারা দ্বিতীয় কথায় সায় দেয় তাহ'লে তারা চতুষ্পদ প্রাণী থেকেও গুমরাহ গণ্য হবে। আর যদি প্রথম কথায় সায় দেয় তবে বলব, তাহ'লে কিভাবে তোমরা তোমাদের ইমাম ছাহেবের কথা পুরোটাই গ্রহণ করলে এবং তার থেকে বেশী জানেওয়ালা কিংবা তার সমতুল্য জনের কথা পুরোটাই ছুঁড়ে ফেলে দিলে? এখন তার একটা কথাও প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে না এবং বিপক্ষের ইমামের একটা কথাও গ্রহণ করা হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন, সঠিক যা তা সব তোমাদের ইমামের ভাগে, আর ভুল-ভ্রান্তি যা তার বিপক্ষের ঘাড়ে। একারণেই তিনি যা বলেছেন তার সবটুকুতেই তোমরা সমর্থন দাও এবং তার বিপক্ষের কথা পুরোটাই প্রত্যাখ্যান কর। অন্যরাও আবার তোমাদের সাথে একই আচরণ করে।

ইমামগণ তাদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন

(১৩) তোমরা যেসব ইমামের তাক্বলীদ কর তারা কিন্তু তোমাদেরকে তাদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং তাক্বলীদের ফলে তোমরাই তাদের প্রথম বিরোধিতাকারী হচ্ছ। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِلَا حُجَّةٍ كَمَثَلِ حَاطِبِ لَيْلٍ، يَحْمِلُ حُزْمَةَ حَطَبٍ، وَفِيهِ أَفْعَى تَلْدَغُهُ، وَهُوَ لَا يَدْرِي 'দলীল-প্রমাণ ছাড়া যে বিদ্যা অন্বেষণ করে সে রাতে কাঠ সংগ্রহকারীর মত; সে কাঠের বোঝা মাথায় বহন করে, অথচ তার মধ্যে রয়েছে সাপ, যা তার অজান্তে তাকে দংশন করবে'।[১] ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন, لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ بِقَوْلِنَا، حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَاهُ 'কারও জন্য আমাদের কথা দ্বারা উদ্ধৃতি দেওয়া ততক্ষণ জায়েয হবে না যতক্ষণ না সে আমরা কোত্থেকে কথাটি বলেছি তা না জানবে'। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, لَا تُقَلِّدْ دِيْنَكَ أَحَـدًا 'তোমার দ্বীনের ক্ষেত্রে তুমি কারও তাক্বালীদ কর না'।

তাক্বলীদের দাওয়াতদাতাদের সাথে পুনর্বিতর্ক

(১৪) তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আগামীকাল তোমরা মহান আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াবে এবং তিনি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা তার বান্দাদের জীবন, লজ্জাস্থান, দেহ ও সম্পদের বিষয়ে কিসের ভিত্তিতে ফায়ছালা দিয়েছিলে? কোত্থেকে তার দ্বীনী বিষয়ে হালাল-হারাম, ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদির ফৎওয়া দিয়েছিলে? তাদের উত্তর তো হবে, হ্যাঁ, আমরা তা বিশ্বাস করি। এখন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা, যখন তিনি তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন, কোত্থেকে তোমরা এ কথা বলেছিলে, তখন তোমাদের উত্তর কী হবে? তোমরা তখন

১. *বায়হাকী, মানাকিবুশ শাফেঈ ২/১৪৩, আল-মাদখাল ২৬৩; হিলয়াতুল আওলিয়া ৯/১২৫।*

বলবে, আমাদের উত্তর এই যে, আমরা মুহাম্মাদ বিন হাসান রচিত 'আল-আছল' গ্রন্থ অনুসারে হালাল-হারাম গণ্য করেছি এবং বিচার-ফায়ছালা করেছি, যা কিনা তিনি আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ থেকে তাদের রায় ও মত হিসাবে বর্ণনা করেছেন; অথবা 'আল-মুদাওয়ানা' গ্রন্থে সাহনূনের মাধ্যমে ইবনুল কাসেম কর্তৃক বর্ণিত রায় ও মত অনুসারে করেছি; অথবা 'আল-উম্ম' গ্রন্থে রবী কর্তৃক বর্ণিত রায় ও মত অনুসারে করেছি; অথবা এদের বাদে অন্যদের বর্ণিত রায় ও মত অনুসারে করেছি। হায়! তোমরা যদি এতুটুকুতেই থামতে কিংবা এর থেকে ঊর্ধ্বে উঠতে অথবা তোমাদের ইচ্ছে এমনতর কারও পানে ধাবিত হ'ত! তোমরা বরং অনেক নীচু স্তরে নেমে গেছ। যাহোক, তোমাদের যখন জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি এ কাজ আমার হুকুমে করেছিলে, নাকি আমার রাসূলের হুকুমে, তখন তোমাদের জবাব কী হবে? যদি তখন তোমাদের এ জবাব দেওয়া সম্ভব হয় যে, তুমি আমাদের যা হুকুম করেছিলে এবং তোমার রাসূল আমাদের যা হুকুম করেছিলেন আমরা তাই করেছিলাম, তাহ'লে তো তোমরা সফল ও নাজাত পেয়ে গেলে। আর যদি তোমাদের তা বলা সম্ভব না হয় তাহ'লে তোমাদের অবশ্যই বলতে হবে, না তুমি হুকুম করেছিলে, না তোমার রাসূল, না আমাদের ইমামগণ। দু'টি জবাবের একটি অবশ্যই দিতে হবে।

(১৫) যখন ঈসা ইবনু মারইয়াম একজন সুশাসক ও ন্যায়বিচারক হিসাবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন তখন তিনি কোন মাযহাব অনুযায়ী হুকুম দিবেন? কার মত অনুযায়ী বিচার করবেন? বিষয়টি কিন্তু সুপরিজ্ঞাত যে, তিনি আমাদের নবীর সেই শরী'আত অনুযায়ী হুকুম ও বিচার করবেন, যে শরী'আত আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ যে ফায়ছালা দিয়েছেন তা পালনে ঈসা ইবনু মারইয়াম হবেন তার সবচেয়ে যোগ্যতম ও নিকটতম ব্যক্তি। আল্লাহই তো তাঁর শরী'আত মোতাবেক বিচার করা ও ফৎওয়া দেওয়া ফরয করেছেন। কারও জন্যই তো এর বিপরীত বিচার করা ও ফৎওয়া দেওয়া বৈধ হবে না। এখন যদি তোমরা বল, এ প্রশ্ন তো আমাদের ও তোমাদের সবার জন্যই সমান প্রযোজ্য, তাহ'লে আমরা বলব, হাঁ, তা বটে; তবে আমাদের উত্তর তোমাদের থেকে ভিন্ন। আমরা বলব, হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে যে, আমরা কোন ব্যক্তি বিশেষকে তোমার কালামের এবং তোমার রাসূলের কালামের উপর যাচাইকারী নিয়োগ করিনি। যে বিষয়ে আমাদের মতভেদ দেখা দিয়েছিল তা মীমাংসায় আমরা তার দ্বারস্থ হইনি, তার কথাকে ফায়ছালা হিসাবে মানিনি এবং তার কোন কথাকেই তোমার কথা, তোমার রাসূলের কথা ও তোমার রাসূলের ছাহাবীদের কথার উপরে স্থান দেইনি। কোন সৃষ্টির কথা ও মতামতকে তোমার অহীর উপরে স্থান দেওয়া আমাদের নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য ছিল। আমরা বরং তদনুযায়ী ফৎওয়া দিয়েছি যা আমরা তোমার কিতাবে পেয়েছি এবং আমাদের নিকটে আগত তোমার রাসূলের সুন্নাতে পেয়েছি আর যা দিয়ে তোমার নবীর ছাহাবীগণ ফৎওয়া দিয়েছিলেন। যদি আমরা এর ব্যত্যয় করে থাকি তবে তা ছিল ভুলক্রমে, স্বেচ্ছায় নয়। আমরা তোমাকে, তোমার রাসূলকে এবং মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইনি। আমরা আমাদের দ্বীনকে বিভক্ত করে দলে দলে বিভক্ত হইনি এবং আমাদের দ্বীনী কাজকে নিজেদের মধ্যে ভাগ ভাগ করিনি। আমরা আমাদের ইমামদের আমাদের নেতা মেনেছিলাম এবং আমাদের ও তোমার রাসূলের মাঝে মধ্যবর্তী বানিয়েছিলাম ঐসব বিষয়ে যা তারা তাঁর থেকে বর্ণনা করে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। আমরা ততটুকুতেই তাদের অনুসরণ ও তাক্বলীদ করেছিলাম। তুমি ও তোমার রাসূলও আমাদেরকে এ আদেশ দিয়েছিলে যে, আমরা তাদের কথা শুনব এবং তারা যা তোমার ও তোমার রাসূলের পক্ষ থেকে প্রচার করবে আমরা তা মেনে নেব। তাই তোমার ও তোমার রাসূলের কথা শোনা ও মানার স্বার্থে আমরা তা করেছিলাম। আমরা তাদেরকে আমাদের রব বানাইনি, তাদের কথাকে ফায়ছালা হিসাবে মানিনি, ঐ সব কথার ভিত্তিতে আমরা বিতর্কে লিপ্ত হইনি এবং ঐসব কথার ভিত্তিতে আমরা বন্ধুত্ব ও শত্রুতা গড়িনি, বরং তাদের কথাকে তোমার কথা ও তোমার রাসূলের সুন্নাতের সাথে মিলিয়ে দেখেছিলাম। ঐ দু'টির সঙ্গে মিলে গিয়েছিল তা গ্রহণ করেছিলাম, আর যা মিলেনি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, যদিও তারা আমাদের থেকে তোমার কিতাব ও তোমার রাসূলের সুন্নাত সম্পর্কে বেশী জ্ঞাত ছিলেন। তাদের মধ্যে কোন মাসআলায় যার কথা তোমার রাসূলের কথার সাথে মিলে গিয়েছিল তিনি ঐ মাসআলায় সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত বলে আমরা গণ্য করেছিলাম। ভাইয়েরা, এই হবে আমাদের জবাব। এখন আমরা তোমাদের আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরাও কি অনুরূপ যে, এই একই উত্তর তার সামনে দিতে পারবে যার নিকট কথার হেরফের করা যাবে না এবং যার নিকট অলীক-বাতিল কথা চালিয়ে দেওয়া যাবে না?

(১৬) হে বিভিন্ন দলের মুক্বাল্লিদরা! তোমরা তোমাদের তাক্বলীদকৃত ইমামদের বাদে ছাহাবীদের প্রথমজন থেকে শেষজন পর্যন্ত, তাবেঈদের প্রথমজন থেকে শেষজন পর্যন্ত এবং উম্মতের আলেমকুলের প্রথমজন থেকে শেষজন পর্যন্ত সকলকে এমন ব্যক্তির পর্যায়ে নামিয়ে এনেছ যার কথা গণনাতে নেওয়া যায় না, যার ফৎওয়া নযর দেওয়ার মত নয়, ঐসব ফৎওয়ায় মশগূল হওয়া সময়ের অপচয় মাত্র, যা ধর্তব্যও নয় আবার ভাবনা-চিন্তারও যোগ্য নয়। কেবল যখন তাদের কথা তোমাদের অনুসৃত ইমামের কথার বিপরীতে দাঁড়ায় তখন শুধুই তা রদ করার মানসে তোমরা যা একটুখানি নযর দিয়ে থাক। অথচ চিন্তাকে এভাবে কাজে লাগানো মতলববাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রতিপক্ষের কথা এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে রদ করা তারা জায়েয বানিয়ে নিয়েছে। তাই যখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু ও তার

রাসূলের কোন সুস্পষ্ট কথা (নছ) তাদের অনুসৃত ইমামের কথার বিপরীতে দাঁড়ায় তখন তাদের অনুসৃত ইমামের কথা যাতে বজায় থাকে সেজন্য ঐ সুস্পষ্ট কথাকে তাৎপর্যহীন করতে যত রকম হিলা-বাহানা করা আবশ্যক তা তারা করে। হায় আল্লাহ! তাঁর দ্বীন, তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতে এ কেমন বিদ'আত ঢুকে পড়ল যে, মহান আল্লাহ যদি এই দ্বীনের মধ্যে এমন একজন মুখপাত্র না রাখতেন যিনি দ্বীনের নিশান বরদারি করবেন এবং তার বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন তাহ'লে তা ঈমানের আসন পর্যন্ত টলিয়ে দিত! তার স্তম্ভ পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দিত! তাই যারা তাদের অনুসৃত ইমাম ব্যতীত ছাহাবা, তাবেঈন এবং মুসলিম আলেমদের কোন একজনের কথা ও ফৎওয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না, বরং নিজেদের ইমামকে যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে ছেড়ে অন্তরঙ্গজন বানিয়ে নেয় তাদের থেকে ছাহাবা, তাবেঈন ও মুসলিম আলেমদের প্রশংসায় এত বেশী অনুদারতা আর কেউ দেখায় না; তাদের অধিকারকে আর কেউ এতটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না; তাদের প্রতি কর্তব্য পালনে এত কম গুরুত্ব আর কেউ দেয় না এবং তাদের প্রতি এত বড় অশ্রদ্ধা আর কেউ পোষণ করে না।

(১৭) হে মুক্বাল্লিদগণ! এ বড়ই আজব তামাশা যে, তোমরা নিজেদের বেলায় স্বীকার কর যে, আল্লাহ্র কালাম ও রাসূলের কালাম থেকে দলীল-প্রমাণসহ সঠিক বিধান বের করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। যদিও আল্লাহ্র কালাম সহজবোধ্য, তার উৎস কাছাকাছি, তার বর্ণনা চূড়ান্তভাবে স্পষ্ট এবং তার মধ্যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব থাকা অসম্ভব। তা একজন নিষ্পাপ মানুষ থেকে বর্ণিত সত্য বর্ণনা। আর আল্লাহ তা'আলা সত্যের পক্ষে প্রকাশ্য প্রমাণাদি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন এবং মানবমণ্ডলী কিসের থেকে সাবধান থাকবে তা খোলামেলা বলে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ যে দলীল-প্রমাণ খাড়া করলেন এবং নিজে তা বর্ণনার ভার নিলেন তোমরা তা বুঝতে অক্ষমতার দাবী তুললে, কিন্তু অন্য দিকে দলিল-প্রমাণসহ বুঝে ফেললে যে, তোমাদের ইমাম তাক্বলীদের জন্য অন্যদের তুলনায় বেশী যোগ্য এবং তিনি তার কালে মুসলিম জাতির সবচেয়ে জ্ঞানী ও সবার সেরা মানুষ ছিলেন। এমনিতর আরও অনেক গুণে তিনি বিভূষিত।

তাক্বলীদকারী প্রতিটি দলেরই কট্টরপন্থীরা আবার নিজেদের ইমামের অনুসরণ ফরয এবং অন্য ইমামদের অনুসরণ হারাম গণ্য করে থাকে। তাদের উছূলের গ্রন্থাসমূহে এমনটা বলা আছে। কী বিস্ময়কর যে, আল্লাহ তা'আলা সত্যের পক্ষে যে প্রমাণাদি খাড়া করলেন তারা তার মধ্যে অগ্রাধিকার দানের রাস্তা খুঁজে পেল না, খুঁজে পেল যে, তাদের ইমাম অন্য ইমামদের তুলনায় নির্ভুল পথে থাকার বেশী হকদার ও বেশী যোগ্য। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ কথার সমর্থনে একটি দলীলও প্রদান করেননি।

(১৮) হে মুক্বাল্লিদ সম্প্রদায়! তোমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর যে, তোমরা যখন আল্লাহ্র কিতাবে তোমাদের ইমামের মতের সাথে মিলে যায় এমন কোন আয়াত পাও তখন তোমরা সে আয়াত মেনে চল বলে যাহির কর। কিন্তু আসল কথা হ'ল ইমাম বলেছেন, তাই মানো; খোদ আয়াতের ভিত্তিতে নয়। আবার যখন তার মত একটি আয়াত তোমাদের ইমামের মতের বিরোধী পাও তখন তা মেনে না নিয়ে নানা ব্যাখ্যা হাযির কর এবং ইমামের মতের সাথে মেলেনি বলে তাকে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে খারিজ করে দাও। হাদীছের সুস্পষ্ট কথা (নছ)-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যখন তোমরা তোমাদের ইমামের কথার সমর্থনে কোন একটা ছহীহ হাদীছ পাও অমনি বলে ওঠো, আমাদের পক্ষে নবী (ছাঃ)-এর এই এই কথা রয়েছে। আর যখন একশ' বা তারও বেশী ছহীহ হাদীছ তার কথার বিপরীতে মেলে তখন তার একটা হাদীছের প্রতিও তোমরা ভ্রূক্ষেপ কর না। তখন তার থেকে একটা হাদীছও তোমাদের মনোপুত হয় না। তোমরা তখন বলতে থাক, আমাদের পক্ষে নবী (ছাঃ)-এর এই এই ধরনের কথা রয়েছে। আবার যখন কোন মুরসাল হাদীছ তার মতের সমর্থনে মিলে যায় তখন তোমরা তা গ্রহণ করে থাক এবং ঐ জায়গায় মুরসালকে প্রমাণ হিসাবে গণ্য কর। কিন্তু তার মতের বিপরীতে মুরসাল হাদীছের সংখ্যা একশ' হলেও তোমরা তার সবকটাকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও আর বল যে, আমরা মুরসাল হাদীছকে দলীল গণ্য করি না।

[চলবে]

সংশোধনী

মাসিক আত-তাহরীক এপ্রিল'১৮ সংখ্যায় 'তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে ৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর উক্তিটির শুদ্ধরূপ হবে, وَإِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْمَذْمُومِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ '(তাক্বলীদের) এই বিদ'আত চতুর্থ শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর (পবিত্র) যবানে যেই শতক নিন্দিত'। মুদ্রণ প্রমাদজনিত এই ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।-*সম্পাদক*

দৃষ্টি আকর্ষণ

আসন্ন রামাযান মাসে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বইসমূহ বিশেষ মূল্য ছাড়ে (৫-১০%) বিক্রয় করা হবে ইনশাআল্লাহ। আগ্রহী ভাইদেরকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

যোগাযোগ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০

ঢাকা অফিস : ফোন : ০২-৯৫৬৮২৮৯, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১।

Contents

আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী
*অনুবাদ : মীযানুর রহমান**

(৩য় কিস্তি)

সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার আবশ্যকতা এবং এর বিরোধিতা করার নিষিদ্ধতা :

সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! প্রথম যুগের সকল মুসলমানের নিকট এ কথা সর্বজনবিদিত ছিল যে, জীবনের সকল দিক ও বিভাগে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় ও শেষ উৎস। চাই তা গায়েবী আক্বীদাগত বিষয়ে হোক অথবা আমলগত বিধি-বিধান হোক অথবা রাজনৈতিক বা নৈতিক বিধানগত বিষয়ে হোক। কোন রায়, ইজতিহাদ বা ক্বিয়াসের ভিত্তিতে উপরোক্ত কোন ক্ষেত্রেই এর বিরোধিতা করা কোনভাবেই জায়েয নয়। যেমন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থের শেষে বলেছেন, لَا يَحِلُّ الْقِيَاسُ وَالْخَبَرُ مَوْجُوْدٌ 'খবর (হাদীছ) মওজূদ থাকতে ক্বিয়াস বৈধ নয়'। পরবর্তী উছূলবিদগণেরও একই অভিমত। যেমন তারা বলেন, إِذَا وَرَدَ الْأَثَرُ بَطَلَ النَّظَرُ 'হাদীছ পেলে রায় বাতিল হয়ে যাবে'। لَا اجْتِهَادَ فِيْ مَوْرِدِ النَّصِّ– '(কুরআন-সুন্নাহ্র) দলীল থাকতে ইজতিহাদ চলে না'। পবিত্র কিতাব ও সুন্নাতই এক্ষেত্রে তাদের ভরসা।

কুরআন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের কাছে ফায়ছালা চাওয়ার নির্দেশ দেয় :

এ বিষয়ে কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে। আমি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে ভূমিকায় কিছু আয়াত উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেছি। فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'কেননা স্মরণ করিয়ে দেওয়া মু'মিনদের উপকারে আসবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*।

(১) মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيْنًا– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

(২) তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আগে বেড়োনা। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(হুজুরাত ৪৯/১)*।

(৩) তিনি আরো বলেন, قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ 'তুমি বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তারা এতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে) আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না' (*আলে ইমরান ৩/৩২*)।

(৪) তিনি আরো বলেন, وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا، مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا– 'বস্তুতঃ আমরা তোমাকে মানব জাতির জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি। আর (এজন্য) সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর আমরা তোমাকে রক্ষক হিসাবে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৭৯-৮০)*।

(৫) তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً–

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

(৬) তিনি আরো বলেন, وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আপোষে ঝগড়া কর না। তাহ'লে তোমরা হীনবল হয়ে যাবে ও তোমাদের শক্তি উবে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(আনফাল ৮/৪৬)*।

(৭) তিনি আরো বলেন, وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ– 'তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং (হারাম থেকে) সাবধান থাক। অতঃপর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখ আমাদের রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া' *(মায়েদাহ ৫/৯২)*।

(৮) তিনি আরো বলেন,

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ

* *লিসান্স, এম.এ (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

Contents

عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ-

'রাসূলের প্রতি আহ্বানকে তোমরা পরস্পরের প্রতি আহ্বানের ন্যায় গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে চলে যায়। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৫/৬৩)*।

(৯) তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও। যখন তিনি তোমাদের আহ্বান করেন ঐ বিষয়ের দিকে যা তোমাদের (মৃত অন্তরে) জীবন দান করে। জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন (অর্থাৎ তাঁর অনুমতিক্রমেই মানুষ মুমিন ও কাফির হয়ে থাকে)। পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের সমবেত করা হবে' *(আনফাল ৮/২৪)*।

(১০) তিনি আরো বলেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা'। 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৩-১৪)*।

(১১) তিনি আরো বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيْداً، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً-

'তুমি কি তাদের দেখনি, যারা ধারণা করে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে তার উপর এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে তার উপর। তারা ত্বাগূতের নিকট ফায়ছালা পেশ করতে চায়। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাকে অস্বীকার করার জন্য। বস্তুতঃ শয়তান তাদেরকে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করতে চায়। যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন তুমি কপট বিশ্বাসীদের দেখবে যে, তারা তোমার থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নিবে' *(নিসা ৪/৬০-৬১)*।

(১২) তিনি আরো বলেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ-

'অথচ মুমিনদের কথা তো কেবল এটাই হ'তে পারে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তারা বলবে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরাই হল সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে বেঁচে থাকে, তারাই হ'ল কৃতকার্য' *(নূর ২৪/৫১-৫২)*।

(১৩) তিনি আরো বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ- 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' *(হাশর ৫৯/৭)*।

(১৪) তিনি আরো বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْراً- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে তার জন্য' *(আহ্যাব ৩৩/২১)*।

(১৫) তিনি আরো বলেন, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى- 'শপথ নক্ষত্ররাজির যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হননি বা বিভ্রান্ত হননি। তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না। এটি কেবল তাই যা তার নিকট অহি করা হয়' *(নাজম ৫৩/১-৪)*।

(১৬) তিনি আরো বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 'আর আমরা তোমার নিকটে নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যেন তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। এ রকম অনেক আয়াত রয়েছে।

Contents

সকল বিষয়ে নবীর অনুসরণের প্রতি আহ্বানকারী হাদীছ সমূহ :

এমন অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে যেগুলি ধর্মীয় সকল বিষয়ে নবীর 'আম (সাধারণ) ইত্তেবাকে আমাদের ওপর ওয়াজিব করে দেয়। তন্মধ্যে কিছু ছহীহ দলীল আমরা আপনাদের খেদমতে এখানে পেশ করছি :

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى– 'অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ব্যক্তি (আবা) ব্যতীত আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী কে? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে আমার অবাধ্যতা করল সেই 'আবা' বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী'।[১]

(২) জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا–

'একদল ফেরেশতা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসলেন। তখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। তাদের কেউ কেউ বললেন, তিনি ঘুমন্ত। আবার কেউ বললেন, নিশ্চয়ই তার চোখ ঘুমন্ত কিন্তু অন্তর জাগ্রত। অতঃপর তারা বলাবলি করল, তোমাদের এই সাথীর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। সুতরাং তোমরা তার দৃষ্টান্ত পেশ কর। তাদের কেউ বলল, তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন। আবার কেউ বলল, তার চোখ ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু তার অন্তর জাগ্রত। তারা বলল, তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি বাড়ী নির্মাণ করল। সেখানে খাবারের ব্যবস্থা করে একজন আহ্বায়ককে পাঠাল লোকদেরকে আহ্বান করতে। যে আহ্বায়কের ডাকে সাড়া দিল, সে গৃহে প্রবেশ করল এবং খাবার খেল। পক্ষান্তরে যে আহ্বায়কের ডাকে সাড়া দিল না, সে গৃহে প্রবেশও করল না এবং খাবারও খেল না। অতঃপর তারা বলল, তোমরা এর ব্যাখ্যা করে দাও যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তাদের কেউ বলল, তিনি ঘুমন্ত। আবার কেউ বলল, নিশ্চয়ই তার চোখ ঘুমন্ত কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তারপর তারা বলল, গৃহটি হ'ল জান্নাত আর দাঈ বা আহ্বায়ক হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে তার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন লোকদের মধ্যে হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী মানদণ্ড'।[২]

(৩) আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ، إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ–

'আমার ও আমাকে আল্লাহ যা দিয়ে পাঠিয়েছেন এ দু'য়ের দৃষ্টান্ত হ'ল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নিজ চোখে শত্রুবাহিনীকে দেখলাম। নিশ্চয়ই আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং বাঁচো বাঁচো। ফলে তার সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ তার কথা মান্য করল। তারা রাতেই পথ চলল এবং সময় থাকতেই নিরাপদ স্থানে চলে গেল। ফলে তারা বেঁচে গেল। আর তাদের মধ্যে একদল তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং তারা তাদের স্বস্থানেই ভোর করল। ফলে শত্রুবাহিনী সকালে সেখানে তাদেরকে পেয়ে নির্মূল করল। এটিই হ'ল ঐ দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আমার ইত্তেবা করল এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করল আর যে আমার অবাধ্যতা করল এবং আমি যে হক নিয়ে এসেছি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল'।[৩]

(৪) আবু রাফে' (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ (وإلا فلا)– 'আমি তোমাদের

১. *বুখারী হা/৭২৮০; আহমাদ হা/৮৫১১।*

২. *বুখারী হা/৭২৮১।*

৩. বুখারী হা/৭২৮৩; হা/ মুসলিম হা/২২৮৩।

কাউকে তার নকশাখচিত খাটে হেলান দেয়া অবস্থায় পাব। তার নিকটে যখন এমন কোন বিষয় আসবে যে ব্যাপারে আমি (সুনির্দিষ্ট) নির্দেশনা প্রদান করেছি অথবা তা করতে আমি নিষেধ করেছি, তখন সে বলে, (এতো কিছু) আমি জানি না, আমি যা কিছু আল্লাহ্র কিতাবে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। এছাড়া অন্য কিছুর অনুসরণ করব না'।[৪]

(৫) মিক্বদাম বিন মা'দীকারিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ-

'জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু। সাবধান! এমন একটি সময় আসছে যখন বিলাসী মানুষ তার গদিতে বসে বলবে, তোমাদের জন্য এ কুরআনই যথেষ্ট। সেখানে যা হালাল পাবে, তাকেই হালাল জানবে এবং সেখানে যা হারাম পাবে, তাকেই হারাম জানবে। যদিও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সেই পরিমাণই হারাম করেছেন, যেই পরিমাণ আল্লাহ হারাম করেছেন। সাবধান! তোমাদের জন্যে গৃহপালিত গাধা বৈধ নয়, প্রত্যেক নখওয়ালা হিংস্র প্রাণীও নয়, অঙ্গীকারাবদ্ধ কাফেরের কুড়িয়ে পাওয়া হারানো বস্তুও নয়, তবে মালিক যদি তা প্রয়োজন মনে না করে। কেউ যদি কোন কওমের নিকট অতিথি হিসাবে অবতরণ করে, তাহ'লে তাদের উচিত তার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। আর যদি তারা তাকে আপ্যায়ন না করে, তাহ'লে সে তার আতিথেয়তার মতই তাদের নিকট থেকে বদলা নিবে'।[৫]

(৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِيْ وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ- 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দু'টিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। তা হ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও আমার সুন্নাত। হাওযে কাওছারে আমার নিকট উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এ দু'টি কখনো পৃথক হবে না'।[৬]

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছসমূহের সারসংক্ষেপ :

কুরআন মাজীদের উপরোক্ত আয়াত সমূহ ও হাদীছ সমূহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় রয়েছে। এর সারনির্যাস নিম্নরূপ:

(১) আল্লাহ্র ফায়ছালা এবং তাঁর রাসূলের ফায়ছালার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এদু'য়ের কোনটিরই বিরোধিতা করার এখতিয়ার মুমিনের নেই। রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করা আল্লাহ্র অবাধ্যতা করার মতই এবং এটা সুস্পষ্ট গোমরাহী।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগে বাড়া যেমন জায়েয নয়, তেমনি আল্লাহ তা'আলার আগে বাড়াও জায়েয নয়। এতে সুন্নাতের বিরোধিতা করা নাজায়েয হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَيْ لَا تَقُولُوا حَتَّى يَقُولَ، وَلَا تَأْمُرُوا حَتَّى يَأْمُرَ، وَلَا تُفْتُوا حَتَّى يُفْتِيَ، وَلَا تَقْطَعُوا أَمْرًا حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ فِيهِ وَيَمْضِي- 'অর্থাৎ তিনি না বলা পর্যন্ত তোমরা বল না, তিনি আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা আদেশ দিও না, তিনি ফৎওয়া না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা ফৎওয়া দিও না, তোমরা কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করো না, যতক্ষণ না তিনি সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন'।[৭]

(৩) রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য হ'তে বিমুখ হওয়া কাফেরদের স্বভাব।

(৪) রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যকারী মূলতঃ আল্লাহ্রই আনুগত্যকারী।

(৫) দ্বীনের কোন বিষয়ে মতভেদ ও বিরোধ দেখা দিলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্য করতে এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ অর্থাৎ 'আনুগত্য করো' ক্রিয়াটিকে পুনরায় উল্লেখ করেছেন একথা বুঝানোর জন্য যে, স্বতন্ত্রভাবে রাসূলের আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং তার নির্দেশকে কুরআনের নিকট পেশ করার প্রয়োজন নেই। বরং তিনি কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে তা নিঃশর্তভাবে পালন করা ওয়াজিব। সে বিষয়ে কুরআনে কোন নির্দেশনা থাকুক বা না থাকুক। কেননা তাঁকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে অনুরূপ কিছু (হাদীছ) দেওয়া হয়েছে'। কিন্তু 'উলুল আমর'-এর আনুগত্য নিঃশর্তভাবে করতে আদেশ করেননি। বরং ক্রিয়াটিকে বিলুপ্ত করে তাদের আনুগত্যকে রাসূলের আনুগত্যের আওতাভুক্ত করেছেন'।[৮] আর এ বিষয়ে আলেমগণ একমত যে, আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার অর্থ

৪. আহমাদ; আবুদাঊদ হা/৪৬০৫; তিরমিযী হা/২৬৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১৩; ত্বাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার হা/৬৪১২-১৩, সনদ ছহীহ।

৫. আবুদাঊদ হা/৪৬০৪; তিরমিযী হা/২৬৬৩-৬৪; হাকেম (হা/৩৭১) ছহীহ বলেছেন। আহমাদ (১৭২১৩) ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৬. মালেক (হা/৩৩৩৮) মুরসাল সূত্রে ও হাকেম (হা/৩১৯) মুসনাদ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন।

৭. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৫৮।

৮. ঐ, ১/৫৪।

Contents

হ'ল তাঁর কিতাবের দিকে ফিরে যাওয়া। আর রাসূলের দিকে ফিরে যাওয়া বলতে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নিকট যাওয়া এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। এটি ঈমানের অন্যতম শর্তও বটে।

(৬) মতানৈক্যের সময় তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সুন্নাহ্র দিকে ফিরে না গিয়ে মতভেদকে মেনে নেওয়াই শারঈ দৃষ্টিকোণে মুসলমানদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া এবং তাদের শৌর্য-বীর্য শক্তি-সামর্থ্য হারানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

(৭) রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ হ'তে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা এতে দুনিয়া ও আখেরাতে অশুভ পরিণতি রয়েছে।

(৮) রাসূল(ছাঃ)-এর নির্দেশ অমান্যকারীরা দুনিয়াতে ফিৎনা-ফাসাদ এবং আখিরাতে মর্মান্তিক শাস্তির অধিকারী হয়ে যায়।

(৯) রাসূল(ছাঃ)-এর দাওয়াত ও তাঁর আদেশ মেনে চলা ওয়াজিব। আর এটি দুনিয়া ও আখিরাতে পবিত্র জীবন ও সফলতার চাবিকাঠি।

(১০) নবীর আনুগত্য জান্নাতে প্রবেশ এবং মহা সফলতার মাধ্যম। পক্ষান্তরে তাঁর অবাধ্যতা এবং তার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা জাহান্নামে প্রবেশ ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ভোগের কারণ।

(১১) মুনাফিকরা যারা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে মুসলিম পরিচয় দেয়, কিন্ত অন্তরে কুফরী লালন করে তাদের বৈশিষ্ট্য হ'ল যখন তাদেরকে মীমাংসার জন্য রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সুন্নাতের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা তাতে সাড়া দেয় না। বরং তা থেকে কঠিনভাবে মানুষদেরকে বাধা দেয়।

(১২) মুমিনগণ মুনাফিকদের বিপরীত। কেননা যখন তাদেরকে রাসূলের নিকট ফায়ছালার জন্য আহ্বান জানানো হয় তখন তারা দ্রুত সাড়া দেন এবং তৎক্ষণাৎ অন্তরে ও মুখে বলেন, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম'। ফলে তারা সফলকাম ও জান্নাতুন নাঈম লাভে ধন্য হন।

(১৩) রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে যা কিছু করতে আদেশ করেছেন তার অনুসরণ করা আমাদের ওপর ওয়াজিব। তেমনি তিনি যা কিছু থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকাও ওয়াজিব।

(১৪) আমরা যদি আল্লাহ ও পরকালকে চাই তাহ'লে আমাদের দ্বীনী সকল বিষয়ে তিনি আমাদের আদর্শ ও নমুনা।

(১৫) যা কিছু রাসূল (ছাঃ)-এর যবান থেকে নির্গত হয়েছে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহী। চাই তা দ্বীন সম্পর্কিত হোক বা এমন অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে হোক, যা বিবেক ও অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায় না। আগে-পিছে কোন দিক থেকেই বাতিল তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

(১৬) রাসূলের সুন্নাত তাঁর ওপর নাযিলকৃত কুরআনের ব্যাখ্যা।

(১৭) কুরআন সুন্নাহ থেকে বিমুখ করে না; বরং সুন্নাহ্র অনুসরণ ও অনুকরণ কুরআনের মতই ওয়াজিব। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হ'তে বিমুখ সে রাসূলের বিরোধী এবং তাঁর অবাধ্য। এর মাধ্যমে সে পূর্বোল্লেখিত আয়াতগুলিরও বিরোধী সাব্যস্ত হবে।

(১৮) আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার মতই। অনুরূপ তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন যা কুরআনে নেই তা কুরআনে থাকার মতই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ، وَمِثْلَهُ مَعَــهُ 'সাবধান! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে অনুরূপ কিছু (অর্থাৎ হাদীছ) দেয়া হয়েছে'।

(১৯) কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরাই পদস্খলন ও ভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকার উপায়। এ বিধান ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। সুতরাং আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) ও তাঁর নবীর সুন্নাতের মাঝে পার্থক্য করা জায়েয নয়।

[চলবে]

শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) সহকারী শিক্ষক (আরবী) ১ জন। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
(২) সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) ১ জন। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
(৩) সহকারী শিক্ষিকা (বিজ্ঞান) ১ জন। যোগ্যতা : বিএসসি (পদার্থ, রসায়ন ও অংক বিষয়ে পাঠদানে সক্ষম)।
(৪) হাফেয ১ জন।

নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ ৩১শে মে ২০১৮।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (আম চত্বর), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।

Contents

আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা

*মূল (উর্দূ) : মাওলানা আবু যায়েদ যমীর**
*অনুবাদ : তানযীলুর রহমান***

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

ভুল ধারণা-৭ :

আহলেহাদীছদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা :

সব মতভেদ কি মন্দ? না, বরং সেই মতভেদ মন্দ, যা হকের বিরোধিতায় করা হয়। হকের বিরোধিতা করা গোমরাহী। কিন্তু বাতিলের বিরোধিতা করা ফরয। ইসলাম এটা শিক্ষা দেয় না যে, আপনি সঠিককে ভুল এবং বেঠিককে সঠিক বলবেন। যদি এ নীতি অবলম্বন করা হয় তাহ'লে সমাজ থেকে অন্যায় কর্ম নিষেধ করার আমল শেষ হয়ে যাবে। এমনকি ভুল ও সঠিকের পার্থক্যও ঘুচে যাবে। সেকারণ ভুল কথাগুলির খণ্ডন করা যরূরী। চাই সে ভুল গোমরাহী হোক অথবা জ্ঞানগত ভুল হোক।

(১) আহলেহাদীছদের নিকটে নিন্দিত মতভেদ সেটা, যা হকের মোকাবিলায় করা হয় :

আসল মন্দ হ'ল হকের সাথে মতভেদ। সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তা অস্বীকার করা অথবা তার বিরোধিতা করা এবং হকপন্থীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের একটা দল তৈরী করা আল্লাহ্র নিকট শাস্তি পাওয়ার মত উপযুক্ত একটি কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ– 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পরেও তাতে মতভেদ করেছে। এদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*।

বুঝা গেল যে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তার অনুসরণ করার পরিবর্তে নিজের যিদের উপর অটল থাকা এবং আপোসে ঝগড়া-বিবাদ করা সব মন্দের মূল।

কিন্তু ঐক্যের দোহাই দিয়ে একে অপরের ধর্মীয় ভুল-ত্রুটিগুলি এড়িয়ে যাওয়া এবং সংশোধনের জন্য মুখ না খোলা ঠিক নয়। কারণ শুধু ঐক্য উদ্দেশ্য নয়, চাই সেই ঐক্য সঠিক জিনিসের উপর হোক অথবা ভুল জিনিসের উপর। বরং আসল লক্ষ্য হ'ল মুসলমানদের সত্যের উপরে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এজন্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত সত্যের উপরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে সঠিক কথা বলা যরূরী। এ দায়িত্ব পালন না করলে আলেম সমাজ দায়মুক্ত হ'তে পারেন না।

(২) উম্মতের মতভেদের সময়ে সুন্নাতের অনুসরণেই মুক্তি রয়েছে :

নবী করীম (ছাঃ) পরবর্তী যুগে উম্মতের মাঝে সৃষ্ট মতভেদ সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত করেছিলেন। তিনি সে সময় এ কথা বলেননি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ মতের উপরে অটল থেকে ঐক্য বজায় রাখবে। বরং উম্মতের মতভেদের এ যুগে তিনি তাঁর ও স্বীয় হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ গ্রহণ করার তাকীদ করেছিলেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

'আমার মৃত্যুর পর তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে ধারণ করবে। তোমরা সেগুলি কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। আর তোমরা ধর্মের নামে নতুন সৃষ্টি করা হ'তে বিরত থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।[১]

যদি বাস্তবে চিন্তা করা যায় তবে দেখা যাবে যে, নিজের মতকে দ্বীন আখ্যা দিয়ে এর উপরে গো ধরা এবং নিজের ইচ্ছামত দ্বীনে পরিবর্তন করাই মতভেদের মূল কারণ।

(৩) উম্মতের মতভেদের সময় সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা সহজ কাজ নয় :

পরবর্তী যুগে অনৈক্য এত ব্যাপক আকার ধারণ করবে যে, উম্মতের মাঝে মতভেদের সময় সেই মতভেদ দূর করার জন্য নববী সমাধানের দিকে প্রত্যাবর্তন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। মানুষ ফেরকাবাযী ও দলীয় গোড়ামির চশমা পরে সমস্যার সমাধান করবে। এমন সময় কুরআন ও সুন্নাহকে অন্য সব কিছুর উপরে অগ্রাধিকার দানকারীদেরকে তীব্র বিরোধিতা ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হ'তে হবে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ اخْتِلَافِ أُمَّتِيْ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ– 'আমার উম্মতের মতভেদের সময় আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধারণকারীদের অবস্থা এমন হবে, যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার ধারণকারীর অবস্থা হয়'।[২]

(৪) অপসন্দনীয় হ'লেও আহলেহাদীছদের নিকট সত্য কথা বলা যরূরী :

মানুষের শত্রুতা ও অসন্তুষ্টির ভয়ে হক কথা গোপন করা মানুষকে জনগণের মাঝে সস্তা খ্যাতি, গ্রহণযোগ্যতা এবং

** ভারতের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম।*
*** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *আহমাদ হা/১৭১৮৪; আবূদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪৩; ছহীহুল জামে' হা/২৫৪৯।*
২. *ছহীহুল জামে' হা/৬৬৭৬, সনদ হাসান।*

Contents

সাময়িক নিরাপত্তা দিতে পারে, কিন্তু তা আল্লাহ তা'আলার নিকট মানুষের নিকট হক প্রকাশ করার দায়িত্ব থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ 'খবরদার! হক জানার পর মানুষের ভয় তা প্রকাশ করা থেকে যেন কোন ব্যক্তিকে বিরত না রাখে'।[৩]

(৫) অন্যায়-অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলা যরূরী :

আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) পরবর্তী যুগের হকপন্থীদের এই বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, তারা মানুষকে ভুল বিষয় থেকে নিষেধ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُوْرِ أَوَّلِهِمْ فَيُنْكِرُوْنَ الْمُنْكَرَ 'আমার উম্মতের মাঝে এমন কিছু মানুষ বিদ্যমান থাকবে যাদেরকে পূর্ববর্তীদের মত পুরস্কার দেওয়া হবে। তারা ঐ সকল লোক যারা অন্যদেরকে মন্দ থেকে নিষেধ করবে'।[৪]

খোলা কথা হ'ল নিষেধ করার পর কিছু লোক তাদের কথা মানবে এবং কিছু লোক মানবে না। যার ফলে মতানৈক্য দেখা দিবে। কিন্তু শুধু মতভেদ দেখা দেওয়ার ভয়ে মন্দের বিরোধিতা ছেড়ে দেয়া নববী নীতি ও দাওয়াতী হিকমতের সরাসরি বিরোধী।

(৬) দ্বীনী ইলম সমূহকে কুসংস্কারের জাল থেকে পবিত্র করা যরূরী :

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِيْنَ 'পরবর্তীদের মধ্য থেকে এমন মানুষ এ ইলমের ধারক ও বাহক হবেন, যারা হবেন ন্যায়পরায়ণ। তারা সীমালংঘনকারীদের পরিবর্তন, মিথ্যা দাবীদারদের অভিযোগ এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে এ ইলমকে পবিত্র করবেন'।[৫]

এ হাদীছ থেকে এটাও জানা গেল যে, দ্বীনকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও অপব্যাখ্যা থেকে নিরাপদ রাখার জন্য ভুলের প্রতিবাদ করা যরূরী। অন্যথায় দ্বীনের আসল শিক্ষা সমূহ কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজের পর্দার পিছে আত্মগোপন করে থাকবে। এজন্য হকপন্থীরা সর্বদা দ্বীনের হেফাযতের এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও পালন করতে থাকবেন। অনুরূপভাবে যারা বিপথগামী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে হকপন্থী প্রমাণ করতে তৎপর রয়েছে এবং উম্মতের সরল-সিধা মানুষদেরকে স্বীয় প্রতারণাপূর্ণ কথার ফাঁদে ফেলে তাদেরকে নিজেদের দুনিয়া কামানোর মাধ্যম বানিয়েছে, এমন লোকদের স্বরূপ উন্মোচন করা শুধু হকের প্রতিরক্ষাই নয়; বরং উম্মতের কল্যাণকারিতার অন্যতম দাবীও বটে। সেকারণ আহলেহাদীছদের বক্তৃতা ও লেখনী সমূহে যেমন দ্বীনে হকের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও কল্যাণের প্রতি উৎসাহ থাকে, তেমন বাতিল ও বাতিলপন্থীদের খণ্ডনও থাকে। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কোন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির পক্ষ থেকেও কোন মাসআলায় জ্ঞানগত ভুল হয়ে গেলে সেটাকেও দ্বীনের হেফাযত এবং হক প্রকাশের জাযবায় আহলেহাদীছরা তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন। এতে কোন ব্যক্তির খণ্ডন উদ্দেশ্য থাকে না। বরং আসল লক্ষ্য থাকে হক প্রকাশ করা। আসলে আহলেহাদীছদের নিকটে হকের স্থান ব্যক্তির অনেক ঊর্ধ্বে।

[চলবে]

৩. *ইবনু মাজাহ হা/৪৩৪৪।*
৪. *আহমাদ হা/১৬৬৪৩; ছহীহুল জামে হা/২২২৪।*
৫. *বায়হাকী ১/২০৯১১; মিশকাত হা/২৪৮।*

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ/ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! আপনারা কি ২০১৮ সালের রামাযান মাসে ওমরাহ পালন করতে ইচ্ছুক? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩।

বিশেষ আকর্ষণ : প্রতি মাসে বিভিন্ন প্যাকেজে ওমরাহ পালনের বুকিং চলছে

Contents

লায়লাতুল ক্বদর : ফযীলত ও করণীয়

*আহমাদুল্লাহ**

ভূমিকা : ‘লায়লাতুল ক্বদর’ তথা ক্বদরের রাত একটি মহিমান্বিত রজনী। এ রাতে সাধ্যমত ইবাদত করা এবং পাপ মোচন করিয়ে নেয়ার যে সুযোগ আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে দান করেছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। একজন মুমিন যেভাবে বছরব্যাপী রামাযানের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে তেমনিভাবে রামাযান মাস আগমন করার পর ক্বদরের রাতের প্রতীক্ষায়ও ব্যাকুল থাকে। এর জন্য চলে মানসিক প্রস্তুতি। আলোচ্য নিবন্ধে ক্বদরের রাত সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের আলোকে নাতিদীর্ঘ আলোচনা তুলে ধরা হ’ল।-

লায়লাতুল ক্বদরের নামকরণ :

‘ক্বদর’ (اَلْقَدْرُ) অর্থ اَلشَّرَفُ، اَلْمَنْزِلَةُ সম্মান, মর্যাদা। لَيْلَةُ الْقَدْرِ অর্থ মর্যাদার রাত্রি। অথবা لَيْلَةٌ ذُوْ قَدْرٍ মহিমান্বিত রজনী। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ- أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ- ‘আমরা একে নাযিল করেছি বরকতময় রাত্রিতে। আর আমরা তো সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়। আমাদের আদেশক্রমে। আর আমরাই তো প্রেরণকারী’ *(দুখান ৪৪/৩-৫)*।

এ রাতের নেক আমল সমূহের ছওয়াব তুলনাহীন। তাছাড়া এ রাতে সর্বাধিক মর্যাদামণ্ডিত কিতাব সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। সেকারণেও এ রাতকে লায়লাতুল ক্বদর বা মহিমান্বিত রজনী হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকতে পারে। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এলাহী গ্রন্থ আল-কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে ক্বদরের রাত্রিতে। এ রাত্রিটা কোন্ মাসে? সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ- ‘রামাযান মাস। যে মাসে নাযিল হয়েছে কুরআন, মানবজাতির জন্য হেদায়াত ও হেদায়াতের স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। অর্থাৎ ক্বদরের রাত্রি হ’ল রামাযান মাসে, কথিত শা‘বান মাসে নয়।[১]

ফযীলত :

ক্বদরের রাতের কতিপয় ফযীলত রয়েছে। যেমন- (১) এ রাতে শয়তান বের হয় না।[২] (২) হাযার রাত্রির চাইতেও উত্তম *(ক্বদর ৯৭/৩)*। (৩) জিবরীল (আঃ) এবং ফেরেশতারা নেমে আসেন *(ক্বদর ৯৭/৪)*। (৪) ফজর পর্যন্ত সালাম বা শান্তি বর্ষিত হয় *(ক্বদর ৯৭/৫)*। (৫) এটি বরকতময় রাত *(দুখান ৪৪/৩)*।

ক্বদরের রাতে কল্যাণ হাছিল করা যরূরী :

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوْمٌ

‘এই রামাযান মাসটি তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে। এতে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাযার মাসের চাইতেও উত্তম। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ হ’তে বঞ্চিত হ’ল সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। আর প্রকৃত বঞ্চিত ব্যক্তিরাই এ থেকে মাহরূম হয়ে থাকে’।[৩]

লায়লাতুল ক্বদর-এর কিছু আলামত :

এ রাতের কতিপয় নিদর্শন হাদীছে বিধৃত হয়েছে। যদিও এগুলির দ্বারা নিশ্চিৎভাবে বলা যাবে না যে, অমুক রাতটি ক্বদরের রাত। যেমন- (১) মনোরম আবহাওয়া এবং প্রশান্তি দায়ক বাতাস প্রবাহিত হওয়া।[৪] (২) এ রাত বেশী ঠান্ডাও হবে না গরমও হবে না।[৫] (৩) এ রাতের পরবর্তী সকালে কিরণহীন সূর্য উদিত হওয়া ইত্যাদি।[৬]

ক্বদরের রাত কোন্‌টি :

লায়লাতুল ক্বদর কোন্‌টি তা নিয়ে বিদ্বানগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- (১) রামাযানের শেষ দশকের কোন একদিনে ক্বদরের রাত্রি সংঘটিত হয়ে থাকে।[৭] (২) শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে।[৮] (৩) শেষ সাতদিনে।[৯] (৪) ২৭শে রামাযানে।[১০] (৫) ২৩শে রামাযানে।[১১] (৬) রামাযানের শেষ রাতে।

মু‘আবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اِلْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ ‘তোমরা শেষ রাতে লায়লাতুল ক্বদরকে তালাশ কর’।[১২]

এ প্রসঙ্গে আবূ ক্বিলাবাহ (রহঃ) বলেন যে, لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ‘লায়লাতুল ক্বদর রামাযানের শেষ দশকে

---

* *সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

১. *ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, পৃঃ ৩৯০।*
২. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৬৮৮, শু‘আইব আরনাঊত্ব (রহঃ) ‘হাদীছ ছহীহ’ বলেছেন।*
৩. *ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৪; নাসাঈ হা/২১০৬; মিশকাত হা/১৯৬৪; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১০০০।*
৪. *আবূদাঊদ আত-ত্বায়ালিসী হা/২৮০২; শু‘আবুল ঈমান হা/৩৪১৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৪৭৫।*
৫. *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২১৯০, আলবানী শাওয়াহেদের ভিত্তিতে ছহীহ বলেছেন। অত্র হাদীছটির টীকা দ্রঃ; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৬৮৮, শু‘আইব আরনাঊত্ব একে ছহীহ বলেছেন।*
৬. *মুসলিম হা/৭৬২; আবূদাঊদ হা/১৩৭৮; তিরমিযী হা/৭৯৩।*
৭. *বুখারী হা/২০২১; মুসলিম হা/১১৬৯।*
৮. *বুখারী হা/২০১৭।*
৯. *বুখারী হা/১১৬৫।*
১০. *মুসলিম হা/৭৬২।*
১১. *মুসলিম হা/১১৬৭।*
১২. *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২১৮৯; ছহীহাহ হা/১৪৭১।*

স্থানান্তরিত হয়ে থাকে'।[১৩] অর্থাৎ কোন বছরে ২১ তারিখে, কোন বছরে ২৩ তারিখে, কোন বছরে ২৫ তারিখে বা ২৭ তারিখে অথবা ২৯ তারিখে হয়ে থাকে। অথবা একই বছরে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন তারিখে ক্বদর এসে থাকে। মহান আল্লাহ্ই সর্বাধিক অবগত।

ক্বদরের রাত ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে :

ক্বদর সম্পর্কে হাদীছে একাধিক রাতের উল্লেখ রয়েছে। যাতে বোঝা যায় যে, সঠিক তারিখ রাসূল (ছাঃ)-কে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) নিজেই বলেছেন, إِنِّيْ أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا أَوْ نُسِّيْتُهَا 'আমাকে লায়লাতুল ক্বদর দেখানো হয়েছে। অতঃপর আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে'।[১৪] অন্যত্র তিনি বলেন, أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيْقَظَنِيْ بَعْضُ أَهْلِيْ، فَنُسِّيْتُهَا 'আমাকে লায়লাতুল ক্বদর দেখানো হ'ল। অতঃপর আমার কোন এক স্ত্রী আমাকে জাগালেন। তারপর আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হ'ল'।[১৫]

ভুলিয়ে দেয়ার কারণ :

যখন মানুষের জানা থাকবে যে, অমুক রাতে ক্বদর হবে তখন তারা অন্যান্য রাতে বেশী ইবাদত করতে চাইবে না। কেবল নির্ধারিত রাতের অপেক্ষায় থাকবে। সেজন্য আল্লাহ হয়তো এটা ভুলিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

২৭শে রাতে ক্বদর হওয়ার যুক্তি খণ্ডন :

২৭শে রামাযানের রাতে ক্বদর হয় মর্মে যুক্তির অবতারণা করে বলা হয়, 'লায়লাতুল ক্বদর' বাক্যাংশে মোট বর্ণ আছে নয়টি। আর সূরা ক্বদরে তিনবার 'লায়লাতুল ক্বদর' বাক্যাংশটি এসেছে। তাই নয়কে তিন দিয়ে গুণ করলে হয় সাতাশ। সুতরাং ক্বদর ২৭শে রামাযানের রাতে হবে।

জবাব : এভাবে ক্বদরের তারিখ নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ কপোলকল্পিত। কোন বিদ্বান লায়লাতুল ক্বদরের রাতকে এ পদ্ধতিতে নির্ধারণ করেননি। সুতরাং এ থেকে বিরত থেকে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে ক্বদর তালাশ করা উচিত।

লায়লাতুল ক্বদরের করণীয় :

(ক) দীর্ঘ রুকূ ও সিজদার মাধ্যমে বিতরসহ ১১ রাক'আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা।[১৬] **(খ)** প্রয়োজনে একই সূরা, তাসবীহ ও দো'আ বারবার পড়ে ছালাত দীর্ঘ করা।[১৭] **(গ)** অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত করা।[১৮] **(ঘ)** একনিষ্ঠ চিত্তে দো'আ-দরূদ ও তওবা-ইস্তেগফার করা।

এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত আমলগুলি করা যায়-

(১) নিজে জাগ্রত হওয়া ও স্ত্রী-পরিবারকে জাগ্রত করা : আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ 'রামাযানের শেষ দশক উপস্থিত হ'লে নবী করীম (ছাঃ) কোমর বেঁধে নিতেন। রাত্রি জাগরণ করতেন ও স্বীয় পরিবারকে জাগাতেন'।[১৯]

(২) পূর্বের তুলনায় অধিক ইবাদত করা : আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ 'শেষ দশকে রাসূল (ছাঃ) যত কষ্ট করতেন, অন্য সময় তত করতেন না'।[২০]

(৩) ক্বিয়াম করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং নেকীর আশায় লায়লাতুল ক্বদরে ছালাতে রত থাকবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে'।[২১]

(৪) বিশেষ দো'আ পাঠ করা : আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি বলবে, اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও'।[২২]

লায়লাতুল ক্বদর উপলক্ষে সমাজে প্রচলিত কতিপয় আমল : এ রাতকে কেন্দ্র করে সমাজে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালু রয়েছে। যেমন (১) ছালাত আদায় করার পর শেষ রাতে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা। (২) বিশেষ ভোজনের সাথে সাথে ওয়ায-নছীহতের আয়োজন করা। (৩) শুধু এ রাতের জন্য বিশেষভাবে ই'তিকাফ করা। (৪) এ রাতে বিশেষ ফযীলত রয়েছে মনে করে কুরআন খতম করা। (৫) কবরস্থানে গিয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে দো'আ করা। (৬) মীলাদের আয়োজন করা। (৭) এ রাতে তারাবীহ্তে কুরআন খতম করাকে সুন্নাত মনে করা বা যরূরী মনে করা। এ জাতীয় যা কিছু করা হয় তা সবই পরিত্যাজ্য।

ক্বদর কি সমগ্র বিশ্বে একই সাথে হয় :

এখানে একটি বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়। সেটা হ'ল, 'গোটা বিশ্ব সঊদী আরবের সাথে একসাথে ছিয়াম ও ঈদ পালন করবে এবং তাদের সাথেই সমগ্র বিশ্বে লায়লাতুল ক্বদর পালিত হবে'।

---

১৩. তিরমিযী হা/৭৯২।
১৪. বুখারী হা/২০১৬।
১৫. মুসলিম হা/১১৬৬।
১৬. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮।
১৭. ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; আবুদাঊদ হা/৮১৬; মিশকাত হা/৮৬২, ১২০৫।
১৮. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩।
১৯. বুখারী হা/২০২৪।
২০. মুসলিম হা/১১৭৫; মিশকাত হা/২০৮৯।
২১. বুখারী হা/১৯০১, ২০১৪; মুসলিম হা/৭৬০; আবূদাঊদ হা/১৩৭২; তিরমিযী হা/৬৮৩; নাসাঈ হা/২১৯৩; মিশকাত হা/১৯৫৮।
২২. তিরমিযী হা/৩৫১৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; আহমাদ হা/২৫৩৮৪। শায়খ আলবানী (রহঃ) একে 'ছহীহ' (ছহীহা হা/৩৩৩৭) এবং ভারতীয় আলেম ড. যিয়া আ'যামী একাধিক সনদের ভিত্তিতে হাসান বলেছেন (আল-জামি'উল কামিল ৪/৮৩৭)।

জবাব : এখানে কতিপয় বিষয় লক্ষণীয়। (১) গোটা পৃথিবীতে একদিনেই ঈদ, ছিয়াম ও লায়লাতুল ক্বদর পালিত হ'তে হবে এর কোন দলীল নেই। (২) নবী করীম (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর যুগে একদিনে ছিয়াম ও ঈদ পালিত হয়েছে মর্মে কোন প্রমাণ নেই। যুক্তির নিরীখেও এটা বাস্তবতা বিরোধী এবং অসম্ভব ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ- আমেরিকার সাথে কোরিয়ার সময়ের ব্যবধান প্রায় ১৫ ঘন্টা। যদি আজ রাতে এশার পরে (রাত ৮-টায়) আমেরিকায় ক্বদর শুরু হয় তাহ'লে আমেরিকার সাথে কোরিয়া কিভাবে ক্বদর পালন করবে? কারণ আমেরিকায় যখন রাত কোরিয়ায় তখন দিন। তাহ'লে তারা কি দিনের বেলা ক্বদর তথা নাহারুল ক্বদর পালন করবে? আরো পূর্বের দেশ নিউজিল্যান্ডের সাথে আমেরিকার আলাস্কার সময়ের পার্থক্য প্রায় ২৩/২৪ ঘন্টা। তাহ'লে এখানে আমেরিকার সাথে নিউজিল্যান্ড কিভাবে একসাথে ক্বদর পালন করবে?

যদি এর জবাবে তারা বলেন যে, 'ক্বদর এক সাথে সবাইকে পেতে হবে এমন নয়। বরং এক তারিখের মধ্যে পেলেই হবে। কেননা ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ক্বদর গোটা বিশ্বে আবর্তিত হ'তে থাকবে'।

জবাব : এটাও ভিত্তিহীন এবং হাস্যকর যুক্তি। ধরুন, এখন সঊদী আরবে ভোর পাঁচটা বাজে। সেখানে ক্বদরের সময়সীমা শেষ হয়ে গেল। যখন সেখানে ভোর পাঁচটা তখন বাংলাদেশে রাত ২-টা। এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন যে, এক্ষেত্রে কি সঊদীর সাথে সাথে ক্বদর শেষ হয়ে যাবে নাকি আরো তিনঘন্টা বাকী থাকবে। যদি ক্বদর সেখানকার সময় হিসাবে শেষ হয়ে থাকে তাহ'লে বাংলাদেশে রাত ২-টার মধ্যেই ক্বদর শেষ হয়ে যাবে। অথচ ফজর পর্যন্ত ক্বদর থাকবে যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আর যদি ক্বদর সঊদীর সাথে শেষ হয়ে না যায় বরং প্রত্যেক দেশের স্থানীয় সময় অনুসারে অবশিষ্ট থাকে তাহ'লে তো আর একই দিনে ক্বদর পালন করা সম্ভব হ'ল না।

অতএব ক্বদর কিভাবে কখন কোথায় শুরু হবে তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। সুতরাং গায়েবের বিষয় নিয়ে সৃষ্টিকুলের মাথা ঘামানো অনর্থক। যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে কেবল তারাই অস্পষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণা করে নিজে বিভ্রান্ত হয় এবং অন্যদেরকে গোমরাহ করে।

উপসংহার :

উপরের আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, লায়লাতুল ক্বদর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত। এ রাতে বেশী বেশী ইবাদত করা যরূরী। যেহেতু ক্বদরের রাত নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না তাই রামাযানের শেষ দশদিনে বেশী বেশী ইবাদত করতে হবে। তাহ'লেই ক্বদরের ফযীলত পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে লায়লাতুল ক্বদর লাভ করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

Contents

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ছিয়ামের ফাযায়েল :

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়’।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, ‘আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ’তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু’টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম’।[২]

মাসায়েল :

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী বা অন্য ভাষায় নিয়ত পড়া বিদ‘আত।

২. সাহারী ও ইফতার : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, (ক) ‘তোমরা সাহারী কর। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে’।[৩] তিনি বলেন, (খ) ‘আহলে কিতাবদের সাথে আমাদের ছিয়ামের পার্থক্য হ’ল সাহারী খাওয়া’।[৪] তিনি আরও বলেন, (গ) ‘সাহারীর সময় খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়’।[৫] তিনি বলেন, (ঘ) ‘তোমরা ইফতার দ্রুত কর এবং সাহারী দেরীতে কর’।[৬]

৩. ইফতারকালে দো‘আ : ‘বিসমিল্লাহ’ বলে শুরু ও ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে শেষ করবে।[৭] ইফতারের দো‘আ হিসাবে প্রসিদ্ধ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু... হাদীছটি ‘যঈফ’। ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো‘আ পড়া যাবে- *‘যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ’* (‘পিপাসা দূরীভূত হ’ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ’ল এবং আল্লাহ চাহেন তো পুরস্কার ওয়াজিব হ’ল’)।[৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহূদী-নাছারারা ইফতার দেরীতে করে’।[৯]

৪. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়’।[১০] বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ‘বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত যা কিছু করা হয় সবই বিদ‘আত’।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকাবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ না করে পাত্র রেখে না দেয়’।[১২]

৫. তারাবীহ্র ছালাতের ফযীলত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়’।[১৩]

৬. তারাবীহ্র রাক‘আত সংখ্যা : (১) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতের নফল ছালাত এগার রাক‘আতের বেশী আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে (২+২)[১৪] চার রাক‘আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক‘আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না। অতঃপর তিন রাক‘আত পড়েন।[১৫] ‘রাত্রির ছালাত’ বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু’টোকেই বুঝানো হয় *(মির‘আত)*।

(২) হযরত ওমর (রাঃ) ১১ রাক‘আত তারাবীহ জামা‘আতের সাথে আদায় করার সুন্নাত পুনরায় চালু করেন, ২০ রাক‘আত নয়। যেমন হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ‘খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হযরত উবাই বিন কা‘ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১ রাক‘আত ছালাত জামা‘আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন..’।[১৬] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর (রাঃ)-এর যামানায় লোকেরা ২৩ রাক‘আত তারাবীহ পড়তেন’ বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, সেটি যঈফ।[১৭]

(৩) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক‘আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১৮] তিনি প্রতি দু’রাক‘আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক‘আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক‘আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১৯]

দারুল উলূম দেউবন্দ-এর সাবেক মুহতামিম আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, একথা না মেনে উপায় নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ ৮ রাক‘আত ছিল।[২০]

---

১. *বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।*
২. *বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯।*
৩. *বুখারী হা/১৯২৩; মুসলিম হা/১০৯৫; মিশকাত হা/১৯৮২।*
৪. *মুসলিম হা/১০৯৬; মিশকাত হা/১৯৮৩।*
৫. *আবূদাঊদ হা/২৩৫০; মিশকাত হা/১৯৮৮।*
৬. *ছহীহুল জামে‘ হা/৩৯৮৯।*
৭. *বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।*
৮. *আবূদাঊদ হা/২৩৫৭-২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।*
৯. *আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/১৯৯৫।*
১০. *বুখারী হা/১৯১৯, মুসলিম হা/১০৯২, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।*
১১. *ফাৎহুল বারী ‘ফজরের পূর্বে আযান’ অনুচ্ছেদ ২/১২৩-২৪।*
১২. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।*
১৩. *মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬।*
১৪. *বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮।*
১৫. *বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ, হা/১১৪৭; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, হা/১৭২৩ ও অন্যান্য; দ্রঃ ‘ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)’।*
১৬. *মুওয়াত্ত্বা হা/৩৭৯; মিশকাত হা/১৩০২ ‘রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ’ অনুচ্ছেদ।*
১৭. *হাশিয়া আলবানী মিশকাত হা/১৩০২; ঐ, ছালাতুত তারাবীহ ৬১ পৃঃ।*
১৮. *ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১০৭০ ‘সনদ হাসান’ ২/১৩৮ পৃঃ; মির‘আত ৪/৩২০।*
১৯. *মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরূত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।*
২০. *আল-‘আরফুশ শাযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৬-এর আলোচনা, দ্রঃ ২/২০৮ পৃ.; মির‘আত ৪/৩২১।*

৭. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার ক্বাযা আদায় করতে হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[২১] (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[২২] (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[২৩] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[২৪] (ঙ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[২৫] ফিদইয়ার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা' চাউল অথবা গম।[২৬] তবে বেশী দিলে বেশী নেকী পাবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

৮. ই'তিকাফ : ই'তিকাফ তাক্বওয়া অর্জনের একটি বড় মাধ্যম। এতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন'।[২৭] নারীদের জন্য বাড়ীর নিকটস্থ জুম'আ মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম।[২৮]

২০শে রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে।[২৯] তবে বাধ্যগত কারণে শেষ দশদিনের সময়ে আগপিছ করা যাবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবে না।[৩০]

৯. ক্বদরের রাত্রিগুলিতে ও ই'তিকাফ অবস্থায় ইবাদত করার নিয়মাবলী :

(ক) দীর্ঘ রুকূ ও সিজদার মাধ্যমে বিতরসহ ১১ রাক'আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা।[৩১] **(খ)** প্রয়োজনে একই সূরা, তাসবীহ ও দো'আ বারবার পড়ে ছালাত দীর্ঘ করা।[৩২] **(গ)** অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত করা।[৩৩] **(ঘ)** একনিষ্ঠ চিত্তে দো'আ-দরূদ ও তওবা-ইস্তেগফার করা। ক্বদরের রাত্রিতে ক্ষমা প্রার্থনার বিশেষ দো'আ *'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউভুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'* (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর)[৩৪] দো'আটি বেশী বেশী পাঠ করা। **(ঙ)** তারাবীহ'র ৮ রাক'আত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইমামের সাথে ক্বিয়ামকারী সারা রাত্রি ছালাত আদায়ের নেকী পেয়ে থাকে'।[৩৫]

(চ) জামা'আতের সাথে ৮ রাক'আত তারাবীহ শেষে খাওয়া-দাওয়া ও কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াতের পর ঘুমিয়ে যাবেন। অতঃপর শেষ রাতে উঠে টয়লেট সেরে এসে তাহিইয়াতুল ওযূ ও তাহিইয়াতুল মসজিদ বা অন্যান্য ছালাত যেমন ছালাতুত তওবাহ, ছালাতুল হাজত, ছালাতুল ইস্তিখারাহ ইত্যাদি নফল ছালাত শেষে ৩ অথবা ৫ রাক'আত বিতর পড়বেন। অতঃপর সাহারী শেষে ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়বেন। অতঃপর জামা'আতে এসে ফজরের ছালাত আদায় করবেন। এরপর ঘুমিয়ে যাবেন।

(ছ) ই'তিকাফ কালে সকালে ঘুম থেকে উঠে টয়লেট ও গোসল সেরে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল ওযূ ও দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় করবেন। এভাবে যতবার টয়লেটে যাবেন, ততবার করবেন। অতঃপর বেলা ১২-টার মধ্যে ২ থেকে সর্বোচ্চ ১২ রাক'আত পর্যন্ত ছালাতুয যোহা বা চাশতের ছালাত আদায় করবেন। প্রতি ছালাতের শেষ বৈঠকে নিজের ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও জাতির কল্যাণ চেয়ে আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করবেন। উক্ত নিয়তে আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র'। অথবা আল্লা-হুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া ..। 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এ দো'আটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় পড়তেন।[৩৬] এ সময় দুনিয়াবী চাহিদার বিষয়গুলি নিয়তের মধ্যে শামিল করবেন। কেননা আল্লাহ বান্দার অন্তরের খবর রাখেন ও তার হৃদয়ের কান্না শোনেন *(মুমিন ৪০/১৯)*। দো'আর সময় নির্দিষ্টভাবে কোন বিষয়ের নাম না করাই ভাল। কেননা ভবিষ্যতে বান্দার কিসে মঙ্গল আছে, সেটা আল্লাহ ভাল জানেন।[৩৭]

(জ) দিন-রাত কুরআন তেলাওয়াত, তাফসীর বা অন্যান্য দ্বীনী কিতাব সমূহ অধ্যয়নে রত থাকবেন। বিশেষ করে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটি শেষ করুন এবং তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা) থেকে কমপক্ষে সূরা ফাতিহা, নাবা, আছর ও সূরা তাকাছুর-এর তাফসীর পাঠ করুন। **(ঝ)** উচ্চ শব্দে ইবাদত করবেন না। অন্যের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটাবেন না।

(ঞ) ক্বদরের রাত্রিগুলিতে মসজিদে দীর্ঘ ওয়ায মাহফিলের ও বিশেষ খানাপিনার আয়োজন করবেন না। যাতে ইবাদতের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়।

---

২১. মুসলিম হা/১১১১; নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।
২২. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩; ১/১৬২ পৃঃ।
২৩. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত।
২৪. বুখারী হা/৪৫০৫; ইরওয়া হা/৯১২; নায়ল ৫/৩১১ পৃঃ।
২৫. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।
২৬. বায়হাক্বী হা/৮০০৫-০৬, ৪/২৫৪ পৃঃ।
২৭. বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭।
২৮. ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা।
২৯. সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৬ 'ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়' অনুচ্ছেদ।
৩০. বুখারী হা/২০২৯।
৩১. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮।
৩২. ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; আবুদাঊদ হা/৮১৬; মিশকাত হা/৮৬২, ১২০৫।
৩৩. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩।
৩৪. ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; তিরমিযী হা/৩৫১৩; মিশকাত হা/২০৯১।
৩৫. তিরমিযী হা/৮০৬; আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; মিশকাত হা/১২৯৮।
৩৬. বুখারী হা/৬৩৮৯।
৩৭. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১২২ পৃঃ। রোগ আরোগ্যের জন্য বা অন্যান্য দো'আ সমূহের জন্য দেখুন- ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'যরূরী দো'আ সমূহ' অধ্যায় ২৬৭-৩০০ পৃঃ।

Contents

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান, যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য : যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ– 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[১]

যাকাতের প্রকারভেদ : যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব : ১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। ২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। ৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব, যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা $^{১}/_{২০}$ অংশ নির্ধারিত। ৪. গবাদি পশু : (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[২]

যাকাত ত্যাগকারীর পরিণতি : এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করে তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। আর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর' *(তওবা ৯/৩৪-৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্বে কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তেলাওয়াত করেন, 'আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করেছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই ক্বিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করেছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে' *(আলে-ইমরান ৩/১৮০)*।[৩]

যাকাতুল ফিৎর : এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জমা দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন'।[৪] ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে যাকাতুল ফিৎর ফরয। এর জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়।

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ : পবিত্র কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. ফক্বীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, **২. মিসকীন :** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়, ৩. **'আমেলীন :** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, **৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, **৫. দাসমুক্তির জন্য।** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, **৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে, ৭. ফী সাবীলিলাহ বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা ৮. **দুস্থ মুসাফির :** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৫]

বায়তুল মাল জমা করা : ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত।[৬]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে।

---

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*
২. *বিস্তারিত নিছাব দ্রঃ 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' 'যাকাত' অধ্যায়।*
৩. *বুখারী হা/১৪০৩, 'যাকাত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ বুখারী ২/৭৯; মিশকাত হা/১৭৭৪।*
৪. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*
৫. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আৎ হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।*
৬. *দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা, মির'আৎ ১/২০৭ পৃঃ।*

Contents

ইমাম কুরতুবী (রহঃ)

*ড. নূরুল ইসলাম**

ভূমিকা :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) হিজরী ৭ম শতকের একজন প্রখ্যাত স্প্যানিশ মুফাস্সির, ফকীহ ও ধর্মতাত্ত্বিক। কর্ডোভার পতনের পর এই অনন্য ইলমী প্রতিভার দ্যুতি নীলনদ বিধৌত মিসরে বিচ্ছুরিত হয়। নিরলস জ্ঞানসাধনার মাধ্যমে তিনি রচনা করেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত তাফসীর 'আলে-জামে লি-আহকামিল কুরআন'। যা 'তাফসীরে কুরতুবী' নামে খ্যাত। আহকামুল কুরআন বিষয়ক এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও অসাধারণ তাফসীর। তাফসীর সাহিত্যের দিগ্বলয়ে এটি চির ভাস্বর।

নাম ও বংশ পরিচয় :

ইমাম কুরতুবীর আসল নাম মুহাম্মাদ। কুনিয়াত বা উপনাম আবু আব্দুল্লাহ।[১] কেউ কেউ তাঁর উপাধি 'শামসুদ্দীন' (দ্বীনের সূর্য) বলে উল্লেখ করেছেন।[২] তবে পূর্ববর্তী মনীষীদের রচিত জীবনীগ্রন্থগুলিতে এ উপাধি লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর বংশপরিক্রমা হল- মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আবুবকর বিন ফারহ (فَرْح) আল-আনছারী আল-খাযরাজী আল-আন্দালুসী আল-কুরতুবী।[৩] মদীনার আনছার সম্প্রদায়ের খাযরাজ গোত্রের দিকে সম্পর্কিত হওয়ায় তিনি তাঁর 'কিতাবুত তাযকিরাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর নামের শেষে আল-আনছারী আল-খাযরাজী এবং 'আন্দালুস' বা স্পেনের 'কুরতুবা' (কর্ডোভা) জন্মস্থান হওয়ায় আল-কুরতুবী লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে ইলমী পরিমণ্ডলে তিনি ইমাম কুরতুবী রূপেই সমধিক খ্যাত ও পরিচিত। এমনকি কুরতুবী নামটি উচ্চারিত হলে সর্বাগ্রে স্পেনের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের কথাই আমাদের মানসপটে ভেসে উঠে।

জন্ম :

ইমাম কুরতুবীর জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয় যে, তিনি হিজরী সপ্তম শতকের প্রথম দিকে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তাফসীরে কুরতুবীতে সূরা আলে ইমরানের ১৬৯নং আয়াতের তাফসীরে তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুসন ৬২৭ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। জমিতে ফসল কর্তনরত অবস্থায় ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা কর্ডোভায় আক্রমণ করলে তাঁর পিতাসহ অনেকে নিহত ও বন্দী হন। তখন তিনি পিতার দাফন-কাফন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর তিনজন শিক্ষককে জিজ্ঞেস করেন।[৫] এ ঘটনা থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি তখন ছোট ও ছাত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর জীবনের দ্বিতীয় দশকে ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর জন্ম হয়েছিল ৭ম হিজরী শতকের প্রথম দিকে।[৬] শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর খ্যাতিমান ছাত্র জীবনীকার মাশহূর হাসানের মতে তিনি ৬০০-৬১০ হিজরীর দিকে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] ইমাম কুরতুবীর 'কিতাবুত তাযকিরাহ' গ্রন্থের মুহাক্কিক ড. ছাদেক বিন মুহাম্মাদের মতে ৬২৭ হিজরীতে পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ১৭-২৩ বছর ছিল। এ হিসাবে আনুমানিক ৬০৪-৬১০ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[৮] আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

শৈশব ও শিক্ষা :

ইমাম কুরতুবী মুওয়াহ্হিদীন[৯] শাসকদের যুগে কর্ডোভায় পিতার কাছে লালিত-পালিত হন এবং ৬৩৩ হিজরীতে (১২৩৬ খ্রিঃ) কর্ডোভার পতন পর্যন্ত সেখানে বসবাস করেন। তাঁর পিতা একজন দরিদ্র কৃষক ছিলেন। ৬২৭ হিজরীতে খ্রিষ্টানদের হাতে নিহত হওয়ার দিন তিনি জমির ফসল কর্তন করছিলেন। যেমন ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে বলেন, أغار العدو – قصمه الله – صَبِيحَةَ الثَّالث مِنْ رَمَضَانَ الْمُعَظَّم سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمائَة وَالنَّاسُ فِي أَجْرَانِهِمْ عَلَى غَفْلَة، فَقَتَلَ وَأَسَرَ، وَكَانَ مِنْ جُمْلَة مَنْ قُتِلَ وَالِدِيْ رَحِمَــهُ الله – '৬২৭ হিজরীর মহিমান্বিত রামাযান মাসের তিন তারিখ ভোরে শত্রু আক্রমণ করে। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুক! তখন মানুষ ক্ষেতে ফসল কাটায় ব্যস্ত ছিল। সে হত্যা করে ও বন্দী করে। নিহতদের মধ্যে আমার পিতাও ছিলেন। আল্লাহ তাঁর উপরে রহম করুন'।[১০]

ইমাম কুরতুবী বাল্যকালে শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ সময় কুরআন মাজীদ শিক্ষার পাশাপাশি তিনি আরবী ভাষা ও কবিতা শিক্ষা করেন। তদানীন্তন স্পেনে এটাই ছিল শিক্ষার সাধারণ রীতি। অথচ অন্যান্য মুসলিম দেশে মুসলিম বাচ্চারা ছোটবেলায় শুধু কুরআন মাজীদ পড়া শিখত।[১১]

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. *জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন, তাহকীক : আলী মুহাম্মাদ ওমর (সঊদী আরব : ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ১৪৩১/২০১০), পৃঃ ৯২, জীবনী ক্রমিক ৮৮।*

২. *ইসমাঈল পাশা বাগদাদী, হাদিয়াতুল আরিফীন ২/১২৯।*

৩. *ইমাম কুরতুবী, কিতাবুত তাযকিরাহ বিআহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরাহ, তাহকীক : ড. ছাদেক বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম (রিয়াদ : মাকতাবাতু দারিল মিনহাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯।*

৪. *আব্দুল্লাহ ঈদান আহমাদ আয-যাহরানী, তারজীহাতুল কুরতুবী ফিত-তাফসীর (প্রথম থেকে সূরা বাক্বারার ১৮৮ আয়াত পর্যন্ত), অপ্রকাশিত এম.এ থিসিস, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব, ১৪২৮-১৪২৯ হিঃ, পৃঃ ১৫।*

৫. *ইমাম কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১৩/১৯৯৩), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৪।*

৬. *তারজীহাতুল কুরতুবী ফিত-তাফসীর, পৃঃ ১৫-১৬।*

৭. *মাশহূর হাসান, আল-ইমাম আল-কুরতুবী শায়খু আইম্মাতিত তাফসীর (দামেশক : দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খ্রিঃ), পৃঃ ২০।*

৮. *কিতাবুত তাযকিরাহ ১/২৭।*

৯. *মুহাম্মাদ বিন তুমারত (৪৮৫-৫২৪ হিঃ/১০৯২-১১৩০ খ্রিঃ) ৫২৪ হিজরীতে মাগরিবে মুওয়াহ্হিদীন রাজত্ব (دولة الموحّدين) প্রতিষ্ঠা করেন।*

১০. *তাফসীরে কুরতুবী ৪/১৭৪, সূরা আলে ইমরানের ১৬৯নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*

১১. *মুকাদ্দামা ইবনে খালদূন (কায়রো : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম প্রকাশ, ২০১০), পৃঃ ৪৯০, 'শিশুশিক্ষা এবং মুসলিম দেশগুলিতে তার পদ্ধতিগত ভিন্নতা' অনুচ্ছেদ।*

কর্ডোভায় ইমাম কুরতুবী দারিদ্র্যের মাঝে লালিত-পালিত হন। যৌবনকালে তাঁর কাজ সম্পর্কে তিনি বলেন, ولقد كنت في زمن الشباب أنا وغيري ننقل التراب على الدواب من مقبرة عندنا تسمى بمقبرة اليهود خارج قرطبة... إلى الذين يصنعون القرمد للسقف– 'কর্ডোভার বাইরে অবস্থিত ইহুদীদের একটি কবরস্থান থেকে যৌবনকালে আমি ও আমার বন্ধুরা পশুর পিঠে মাটি বহন করে ছাদের জন্য যারা টালি তৈরী করত তাদের কাছে নিয়ে আসতাম'।[১২] মুহাক্কিক ড. ছাদেক বলেন, فالذي يظهر أن القرطبي كان يتكسب من عمله هذا، لأن الذين يصنعون تلك الحجارة للسقف ما يصنعونها في العادة إلا لبيعها– 'সম্ভবত কুরতুবী তাঁর এই কাজের মাধ্যমে অর্থোপার্জন করতেন। কারণ যারা ছাদের জন্য সেই টালিগুলি তৈরী করত তারা সাধারণত বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই তা তৈরী করত'।[১৩]

বাল্যকালেই ইমাম কুরতুবীর মাঝে দ্বীনী ইলম শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ ও অদম্য স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি এ সময় জ্ঞানচর্চায় ব্যাপৃত থাকতেন। কর্ডোভার বিখ্যাত আলেম-ওলামার মজলিসে গিয়ে তিনি জ্ঞানসমুদ্রের মূল্যবান মণিমুক্তা আহরণ করতেন। শুধু শিক্ষকমণ্ডলীর কাছ থেকে জ্ঞানার্জনেই তাঁর জ্ঞানের ক্ষুধা মিটত না। বরং বিভিন্ন বই-পুস্তক গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে তিনি তাঁর জ্ঞানের দিগন্তকে সম্প্রসারিত করতেন। যেমন তিনি বলেন, حسب ما رويته أو رأيته 'যেমনটা আমি বর্ণনা করেছি বা দেখেছি'।[১৪] তিনি আরো বলেন, وكنت بالأندلس قد قرأت أكثر من كتب المقرئ الفاضل أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان توفي سنة أربع و أربعين وأربعمائة– 'আমি আন্দালুসে বিশিষ্ট ক্বারী আবু আমর ওছমান বিন সাঈদ বিন ওছমান (মৃঃ ৪৪৪ হিঃ)-এর অধিকাংশ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলাম'।[১৫]

অন্যত্র তিনি বলেন, وقد تصفّحتُ كتاب الترمذي أبي عيسى، وسمعت جميعه، فلم أقف على هذا الحديث فيه، فإن كان في بعض النسخ فالله أعلم، وأما كتاب النسائي فسمعت بعضه وكان عندي كثير منه، فلم أقف عليه وهو نُسَخ، فيحتمل أن يكون في بعضها، و الله أعلم– 'আমি আবু ঈসা তিরমিযীর (জামে) গ্রন্থটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি এবং এর পুরোটাই শুনেছি। আমি সেখানে এ হাদীছটি পাইনি। তবে অন্য কোন কপিতে থাকলে তা আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। পক্ষান্তরে নাসাঈর (সুনান) গ্রন্থটির কিছু অংশ আমি শ্রবণ করেছি। এর বৃহদাংশ আমার কাছে মওজুদ আছে। সেখানেও আমি হাদীছটি পাইনি। তবে সুনানে নাসাঈর কতিপয় পাণ্ডুলিপি রয়েছে। হতে পারে অন্য কোন কপিতে হাদীছটি আছে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত'।[১৬]

ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা দেখতে পাই যে, তদানীন্তন সময়ে কর্ডোভা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করেছিল। সেখানে অনেক সমৃদ্ধ পাঠাগার ছিল। এমনকি বলা হয়েছে যে, إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها– 'ইশবীলিয়ায় কোন আলেম মৃত্যুবরণ করার পর তার গ্রন্থসমূহ বিক্রয়ের মনস্থ করা হলে সেগুলি কর্ডোভায় আনা হত এবং সেখানে বিক্রয় করা হত'।[১৭] বহু আলেম-ওলামা ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরীতে ঠাসা ইলমী পরিবেশে ইমাম কুরতুবীর শিক্ষা জীবনের তরী সঠিক পথেই এগুচ্ছিল।

আন্দালুসে থাকা অবস্থায় তিনি যেসব শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেন তারা হলেন,

১. ইবনু আবী হাজ্জাহ (মৃঃ ৬৪৩/১২৪৫ খ্রিঃ) : আবু জা'ফর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ কায়সী কুরতুবী ওরফে ইবনু আবী হাজ্জাহ একজন প্রখ্যাত নাহবী, মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও ক্বারী ছিলেন। তিনি ইমাম কুরতুবীর প্রথমদিকের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি ইলমে কিরাআতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।[১৮] ঐতিহাসিক মার্রাকুশী (৬৩৪-৭০৩ হিঃ) বলেন, تلا بالسبع في بلده على أبي جعفر بن أبي حجة 'তিনি তাঁর দেশে আবু জা'ফর ইবনু আবী হাজ্জাহ্র নিকট সাত কিরাআতে কুরআন পাঠ করেন'।[১৯] কর্ডোভায় খ্রিষ্টানদের আকস্মিক আক্রমণে নিহত পিতার গোসল সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি তাঁর শিক্ষক ইবনু আবী হাজ্জাহকে প্রথম জিজ্ঞেস করেছিলেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, فَسَأَلْتُ شَيْخَنَا الْمُقْرِئَ الْأُسْتَاذَ أَبَا جَعْفَرٍ أَحْمَدَ الْمَعْرُوفَ بِأَبِي حَجَّةَ فقال: غسله وصلي عَلَيْهِ، فَإِنَّ أَبَاكَ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ– 'অতঃপর আমি আমাদের শিক্ষক ক্বারী আবু জা'ফর

১২. *কিতাবুত তাযকিরাহ ১/১৬৮।*
১৩. *ঐ, ১/২৮।*
১৪. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৩২।*
১৫. *কিতাবুত তাযকিরাহ ৩/১১৯৭।*
১৬. *কিতাবুত তাযকিরাহ ১/১৮৭।*
১৭. *আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-মাক্কারী, নাফহুত তীব মিন গুছনিল আন্দালুস আর-রাতীব, তাহকীক: ড. ইহসান আব্বাস (বৈরূত: দারু ছাদির, ১৩৮৮/১৯৬৮), ১/১৫৫ 'কর্ডোভার কিছু বিবরণ ও এর খ্যাতি' শিরো. দ্রঃ।*
১৮. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৬৩-৬৪।*
১৯. মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-মার্রাকুশী, *আয-যায়ল ওয়াত তাকমিলাহ, তাহকীক : ড. ইহসান আব্বাস গং (তিউনেসিয়া : দারুল গারব আল-ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ২০১২), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৫, জীবনী ক্রমিক ১১৫৪।*

আহমাদ ওরফে ইবনু আবী হাজ্জাহকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, তুমি তোমার পিতাকে গোসল দাও এবং তার উপর জানাযার ছালাত পড়ো। কারণ তোমার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে দু'লের মধ্যে লড়াইয়ের সময় নিহত হননি'।[২০]

২. রবী বিন আব্দুর রহমান (৫৬৯-৬৩২/১২৩৫ খ্রিঃ) : আবু সুলায়মান রবী বিন আব্দুর রহমান বিন আহমাদ বিন আব্দুর রহমান বিন রবী আশ'আরী কর্ডোভার অধিবাসী এবং এর শেষ বিচারক ছিলেন। তিনি ইশবীলিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।[২১] পিতাকে গোসল দান সংক্রান্ত বিষয়ে ইবনু আবী হাজ্জাহ্‌র পর কুরতুবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, ثُمَّ سَأَلْتُ شَيْخَنَا رَبِيعَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رَبِيعِ بْنِ أُبَيٍّ فَقَالَ: إِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْقَتْلَى فِي الْمُعْتَرَكِ 'অতঃপর আমি আমাদের শিক্ষক রবী বিন আব্দুর রহমান বিন আহমাদ বিন রবী বিন উবাইকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, যুদ্ধের ময়দানে নিহতদের মতোই তাঁর হুকুম'।[২২]

৩. আবু আমের ইয়াহ্ইয়া বিন আব্দুর রহমান বিন আহমাদ বিন রবী আশ'আরী (মৃঃ ৬৩৯/১২৪১ খ্রিঃ) : ইমাম কুরতুবী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام المحدث القاضي أبو عامر يحيى بن عامر بن أحمد بن منيع الأشعري نسبا ومذهبا بقرطبة- أعادها الله- في ربيع الآخر عام ثمانية وعشرين وستمائة قراءة مني عليه- 'শায়খ ফকীহ ইমাম মুহাদ্দিছ কাযী আবু আমের ইয়াহ্ইয়া বিন আমের বিন আহমাদ বিন মানী' আশ'আরীর নিকট পড়ার সময় ৬২৮ হিজরীর রবীউল আখের মাসে আমাদেরকে কর্ডোভায় বর্ণনা করেন। আল্লাহ তা পুনরুদ্ধার করুন'।[২৩] মার্রাকুশী বলেন, وروى-أى القرطبي- عن أبي عامر بن ربيع وأكثر عنه- 'কুরতুবী আবু আমের বিন রবী থেকে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন'।[২৪] তিনি কুরতুবীকে অধিকাংশ হাদীছ বর্ণনার ইজাযত দিয়েছেন।[২৫]

৪. আবুল হাসান আলী বিন কুতরাল (৫৬৩-৬৫১/১২৫৩ খ্রিঃ) : আবুল হাসান আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন কুতরাল আনছারী কুরতুবী মালেকী আন্দালুসের বিভিন্ন শহরে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। ইলমে বালাগাতে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।[২৬] ইমাম কুরতুবী তদীয় শিক্ষক রবীর পর তাঁর নিকট পিতার গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যেমন তিনি বলেন, ثُمَّ سَأَلْتُ قَاضِيَ الْجَمَاعَةِ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ قُطْرَالٍ وَحَوْلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا: غَسِّلْهُ وَكَفِّنْهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ - 'অতঃপর আমি প্রধান বিচারপতি আবুল হাসান আলী বিন কুতরালকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তার পাশে একদল ফকীহ ছিলেন। তারা বললেন, তাকে গোসল দাও, কাফন পরাও এবং তার উপর জানাযার ছালাত পড়ো'।[২৭]

৫. আবু মুহাম্মাদ বিন হাওতুল্লাহ (৫৪৯-৬১২/১২১৪ খ্রিঃ) : ইনি স্পেনের একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ, কবি ও নাহবী ছিলেন। কর্ডোভার বিচারক থাকার সময় শেষোক্ত দু'জন শিক্ষকের কাছ থেকে ইমাম কুরতুবী জ্ঞানার্জন করেন।[২৮]

মিসরে হিজরত :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) ৬৩৩ হিজরী পর্যন্ত কর্ডোভায় অবস্থান করেন। কর্ডোভার পতনের পর তিনি ভগ্ন হৃদয়ে আনুমানিক ২০/২৫ বছর বয়সে মিসরে হিজরত করেন।[২৯] দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থগুলিতে তাঁর কর্ডোভা থেকে মিসর হিজরতের কোন বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাছাড়া প্রশ্ন হ'ল, আন্দালুস ত্যাগের পর কেন তিনি মিসরকে হিজরতস্থল হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন? অথচ কর্ডোভার পতনের পর এর অধিবাসীরা ইশবীলিয়ায় হিজরত করেছিলেন। এর উত্তরে বলা যায়, কুরতুবী যে সময় মিসরে হিজরত করেছিলেন, তখন তা বিভিন্ন দেশ ও জাতির আলেমদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। সাথে সাথে সেখানে ইলমী পরিবেশ ও নিরাপত্তা বজায় ছিল। তাই এই নিরাপদ পরিবেশে বিভিন্ন শ্রেণীর আলেম-ওলামার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে তিনি মিসরে হিজরত করেন।[৩০] উল্লেখ্য যে, একই কারণে আন্দালুসের বেশ কয়েকজন আলেম, কবি ও সাহিত্যিক এ সময় মিসরে হিজরত করেন। তাদের মধ্যে শায়খ আবুবকর তুরতূশী (মৃঃ ৫২০ হিঃ), শাতিবী, ইবনু মালেক অন্যতম।[৩১]

দ্বিতীয়ত, তদানীন্তন সময়ে আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী ইরাকের বাগদাদ আলেম-ওলামার পদভারে মুখরিত থাকত। অথচ তিনি সেখানেও হিজরত করেননি। এর কারণ হিসাবে বলা যায়, সম্ভবত তিনি রাজধানীর ডামাডোল থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছিলেন। কারণ রাজধানীই তো রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কেন্দ্রবিন্দু, ফিৎনা-ফাসাদ ও শত্রুপক্ষের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকে। যদি কুরতুবীর মিসরে হিজরত করার এটিই কারণ হয়ে থাকে তবে তার ধারণা

---

২০. *তাফসীরে কুরতুবী ৪/১৭৪।*
২১. *জামাল আব্দুল্লাহ আবু সুহলুব, মানহাজুল কুরতুবী ফিল কিরাআ-ত ওয়া আছারুহা ফী তাফসীরিহী, অপ্রকাশিত এম.এ থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, গাযা, ফিলিস্তীন, পৃঃ ২৮-২৯।*
২২. *তাফসীরে কুরতুবী ৪/১৭৪।*
২৩. *ঐ, ৩/১৫৫, বাক্বারাহ ২৪৫ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*
২৪. *আয-যায়ল ওয়াত তাকমিলাহ ৩/৪৯৫।*
২৫. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৬৭।*
২৬. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৬৮-৬৯; তারজীহাতুল কুরতুবী, পৃঃ ২২।*
২৭. *তাফসীরে কুরতুবী ৪/১৭৪।*
২৮. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৬৯-৭০।*
২৯. *ঐ, পৃঃ ১৭, ৩৭।*
৩০. *মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ হাস্সূনী, 'তারজামাতুল ইমাম আল-কুরতুবী', www.alukah.net।*
৩১. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৩৭।*

সত্যে পরিণত হয়েছিল। কারণ তিনি মিসরে অবস্থানকালীন সময়ে হালাকূ খান ও তার সেনাবাহিনী বাগদাদ আক্রমণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এবং অধিকাংশ আলেম ও ফকীহকে হত্যা করে।[৩২]

মিসরে আসার পর তিনি সেখানকার বিভিন্ন শহরে-নগরে পরিভ্রমণ করে ইলমে দ্বীন হাছিল করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল-

১. আলেকজান্দ্রিয়া : মিসরে হিজরত করে ইমাম কুরতুবী সর্বপ্রথম এ অনিন্দ্যসুন্দর শহরে আসেন। এখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন এবং আবুল আব্বাস কুরতুবী ওরফে ইবনুল মুযাইয়িন (৫৯৮-৬৫৬হিঃ/১২৫৮ খ্রিঃ), আবু মুহাম্মাদ ইবনু রাওয়াজ ও আবু মুহাম্মাদ আব্দুল মু'তী লাখমীর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করেন।[৩৩]

আবুল আব্বাস কুরতুবী মালেকী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ইলমে হাদীছ, ফিক্বহ এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে গভীর মনীষার অধিকারী এই মহান মনীষী 'আল-মুফহিম ফী শরহে ছহীহ মুসলিম' নামে মুসলিমের একটি শরাহ লিখেন। ইমাম নববী ছহীহ মুসলিমের শরাহ লেখার সময় এর দ্বারা উপকৃত হন। ঐতিহাসিক ইবনু ফারহূন ও মাক্কারী বলেন, سمع من الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي مؤلف المفهم في شرح مسلم بعض هذا الشرح– 'তিনি আল-মুফহিম ফী শরহে মুসলিম প্রণেতা শায়খ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন ওমর কুরতুবীর কাছ থেকে এই শরাহ-এর কিয়দংশ শুনেছেন'।[৩৪]

ইমাম কুরতুবী তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁর গ্রন্থাবলী দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি তাকে شَيْخُنَا الْفَقِيهُ الْإِمَامُ 'আমাদের শায়খ, ফক্বীহ ও ইমাম', مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِيْنَ 'মুহাক্কিক আলেমদের অন্যতম' প্রভৃতি গুণে বিভূষিত করেছেন।[৩৫]

ইমাম কুরতুবী বলেন, سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي بثغر الإسكندرية– 'আমি আমাদের শিক্ষক ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ বিন ওমর কুরতুবীর নিকট থেকে আলেকজান্দ্রিয়া সমুদ্রবন্দর এলাকায় শ্রবণ করেছি।[৩৬] হাদীছে নববীর তাখরীজ, এর দুর্লভ শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও দুর্বোধ্য বিষয় সমূহের সমাধানে কুরতুবী তাঁর এই শিক্ষক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[৩৭]

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনু রাওয়াজ ইস্কানদারানী (৫৫৪-৬৪৮/১২৫০ খ্রিঃ) একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও ফকীহ ছিলেন। মার্রাকুশী[৩৮], দাঊদী[৩৯], সুয়ূত্বী[৪০] প্রমুখ তাঁকে ইমাম কুরতুবীর শিক্ষকগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইমাম কুরতুবীও 'কিতাবুত তাযকিরাহ' গ্রন্থের কয়েক জায়গায় তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনার ও তাঁর নিকট কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়নের কথা উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক মার্রাকুশী বলেছেন, وأكثر عنه 'তিনি তাঁর নিকট থেকে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন'।[৪১]

আলেকজান্দ্রিয়াতেও তিনি তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন একটি হাদীছ বর্ণনার পর ইমাম কুরতুবী বলেন, أنبأناه الشيخ المسن الحاج الراوية أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح بن أبي الحسن القرشي– عرف بابن رواج– بمسجده بثغر الإسكندرية حماه الله– 'শায়খ অশীতিপর হাজী রাবী আবু মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন যাফের বিন আলী বিন ফুতূহ বিন আবুল হাসান কুরাশী ওরফে ইবনু রাওয়াজ আলেকজান্দ্রিয়া সমুদ্রবন্দর এলাকায় তাঁর মসজিদে আমাদের নিকট এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন'। আল্লাহ শহরটিকে রক্ষা করুন![৪২]

তাছাড়া আলেকজান্দ্রিয়ায় তিনি আবু মুহাম্মাদ আব্দুল মু'তী বিন আবিছ ছানা লাখমীর নিকট (মৃঃ ৬৩৮/১২৪১) থেকেও হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম কুরতুবী নিজেই বলেন, وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا الْإِمَامَ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْمُعْطِي بِثَغْرِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ 'আমি আমাদের শিক্ষক ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল মু'তীর কাছ থেকে আলেকজান্দ্রিয়া সমুদ্রবন্দর এলাকায় শুনেছি...'।[৪৩]

ঐতিহাসিক মার্রাকুশী তাকে ইমাম কুরতুবীর শিক্ষকদের মধ্যে গণ্য করে বলেন, ورحل إلى المشرق وروى هنالك عن أبي العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي وأبو محمد عبد المعطي بن محمد بن عبد المعطي اللخمي الإسكندراني– 'তিনি প্রাচ্যে সফর করেছেন এবং সেখানে আবুল আব্বাস আহমাদ বিন ওমর আনছারী কুরতুবী ও আবু মুহাম্মাদ আব্দুল

---

৩২. *কিতাবুত তাযকিরাহ ১/৩১।*
৩৩. *ইবনু নাছিরুদ্দীন দামেশকী, তাওযীহুল মুশতাবাহ, তাহকীক : মুহাম্মাদ নাঈম আরকূসী (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩), ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫; আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৩৮।*
৩৪. *ইবনু ফারহূন, আদ-দীবাজ আল-মুযাহহাব ফী মা'রেফাতে ওলামায়ে আ'য়ানিল মাযহাব (কায়রো: দারুত তুরাছ, তাবি), ২/৩০৯, জীবনী ক্রমিক ১১৪; নাফহুত তীব ২/২১১।*
৩৫. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৭২।*
৩৬. *কিতাবুত তাযকিরাহ ১/১৮৭।*
৩৭. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৭৪।*
৩৮. *আয-যায়ল ওয়াত তাকমিলাহ ৫/৪৯৫।*
৩৯. *হাফেয শামসুদ্দীন দাঊদী, তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩ হিঃ/১৯৮৩ খ্রিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭০, জীবনী ক্রমিক ৪৩৪।*
৪০. *তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন, পৃঃ ৯২।*
৪১. *আয-যায়ল ওয়াত তাকমিলাহ ৩/৪৯৫।*
৪২. *কিতাবুত-তাযকিরাহ ১/৩৪১।*
৪৩. *তাফসীরে কুরতুবী, ১০/২৭৪, কাহ্ফ ৫০ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*

মু'তী বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মু'তী লাখমী ইস্কানদারানীর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন'।[৪৪] কুরতুবী তাঁর কাছ থেকে 'ইমলা' (শ্রুতলিখন) সূত্রে তাঁর 'আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়াহ'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থটি শুনেছেন।[৪৫]

২. ফাইয়ূম : তিনি কারাফীর সাথে মিসরের এই শহরে সফর করেন। ঐতিহাসিক ছালাহুদ্দীন ছাফাদী উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু সাইয়িদিন নাস ইয়া'মুরী বলেছেন,

تَرَافَقَ الْقُرْطُبِيّ الْمُفَسّر وَالشَّيْخ شهَاب الدّين الْقَرَافِيّ فِي السّفر إِلَى الفيوم وكل مِنْهُمَا شيخ فنه فِي عصره الْقُرْطُبِيّ فِي التَّفْسِير والْحَدِيث والقرافي فِي المعقولات-

'মুফাস্সির কুরতুবী ও শায়খ শিহাবুদ্দীন কারাফী একসাথে ফাইয়ূম সফর করেন। তাদের প্রত্যেকেই স্বীয় যুগে স্ব স্ব বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কুরতুবী তাফসীর ও হাদীছে এবং কারাফী মা'কূলাতে'।[৪৬] এ সফরে উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে ইলমী ফায়েদা হাছিল করেন।

৩. মানছূরাহ : ৬৪৭ হিজরীতে ইমাম কুরতুবী এ শহরে সফর করেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে শায়খ আবু আলী হাসান বিন মুহাম্মাদ বাকরীর (৫৭৪-৬৫৬ হিঃ/১২৫৮ খ্রিঃ) নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন। যেমন ইমাম কুরতুবী নিজেই তাঁর তাফসীরে বলেছেন, قرأت على الشَّيْخ الْإِمَام الْمُحَدِّث الْحَافظ أَبِي عَليٍّ الْحَسَن بن محمد بن محمد بن محمد بن عَمْرُوك الْبَكْرِيّ بِالْجَزِيرَةِ قُبَالَةَ الْمَنْصُورَة مِنَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّة- 'আমি মিসরের মানছূরার নিকটবর্তী জাযীরাহ নামক স্থানে শায়খ ইমাম মুহাদ্দিছ হাফেয আবু আলী হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আমরূক বাকরীর নিকট পড়েছি'।[৪৭] তিনি আরো বলেন, أخبرناه عالياً الشيخ الإمام الحافظ المسند أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن عمروك البكري التيمي من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قراءة عليه بالمنصورة بالديار المصرية في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب الفرد سنة سبع وأربعين وستمائة- '৬৪৭ হিজরীর রজব মাসের ১৩ তারিখ শুক্রবার আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর বংশধর শায়খ ইমাম নির্ভরযোগ্য হাফেয আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আমরূক বাকরী তায়মীর নিকট মিসরের মানছূরায় পড়ার সময় তিনি আমাদের নিকট এই হাদীছটি উচ্চসনদে বর্ণনা করেছেন'।[৪৮]

৪. কায়রো : সম্ভবত ইমাম কুরতুবী কায়রোতেও কিছু সময় বসবাস করেন। কারণ তখন এটি ছিল মিসরের রাজধানী। তিনি এখানকার খ্যাতিমান আলেমদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হন।[৪৯]

৫. মুনয়াতু বানী খাছীব : মিসরের আসইঊত প্রদেশের উত্তরে মুনয়াতু বানী খাছীব (বর্তমানে আল-মিনয়া নামে পরিচিত) নামক স্থানে ইমাম কুরতুবী স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রিয় শিক্ষক আবুল হাসান আলী বিন হিবাতুল্লাহ লাখমী ওরফে ইবনুল জুম্মাইযীর (৫৫৯-৬৪৯/১২৫১ খ্রিঃ) সাহচর্য লাভের জন্য তিনি এখানে থিতু হন। দাঊদী[৫০] ও সুয়ূত্বী[৫১] তাঁকে ইমাম কুরতুবীর শিক্ষকদের মধ্যে গণ্য করেছেন। যেমন কুরতুবী বলেন, أنبأناه الشيخ الفقيه الإمام مفتي الأنام أبو الحسن علي بن هبة الله الشافعي بمنية بني خصيب على ظهر النيل- 'শায়খ ফকীহ ইমাম জগদ্বাসীর মুফতী আবুল হাসান আলী বিন হিবাতুল্লাহ শাফেঈ মিসরের মুনয়াতু বানী খাছীবে আমাদের নিকট এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন'।[৫২] তিনি তাঁর কাছ থেকে ইলমে হাদীছ, নাহু, কিরাআত ও ফিক্বহ-এর জ্ঞান হাছিল করেন।[৫৩]

তাছাড়া তিনি 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' সংকলক যাকিউদ্দীন মুনযেরী (৫৮১-৬৫৬ হিঃ), ইমাম আবুল কাসেম কূমী, শায়খ আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ ইয়াহ্ছূবী প্রমুখের নিকট থেকেও জ্ঞানার্জন করেন।[৫৪]

[ক্রমশঃ]

---

৪৪. *আয-যায়ল ওয়াত তাকমিলাহ ৩/৪৯৫।*
৪৫. *তাফসীরে কুরতুবী ১১/৩০, কাহফ ৭৯-৮২ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*
৪৬. *ছালাহুদ্দীন ছাফাদী, আল-ওয়াফী বিল ওফায়াত (বৈরূত: দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪২০/২০০০), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৭,* জীবনী ক্রমিক ৪৭২।
৪৭. *তাফসীরে কুরতুবী ১৫/৯২, ছাফফাত ১৮০-৮২ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*
৪৮. *কিতাবুত তাযকিরাহ ২/৭৯৬।*
৪৯. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৩৯।*
৫০. *তাবাকাত ২/৭০।*
৫১. *তাবাকাত, পৃঃ ৯২।*
৫২. *কিতাবুত তাযকিরাহ ১/৩৪১।*
৫৩. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৪০, ৮২।*
৫৪. *তাফসীরে কুরতুবী, উর্দূ অনুবাদ : ড. হাফেয ইকরামুল হক ইয়াসীন (শরী'আহ একাডেমী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ১ম প্রকাশ, ২০০৪), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭২।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্য সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

Contents

আমীরে জামা'আতের নেতৃত্বে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে শিক্ষা সফর

ড. নূরুল ইসলাম

গত তিন বছর যাবৎ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু কোনটিতেই আমার অংশগ্রহণের সুযোগ হয়নি। এবারে চতুর্থবারে আমি অংশ নিয়েছিলাম।

ঐতিহাসিক এ সফরে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আমরা ১৫ই মার্চ বৃহস্পতিবার রাতে ট্রেনযোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পরদিন দুপুরে আমরা চট্টগ্রাম পৌঁছি। তারপর চট্টগ্রাম মহানগরীর উত্তর পতেঙ্গা স্টীল মিল গেটের বিপরীতে মুন বেকারীর গলিতে অবস্থিত বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হই। ইতিমধ্যে দেশের ২২টি যেলা থেকে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর মোট ৯৭ জন কর্মী ও সুধী সেখানে একত্রিত হন। যেলাগুলি হ'ল- রাজশাহী-সদর, রাজশাহী-পশ্চিম, নাটোর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর, পাবনা, দিনাজপুর-পূর্ব, কুষ্টিয়া-পূর্ব, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, খুলনা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাযীপুর, ময়মনসিংহ-উত্তর, জামালপুর-দক্ষিণ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটি। জুম'আর ছালাতের পর মসজিদের নীচতলায় চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর ব্যবস্থাপনায় সফরে আগত মেহমানদের আতিথেয়তা প্রদান করা হয়।

পরদিন ১৭ই মার্চ শনিবার সকাল ৭-টায় আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ একটি হাইএস মাইক্রোতে এবং আমরা দু'টি বড় বাস যোগে কাপ্তাইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। অতঃপর সকাল ১০-টায় চট্টগ্রাম থেকে ৫৬ কি.মি. উত্তর-পূর্বে রাঙ্গামাটি যেলার কাপ্তাই উপযেলাধীন কাপ্তাই জেটি ঘাটে পৌঁছে পূর্ব ব্যবস্থাপনামতে সবাই এম.এল সুমি লঞ্চে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করি। অতঃপর সাড়ে ১০-টায় লঞ্চটি কাপ্তাই হ্রদ অভিমুখে রওয়ানা হয়। লঞ্চে আমরা সবাই সকালের নাশতা ভুনাখিঁচুড়ি গ্রহণ করি।

আমীরে জামা'আত এই সফরের 'আমীর' হিসাবে চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী শেখ সা'দীর নাম ঘোষণা করেন এবং সবাইকে তার নির্দেশনা মতে চলতে বলেন।

কাপ্তাই লেক ও কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র :

ইংরেজী H বর্ণাকৃতির দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ কৃত্রিম কাপ্তাই লেক-এর আয়তন ২৫০০ বর্গকিলোমিটার। কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করলে কাপ্তাই লেক বা হ্রদের সৃষ্টি হয়। ৬৭০.৬ মিটার দীর্ঘ এবং ৫৪.৭ মিটার উচ্চতার এই বাঁধের পাশে ১৬টি পানিকপাট সংযুক্ত ৭৪৫ ফুট দীর্ঘ একটি পানি নির্গমন পথ বা স্পিলওয়ে রয়েছে। এ স্পিলওয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ৫ লাখ ২৫ হাযার কিউসেক পানি নির্গমন করতে পারে। কাপ্তাই হ্রদের কারণে ৫৪ হাযার একর কৃষি জমি ডুবে যায়, যা ঐ এলাকার মোট কৃষি জমির ৪০ শতাংশ। প্রায় ১৮ হাযার পরিবারের মোট ১ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। যারা পরে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে এ বাঁধে মোট পাঁচটি ইউনিট চালু আছে। যার মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট। এটি স্বল্প খরচে দেশের একমাত্র পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। এটি সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ও কড়া নিরাপত্তার চাদরে আচ্ছাদিত। বিনা অনুমতিতে এখানে প্রবেশ নিষেধ।

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি রাঙ্গামাটির অনিন্দ্যসুন্দর কাপ্তাই লেকের বুক চিরে স্বচ্ছ পানিরাশি ভেদ করে এগিয়ে চলেছে আমাদের লঞ্চটি। বামদিকে লেক ভিউ আইল্যাণ্ড দেখা গেল। সেখান থেকে সামান্য এগিয়ে ডাইনে নযরে পড়ল বহু আকাংখিত কাপ্তাই ড্যাম বা পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র। আমরা তা কাছাকাছি দূর থেকে দর্শন করে তৃপ্ত হই। সরাসরি সেখানে গিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্র দেখার জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু সফরসঙ্গীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় সেখান থেকে অনুমতি পাওয়া যায়নি। ফলে সরেযমীনে কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র না দেখতে না পারার অতৃপ্তি রয়ে গেল।

কুইজ ও জাগরণী :

সুবিশাল কাপ্তাই হ্রদের স্বচ্ছ পানি। মাঝে-মধ্যে ভেসে ওঠা ছোট ছোট পাহাড়ী দ্বীপ। এরি মধ্যে শুরু হয় **আত-তাহরীক** সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের কুইজ পাঠ। রাঙ্গামাটি ও কাপ্তাই লেকের ইতিহাস ও 'আন্দোলন'-এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সমৃদ্ধ উক্ত কুইজ সবাইকে চমৎকৃত করে। এর পরে শুরু হয় মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল-এর নেতৃত্বে মাইকে সমস্বরে আল-হেরার মনোহারিণী জাগরণী- 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের কভু মরণ নাই। সকল কিছুর পতন হ'লেও হকের পতন নাই'। এই সঙ্গে যোগ দেন ঢাকার মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, পাবনার মাওলানা বেলালুদ্দীন, সিরাজগঞ্জের আব্দুল মতীন ও আবুবকর ভাই, আত-তাহরীকের পরপর দু'বছরের সেরা এজেন্ট বগুড়ার প্রবীণ কর্মী আনীসুর রহমান সহ আরও অনেকে। এটি ছিল জাগরণী বলার এক মনমাতানো অনুষ্ঠান। এরি মধ্যে চলে আসে প্রত্যেকের জন্য পাহাড়ী কলা ও হাফ আনারসের কাটা পিস সমূহ। এভাবে এটি ছিল পানির বুকে এক প্রাণবন্ত সফর।

জীবতলী লেকশোর পিকনিক স্পট :

কাপ্তাইয়ের জীবতলী সেনানিবাসে লেকশোর পিকনিক স্পট অবস্থিত। কাপ্তাই লেকের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখার জন্য এটি প্রসিদ্ধ। পিকনিক স্পটটির পাশে রয়েছে অসংখ্য গাছপালা

সমৃদ্ধ পাহাড়ের শ্রেণী। এর পাশেই রয়েছে উঁচু পাহাড়ের উপর সেনাবাহিনীর হেলিপ্যাড। পাশাপাশি পাহাড় ও লেকের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হৃদয় ছুঁয়ে যায়। রাঙ্গামাটি শহর থেকে সড়ক পথে এটির দূরত্ব ১৯ কিঃমিঃ।

আমরা সোয়া ১১-টার দিকে সেনাবাহিনীর ৫ আর ই ব্যাটালিয়ন কর্তৃক পরিচালিত লেকশোর পিকনিক স্পটে গিয়ে পৌঁছলাম। এখানে নির্ধারিত ৩০ মিনিটের যাত্রা বিরতি দেয়া হ'ল। সবাই ছুটে চলল স্পটের বিভিন্ন স্থান দেখার জন্য। পাহাড়ে অবস্থিত ক্যাফেতে অনেকে চা-কফি পান করলেন ও পাহাড়ী ডাবের মিষ্ট পানি পান করে রসনা তৃপ্ত করলেন।

রাঙ্গামাটি ঝুলন্ত ব্রীজ :

এরপর আমাদের গন্তব্য রাঙ্গামাটি শহরের উপকণ্ঠে ঝুলন্ত ব্রীজ। কাপ্তাই হ্রদের উপর ৩৩৫ ফুট দীর্ঘ ও ৮ ফুট প্রস্থ এ ব্রীজটি ১৯৮৬ সালে নির্মিত হয়। উভয় পাশে টানা মোটা তারের মাধ্যমে ঝুলন্ত এ ব্রীজটি কাপ্তাই লেকের দু'পাশে দুই পাহাড়কে একত্রিত করেছে। ঝুলন্ত সেতুতে দাঁড়ালেই দৃশ্যমান হয় লেকের অবারিত পানিরাশি ও দূরের উঁচু-নীচু পাহাড়ের আকাশছোঁয়া বৃক্ষরাজি। লেকের মাঝামাঝিতে গেলে ব্রীজটি দুলতে থাকে। তাতে হঠাৎ সবাই ভড়কে যান। বর্ষাকালে লেকের পানি বৃদ্ধি পেলে এটি ডুবে যায়।

এখান থেকে বেরিয়ে দুপুর ২-টার দিকে আমরা পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স-এর অভ্যন্তরে অবস্থিত 'রাবেতায়ে ইসলামী' নির্মিত (১৪২১ হিঃ) মসজিদুল আস'আদে যোহর ও আছরের ছালাত জমা ও কছর করলাম। ছালাত শেষ আমীরে জামা'আত দাঁড়িয়ে সবাইকে নাতিদীর্ঘ উপদেশ দিলেন।

ঝুলন্ত ব্রীজ দেখার পর শুভলং যাত্রাপথে আমরা লঞ্চে কাপ্তাই হ্রদের প্রতিটি সাড়ে ৬ কেজি ওযনের তিনটি বিশাল বিশাল রুই মাছ দিয়ে রান্নাকৃত দুপুরের খাবার খেলাম। বর্ষাকালে এ লেকে ৯ কেজির উপরে রুই মাছ পাওয়া যায়। রাঙ্গামাটির নতুন আহলেহাদীছ ভাইয়েরা নিজেরাই রান্নাবান্না সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেন। আমীরে জামা'আত তাদের কাছে ডেকে নিয়ে ধন্যবাদ জানান ও দো'আ করেন।

বুদ্ধ মূর্তি :

শুভলং ঝর্ণার আগে শিলছড়ি এলাকায় উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় দৃষ্টিগোচর হ'ল সোনালী প্রলেপযুক্ত ৩০-৩৫ ফুট উচ্চতার বিশাল এক বুদ্ধ মূর্তি। যা ২০১২ সালে তৈরী করা হয়েছে। এর পাশে নির্বাণ নগর নামে একটি বিহার গড়ে উঠেছে। কিছুদূর গিয়ে পাহাড়ের উপর আরেকটি নির্মাণাধীন বুদ্ধমূর্তি দেখা গেল। জনশ্রুতি মতে, বৌদ্ধরা এগুলি তৈরী করে। যাতে একসময় এসব পাহাড়কে নিজেদের বলে প্রমাণ করা যায়।

শুভলং ঝর্ণা ও শুভলং টিএ্যাণ্ডটি পাহাড় :

বরকল উপযেলায় অবস্থিত সৌন্দর্যের রাণী শুভলং ঝর্ণা রাঙ্গামাটি শহর থেকে নদীপথে ২৫ কিঃমিঃ। বরকল যাওয়ার পথে সরু লেক বেয়ে দু'পাশের প্রায় ৩০০ ফুট উঁচু পাহাড় সমূহ থেকে বিপুল বেগে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। কিন্তু দুঃখজনক এই যে, শুকনা মৌসুমে ঝর্ণায় পানি নেই। তাই পানিবিহীন উঁচু শুভলং ঝর্ণাটিকে অনেকটা শুষ্ক ও বিবর্ণ মনে হ'ল। চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী শেখ সা'দী এর আশেপাশে আরো কয়েকটি ঝর্ণা আমাদেরকে দেখালেন। তিনি বললেন, 'এক সময় এসব ঝর্ণা দিয়েও পানি বেরুতো। আমি নিজে অনেক আগে এসব ঝর্ণার পানিতে গোসল করেছি'। এভাবে পাহাড়ী বিকালের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমরা পৌঁছে গেলাম শুভলং বাজারের ঘাটে। আমীরে জামা'আত সহ সবাই বাজারের মসজিদ-মন্দির ঘুরে দেখলেন।

এরপর আমরা সারিবদ্ধভাবে আমীরে জামা'আতের নেতৃত্বে এগিয়ে চললাম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮৬০ ফুট (১৮৬ তলা সমান) উঁচু সৃষ্টির অপার বিস্ময় শুভলং টিএ্যাণ্ডটি পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছেই সেনাচৌকির অন্যতম সদস্য সাতক্ষীরার কালীগঞ্জের শাহজাহান নামক সৈনিক ভাইটি স্যারকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে বলে উঠলেন, উনি ড. গালিব স্যার না? আমরা তাকে স্যারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তিনি জানালেন যে, তিনি নওদাপাড়ায় তাবলীগী ইজতেমায় গিয়েছেন। এরপর ৬০০ ফুট উপরে উঠে আমীরে জামা'আত আমাদেরকে বললেন, তোমরা তরুণ, এবার তোমরা যাও পাহাড় জয় করে এসো। আমীরে জামা'আতের এই উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনে তাঁর মেজ ও কনিষ্ঠ দুই পুত্র নাজীব ও শাকির সহ আমরা গগণচুম্বী শুভলং পাহাড় জয়ে মেতে উঠলাম। অনেকে মাঝপথ থেকে ফিরে এলেন। সিরাজগঞ্জ যেলার প্রবীণ সহ-সভাপতি জনাব শফীউল ইসলাম (৬৩) সবার আগে ওঠে গেলেন। সাথে আরেকজন প্রবীণ আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম (৫৮) আমাদের সাথে উঠে এলেন। বাকী আমরা ৩০/৩৫ জন যুবক অনেক কষ্টে খাড়া পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলাম। উপর থেকে শুভলংয়ের দৃশ্য বড়ই মনোহর, বড়ই চিত্তাকর্ষক। সে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। পাহাড়ের উপর থেকে রাঙ্গামাটি যেলাটিকে মনে হ'ল যেন কাপ্তাই লেকের পানির মধ্যে ভেসে আছে। অথচ রাঙ্গামাটি হ'ল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যেলা।

শুভলং পাহাড়ের শীর্ষদেশে টিএ্যাণ্ডটি পুলিশ ক্যাম্প ও একটি টিনশেড মসজিদ রয়েছে। ২০/২৫ জনের একটি বাহিনী সেখানে অবস্থান করে। এখানে এএসআই মুহাম্মাদ ফরহাদ হোসেন (গাইবান্ধা) আমাদেরকে জানালেন, তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে উক্ত মসজিদটি নির্মাণ করেছেন। মসজিদের মেঝে পাকা করার জন্য তিনি আমাদের সহযোগিতা চাইলেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম সবাইকে সহযোগিতার আহ্বান জানালেন। তাতে সবাই সাধ্যানুযায়ী দান করলেন। সর্বমোট ৩২৬৪ টাকা তুলে আমরা তার হাতে দিলাম। পুলিশ সদস্যগণ অত্যন্ত খুশী হয়ে দো'আ করলেন। এ ক্যাম্পে ৫ কপি মাসিক আত-তাহরীক, ছহীহ কিতাবুদ দো'আ, সোনামণি প্রতিভা, 'যাবতীয় চরমপন্থা থেকে বিরত থাকুন'

শীর্ষক লিফলেট বিতরণ করা হয়। এরপর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খুবই সতর্কতার সাথে আঁকাবাঁকা ও সরু বিপজ্জনক পাহাড়ী পথ বেয়ে সবাই নীচে নেমে এলাম। আমীরে জামা'আত সেনাবাহিনী কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও স্থানটিকে পর্যটনের যথাযোগ্য স্থানরূপে গড়ে তোলার জন্য পরামর্শ দেন। অতঃপর কর্মীদের আপ্যায়নে ও বৌদ্ধ বিক্রেতাদের পরিবেশনায় তিনি ও তাঁর সাথীগণ বৃহদাকার পাহাড়ী ডাবের মিষ্ট পানি পানে তৃপ্ত হন।

রাঙ্গামাটি যাত্রা :

সন্ধ্যা ৫.৫৫ মিনিটে রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্য লঞ্চ শুভলং ঘাট ছাড়ল। আসার পথে আলো-আঁধারীর লুকোচুরির মাঝে শান্ত নীরব পাহাড়ের হাতছানি এক মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করে। উদাস মন যেন পাহাড় ছেড়ে আসতেই চায় না।

আল-'আওনের করুণ অভিজ্ঞতা :

সন্ধ্যার পর 'আল-'আওন'-এর রংপুর যেলা সভাপতি আবুল বাশার সবাইকে এক করুণ কাহিনী শোনালেন। তিনি বললেন, রাত ১১-টায় হঠাৎ তাঁর পরিচিত এক ইন্টার্নী ডাক্তার পঞ্চগড় থেকে আগত এক মায়ের জন্য তাকে দুই ব্যাগ রক্ত সংগ্রহের কথা জানালেন। আমি সাথে সাথে দু'জন ডোনার বন্ধুকে রক্ত দেওয়ার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাই। রাত ১-টার সময় তাদের শরীর থেকে রক্ত নেয়া যখন প্রায় শেষ, এমন সময় অপারেশন থিয়েটার থেকে খবর এল যে, মা ও সন্তান দু'জনেই মারা গেছেন...। আমরা দুঃখে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। একদিকে একজন মাকে রক্ত দিতে না পারার বেদনা, অন্যদিকে একসাথে দু'টি জীবনের অবসান আমাদেরকে শোকাতুর করে তোলে। বারবার মনে হচ্ছিল আর একটু আগে পৌঁছতে পারলে হয়ত তাদের বাঁচানো যেত। এ কষ্ট ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। হৃদয়বিদারক এ কাহিনী শুনে সবার চোখ অশ্রুসিক্ত হ'ল। 'আল-'আওন'-এর জন্য সবাই প্রাণ খুলে দো'আ করলেন যেন এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে।

রাঙ্গামাটি লঞ্চঘাট :

অতঃপর সন্ধ্যা ৭-টার দিকে আমরা পৌঁছে গেলাম রাঙ্গামাটি লঞ্চঘাটে। ঘাট থেকে উঠে আমরা রাঙ্গামাটি শহরের বায়তুশ শরফ আদর্শ জব্বারিয়া মাদরাসার মসজিদে মাগরিব ও এশার ছালাত আমীরে জামা'আতের ইমামতিতে জমা ও কছর করলাম। ছালাতের পর আমীরে জামা'আত সবার উদ্দেশ্যে নছীহতমূলক বক্তব্য দিলেন এবং চট্টগ্রাম বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদের জন্য প্রথমে নিজে দশ হাযার টাকা, অতঃপর সবাইকে কমপক্ষে ১০০০/= টাকা করে দান করার আহ্বান জানালেন। সবাই দান করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এখান থেকে কক্সবাজার যেলা সভাপতি এডভোকেট শফীউল ইসলাম রাতে ৮-টার কোচ ধরে কক্সবাজার এবং ময়মনসিংহ-উত্তর যেলা সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ আলী ঢাকা চলে যান।

অতঃপর রাঙ্গামাটির গ্রীনহিল আবাসিক হোটেলে আমরা রাত্রি যাপন করলাম। হোটেলে রাত ৯-টার দিকে রাঙ্গামাটির ১৭/১৮ জন দ্বীনী ভাই এসে আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরা হলেন, আলম (ভূষণছড়া, বরকল), তার ছোট ভাই হাফেয শিহাবুদ্দীন (ঐ), হারূণ, ইমরান হোসেন, ফয়ছালুদ্দীন, নূরুল হক, ইয়াকূব ভূঁইয়া, শরীয়তুল্লাহ, আনোয়ার হোসেন, আব্দুল মান্নান, শাহাদাত, যহূরুল হক প্রমুখ। আমীরে জামা'আতকে কাছে পেয়ে এইসব নতুন ভাইয়েরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) এবং ইন্টারনেটে তাঁর খুৎবা ও ভাষণ তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে বলে তাদের অনেকে আবেগভরা কণ্ঠে বললেন। সেই সাথে বিরোধীদের চক্রান্ত ও নিন্দাবাদের কথাও শুনালেন। উল্লেখ্য যে, রাঙ্গামাটি শহর থেকে ৪০ কিঃ মিঃ দূরে ভারতের মিজোরাম সীমান্তবর্তী বরকল উপযেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নের আত-তাহরীকের গ্রাহক জনৈকা মহিলা তার শিশু পুত্রকে, যে মাত্র দু'বছরে হিফয শেষ করেছে, তাকে আমাদের নওদাপাড়া মারকাযে এবছর ভর্তি করেছেন। যদিও তার স্থানীয় শিক্ষকরা প্রচুর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে সবাই বায়তুশ শরফ জামে মসজিদে আদায় করলাম। ছালাত শেষে ইমাম ছাহেব লম্বা মুনাজাত ধরলেন। মুনাজাতের পর তিনি তাসবীহ হাতে মুছল্লীদের দিকে ফিরে বসলেন। আমীরে জামা'আত তাঁকে কিছু উপদেশ দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু ইমাম ছাহেব পুনরায় কিবলার দিকে ঘুরে গেলেন। কারণ এত বেশী আহলেহাদীছ মুছল্লী হয়ত এ মসজিদে এই প্রথম। অতঃপর আমীরে জামা'আতের সাথে আমরা সবাই মর্নিং ওয়াকে বের হ'লাম। দেখলাম বারান্দায় ১৭টি বাচ্চা কুরআন পড়ছে। রাস্তায় নেমে দেখলাম এক মহিলা রাস্তার ধারে প্রায় ৪ ফুট উঁচু একটা ইট ও চুনকাম করা স্তম্ভের সামনে উত্তরমুখী হয়ে সিজদার ভঙ্গীতে পড়ে আছে। স্তম্ভের মাথায় ওঁ লেখা দেখে মনে হ'ল মহিলাটি বৌদ্ধ হবে।

হোটেলের ছাদে আমীরে জামা'আতের দরস ও স্মৃতিচারণ :

মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরে হোটেলের ছাদে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা আলে ইমরান-এর ১০২ আয়াতের উপর মুমিন, মুত্তাক্বী ও মুসলিমের ব্যাখ্যা দিয়ে এক মনোজ্ঞ দরস প্রদান করেন এবং সাথীদের তাক্বওয়া ভিত্তিক জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করেন।

অতঃপর তিনি সবাইকে তাদের সাংগঠনিক জীবনের স্মরণীয় ঘটনা সমূহ বলার আহ্বান জানান। প্রথমে তিনি নিজের জীবনের ৪টি স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, (১) ইউজিসি মনোনীত আমার পিএইচ.ডি থিসিসের মূল্যায়ন কমিটির সম্মানিত সদস্য, ইফাবা-এর সাবেক ডিজি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান-কে থিসিস-এর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি দেখানোর জন্য আমি চট্টগ্রামে ১০ দিন অবস্থান করি। প্রথমদিন বিকালে তাঁর বাসায় গিয়ে দেখি আরও তিনজন পিএইচডি গবেষক শিক্ষক সেখানে আছেন। মাগরিবের ছালাতের সময় তিনি আমাকে সামনে যেতে বললেন। আমি বললাম, স্যার আপনি ইমামতি করুন। তিনি

Contents

বললেন, তুমি কি ইমাম আহমাদের ফৎওয়া জানো না, যেখানে একজন আহলেহাদীছ ও একজন আহলুর রায় থাকেন, সেখানে আহলেহাদীছ ব্যক্তি ইমামতি করবেন। তখন বাধ্য হয়ে আমি ইমামতি করলাম।

(২) পরের বার সফরে গেলে তিনি আমাকে বললেন, চলেন এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি। আমি তাঁর সাথে চললাম। গাড়ী থেকে নেমে দেখি সেটা বায়তুশ শরফ-এর পীর আব্দুল জাব্বার ছাহেবের আস্তানা। স্যার ভিতরে গিয়ে উঁচু চেয়ারে বসা পীর ছাহেবের পায়ের কাছে ফরশের উপরে বসলেন। তারপর তিনি আমাকে ভিতরে আসার জন্য কয়েকবার ইঙ্গিত করলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। স্যারের বার বার আহ্বানে আমি ভিতরে গেলাম ও দাঁড়ানো অবস্থায় চেয়ারে বসা পীর ছাহেবের সাথে কুশল বিনিময় করলাম। অতঃপর বেরিয়ে এলাম। তখন স্যার আমাকে বললেন, আপনাকে এতবার ইশারা করার পরও আপনি ভিতরে গেলেন না। তারপরেও গেলেন, কিন্তু বসলেন না ও পীর ছাহেবের দো'আ নিলেন না। আমি বললাম, স্যার আপনি আমার শিক্ষক এবং বহু শিক্ষকের শিক্ষক। অথচ আপনি পীর ছাহেবের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসলেন! আপনার চেয়ে উনি কি বেশী মর্যাদাবান? তাছাড়া আমি পীর-মুরীদীতে বিশ্বাসী নই।

(৩) ১৯৮১ সালের ৩০শে মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার খবর আমি সাতক্ষীরায় নিজ বাড়ীতে রেডিওতে পাই। তখন আমি মাটির ভাঙ্গা বারান্দা কাদার চাপ দিয়ে গাঁথছিলাম। খবরটি শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। কাজ বন্ধ করে গোসল করতে চলে গেলাম। এসে মাকে বললাম, মা আমি একটু বাইরে যাব। ফিরতে দু'তিনদিন দেরী হ'তে পারে। বলেই আমি বাড়ী থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। ঐসময় আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সবেমাত্র চাকুরীতে প্রবেশ করেছি। সে সময় ৩ দিন গোটা বাংলাদেশ শাসকবিহীন অবস্থায় ছিল। চারিদিকে থমথমে পরিবেশ। বাতাসে নানা কথা ভেসে বেড়াচ্ছে। বাড়ী থেকে বেরুনো রীতিমত দুঃসাহসের ব্যাপার ছিল। সমগ্র দেশে কার্ফু জারী ছিল। আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা হয়ে দু'দিন পর চট্টগ্রামে পৌঁছলাম। চট্টগ্রাম আমার কাছে তখন একেবারে অচেনা নগরী। অতঃপর মানুষকে জিজ্ঞাসা করে বহু খোঁজাখুঁজির পর কাপ্তাই রোড ধরে রাস্তার পাশে রাঙ্গুনিয়ার পাহাড়ী জঙ্গলের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রথম দাফনের স্থান খুঁজে বের করি। তখন বাংলাদেশের মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, জিয়া মানেই স্বাধীনতা। জিয়াকে হত্যা করা মানেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে হত্যা করা। ১লা জুন লাশ উঠিয়ে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পর আমি সেখানে গিয়েছি। দুর্গন্ধযুক্ত মাটির পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন দর্শক বইয়ে লিখেছিলাম, যদি কখনও এখানে কোন স্মৃতি কমপ্লেক্স গড়ে ওঠে, তবে যেন এই ঝুড়ি-কোদাল ও মাটির গর্ত অক্ষুণ্ন রেখে কাঁচের আধারে আবৃত রাখা হয়। যাতে মানুষ পুরানো স্মৃতি দেখে উপদেশ হাছিল করে'।

অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত সবাইকে চমকে দিয়ে বললেন, আমরা কিন্তু আপনাদের ছাড়াই আসার পথে ঐ স্থানটি দেখে এসেছি। বর্তমানে স্থানটির নাম জিয়া নগর। চট্টগ্রাম থেকে ২৭ কিঃমিঃ দূরে রাঙ্গুনিয়ার চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কাপ্তাই সড়কের বাম পাশে অবস্থিত। ১৯৯৫ সালে বেগম খালেদা জিয়া এখানে একটি মসজিদ ও একটি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছেন। কিন্তু দাফনের স্থানটি বেশ দূরে ও অনেক উপরে। সেখানে দু'টি বড় বাগানবিলাস ফুল গাছ দেখে সন্দেহ বশে সেখানে গিয়ে স্থানটি খুঁজে পাই। দেখলাম, চারপাশে চারটি পাঁচ ইঞ্চির ইটের গাঁথুনি। মাঝখানে গর্ত। যেখানে পড়ে আছে কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান দুদুর নাম লিখিত একটি শ্রদ্ধাঞ্জলির ফেসটুন।

তিনি আরো বলেন, ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে ফরিদপুরে সাংগঠনিক সফরে গিয়ে টুঙ্গীপাড়ায় শেখ মুজিবের কবর যিয়ারত করেছিলাম। এসব নেতাদের জীবনীতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় রয়েছে।

(৪) একবার আমি ও আমার বড় ভাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ ভাইয়ের পকেটে খসখস শব্দ শুনে মনে খটকা লাগল। ছালাত শেষে বললাম, আপনার পকেটে কি খসখস করছে? তিনি বললেন, তুমি ওসব বুঝবে না। তখন আমি তাঁর পকেটে হাত ঢুকিয়ে পাতাটা বের করলাম। বড় ভাবীকে বললাম, ভাবী এটা কিসের পাতা? তিনি জানালেন, আমার এক বোন তোমার ভাইয়ের জন্য যশোরের নওয়াপাড়ার পীর ছাহেবের কাছ থেকে এই পাতাটা পড়ে এনেছেন। পাতাটা পকেটে থাকলে নাকি শত্রু তাকে টের পায়না। আমি বললাম, উনার কি মনে নেই উনি কোন ঘরের সন্তান? তাওহীদের ঘরে শিরকের প্রবেশ চলবে না। একথা বলে আমি পাতাটি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দেই। পরের দিনই ভাই গ্রেফতার হ'লেন। আমি ঐ সময় বাড়ীর বাইরে ছিলাম।

এরপর আমীরে জামা'আত সাংগঠনিক জীবনে কারো কোন স্মৃতি থাকলে তা ব্যক্ত করার কথা বললেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার মুহাম্মাদ মুর্তযা ও গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ ফযলুল হক স্মৃতিচারণ করলেন। মুহাম্মাদ মুর্তযা তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, ২০১৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী। আমি কেরানীহাটের এক হাসপাতালে আমার এক বন্ধুর নবজাতককে দেখতে যাই। দেখার পর হোটেলে চা পান করে বের হতেই আমাকে ডিবি পুলিশ গ্রেফতার করে সাতকানিয়া থানায় নিয়ে যায়। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'ল, আমি জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত। আমি তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করি। এরপর বাদ মাগরিব আমাকে আমার বাসায় নিয়ে আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারে তল্লাশী চালানো হয়। তারা বেছে বেছে মাসিক আত-তাহরীক, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) প্রভৃতি বই নিয়ে বলে, এগুলিই তো জঙ্গী বই। আমি তখন

Contents

তাদেরকে বলি, শুধু এই বইগুলো আপনারা নিচ্ছেন কেন? চরমোনাই, ফুরফুরার পীর ছাহেবদের বইগুলোও নিন? এ প্রশ্নের জবাবে তারা নিরুত্তর হয়ে যায়। তারপর আমাকে সার্কেল অফিসারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি জঙ্গী? আমি বলি, স্যার আমি ১৩/১৪ বছর যাবৎ একটি এমপিওভুক্ত মাদরাসায় চাকুরী করি। আমাকে সুযোগ দিন, আমি চাকুরীতে ইস্তফা দেই। তারপর আপনি আমার বিরুদ্ধে তদন্ত করুন। মূলতঃ আমার বিরুদ্ধে কিছু উগ্রপন্থী জঙ্গী অভিযোগ করেছে। যারা ইতিপূর্বে আমাকে ফোনে অনেকবার হুমকি দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে থানায় আমার জিডির কপি দেখালে তিনি আমাকে ছেড়ে দেন।

গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ ফযলুল হক তাঁর জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, আমার বাড়ী লালমণিরহাট যেলার হাতিবান্ধা থানার পূর্ব বিছনদই গ্রামে। আদিতমারীতে একটি ভাড়া বাসাতে আমি থাকতাম। বাজারে আমার একটি হোমিও ঔষধের দোকান ছিল। একদিন আমি সেখানকার একটি মসজিদে ছালাত আদায় করতে গিয়ে দেখি, মুছল্লীরা পায়ে পা লাগিয়ে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে আহলেহাদীছদের মতো ছালাত আদায় করছে। আমি তাদেরকে বললাম, আপনারা কি শাফেঈ? তারা বললেন, না, আমরা আহলেহাদীছ। পরে যেলা 'আন্দোলন'-এর তৎকালীন সভাপতি মাওলানা সাঈদুর রহমান ছাহেবের সাথে আমার পরিচয় হ'ল। তিনি আমাকে আত-তাহরীক পড়তে দিলেন। আমি সঠিক পথের দিশা পেয়ে আহলেহাদীছ হয়ে গেলাম। তারপর শুরু হল আমার উপর বিভিন্নমুখী নির্যাতন। গ্রামে গেলে মসজিদের ইমাম ও আমার আপন চাচাও আমাকে গাল-মন্দ করলেন। পরে আমি গাযীপুরে চলে যাই। সেখানে গিয়ে হোমিও ডাক্তারীর পাশাপাশি দ্বীনের দাওয়াত শুরু করি। শুরু হয় আমার উপর যুলুম। বিদ'আতীরা আমার চেম্বারে হামলা করে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। আমরা গাযীপুরে ভাড়া বাড়ীতে 'মুহাম্মাদী ইসলামী পাঠাগার' নামে একটি লাইব্রেরী করেছিলাম। একদিন বিদ'আতীরা সেখানে হামলা করে আমাদের লাইব্রেরীটি তছনছ করে দেয় এবং বাড়ীওয়ালা রাজুকে মারধর করে। এভাবে বিদ'আতীদের বিভিন্ন যুলুম-নির্যাতনের মধ্য দিয়েও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। *আল-হামদুলিল্লাহ*।

৩১৪ বছরের চাপালিশ বৃক্ষ :

সফরের ২য় দিন ১৮ই মার্চ রবিবার সকালে নাশতার পর আমরা রাঙ্গামাটি ডিসি বাংলো পার্ক পরিদর্শন করি। লেকের পাশে নির্জন জায়গায় দারুণ এক কাব্যিক পরিবেশ এখানে। আমরা কিছুক্ষণ পার্কে বসে হ্রদ ও পাহাড়ের দৃশ্য অবলোকন করি। ডিসি বাংলো পার্কের প্রবেশমুখের বাম পাশে রয়েছে ৩১৪ বছরের পুরানো ঐতিহ্যবাহী চাপালিশ গাছ। এর দৈর্ঘ্য ১০৩ ফুট এবং প্রস্থ ২৫ ফুট। তিন শতাধিক বছরের স্মৃতি বুকে ধারণ করে অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছটি। চাপালিশ গাছের পাশে রয়েছে একটি মসজিদ। অথচ সাইন বোর্ড লেখা হয়েছে 'এবাদতখানা' বলে।

আরণ্যক হলিডে রিসোর্ট :

ডিসি বাংলো পার্ক ও চাপালিশ গাছ দেখার পর সকাল ১০-টায় আমরা খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। পথিমধ্যে কাপ্তাই লেক ঘেরা ছিমছাম পরিবেশে সেনাবাহিনীর সাজানো-গুছানো আরণ্যক হলিডে রিসোর্ট পরিদর্শন করলাম। এখানে বাঘার এক ভাইয়ের সাথে আমাদের পরিচয় হ'ল। আমরা তাকে জঙ্গীবাদ বিরোধী লিফলেট দিলাম। এখানে অল্প কিছুক্ষণ অবস্থান করে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ বেয়ে আমরা খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে পুনরায় চলতে শুরু করলাম।

খাগড়াছড়ির পথে : গাড়ী গেল থমকে

পীচ ঢালা উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ বেয়ে পাহাড়গাত্রের আনারস বাগান, সেগুন গাছ, ভুট্টাক্ষেত, তেজপাতা গাছ, কচুক্ষেত প্রভৃতি দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম খাগড়াছড়ির দিকে। হঠাৎ রাঙ্গামাটির নানিয়ারচর নামক স্থানে আমাদের গাড়ী থমকে দাঁড়াল। আমাদেরকে চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ শামীম আহসান ও সেক্রেটারী শেখ সা'দী জানালেন, পাহাড়ীদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। সামনে-পিছনে কোন দিকে যাওয়া যাবে না। সবাইকে গাড়ীর ভিতরে বসার জন্য তারা অনুরোধ করলেন। সবার চোখে-মুখে ভীতির ছাপ স্পষ্ট। মাত্র কয়েক গজ দূরে দেখছি কয়েকজন সন্ত্রাসী দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলা। এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। ১১.৪৫ থেকে ১.৪৮ পর্যন্ত প্রায় দুই ঘণ্টা আটকে থাকার পর পুলিশ ও আর্মী এসে গাছের গুঁড়ি সরালে আমরা নানিয়ারচর থেকে আবার যাত্রা শুরু করলাম। পথিমধ্যে আরো ৩/৪ জায়গায় গাছের গুড়ি ফেলা ছিল। সেসব বাধা পেরিয়ে বিকেল ৩.৪০ মিনিটে আমরা খাগড়াছড়িতে পৌঁছলাম। উক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে 'পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২০ বছর পর' শিরোনামে এপ্রিল'১৮ সংখ্যা আত-তাহরীকে আমীরে জামা'আত একটি অমূল্য সম্পাদকীয় লেখেন।

সে সময় আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে বহনকারী মাইক্রোটি পথ ভুল করার কারণে বেলা ১২-টার দিকে মানিকছড়ি উপযেলার বুড়ীর ঘাট বাজার জামে মসজিদের সামনে থেমে ছিল। পরে বিকাল সাড়ে ৪-টার দিকে তাঁরা খাগড়াছড়ি এসে পৌঁছেন।

আলুটিলা গুহা :

দুপুরের খাবার ও ছালাত শেষে আমরা গেলাম আলুটিলা গুহা পরিদর্শনে। খাগড়াছড়ি যেলার মাটিরাঙা উপযেলা শহর হ'তে ৭ কিলোমিটার পশ্চিমে সমুদ্র সমতল হতে ৩০০০ ফুট উঁচুতে আরবারী পাহাড়ে আলুটিলা গুহা অবস্থিত। এটি খাগড়াছড়ির অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। স্থানীয়দের ভাষায় এর নাম

'মাতাই হাকড়' বা 'দেবতার গুহা'। গুহামুখের ব্যাস প্রায় ১৮ ফুট। গুহাটির ভেতরে ১০০ মিটার দীর্ঘ, ১ দশমিক ৮ মিটার উঁচু এবং শূন্য দশমিক ৯ মিটার প্রশস্ত। গুহাটি খুবই অন্ধকার ও শীতল। তলদেশ পিচ্ছিল ও পাথুরে। তলদেশে একটি ঝর্ণা প্রবাহমান। ভূগর্ভস্থ ট্যানেল সদৃশ গুহাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫০ ফুট। গুহাটির একপাশ থেকে আরেকপাশে যেতে সময় লাগে ১০/১৫ মিনিট।

আল্লাহ্র সৃষ্টির এক অপূর্ব নিদর্শন এই আলুটিলা গুহা। জনপ্রতি ১০ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে আমরা ২৬৬টি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলাম রহস্যঘেরা আলুটিলা গুহায়। চতুর্দিকে সবুজের সমারোহের মাঝে গুহাটি দেখে আমরা অভিভূত হলাম। আমাদের পরে আমীরে জামা'আত তাঁর অন্য সাথীদের নিয়ে এখানে আসেন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গুহাটি অতিক্রম করেন।

তারেং সেনাক্যাম্প :

অতঃপর পার্শ্ববর্তী তারেং সেনাক্যাম্পে গেলাম। সূর্য তখন অস্ত গেছে। সেখানে রাজশাহীর দু'জন তরুণ সৈনিকের সাথে পরিচয় হল। তাদের কল্যাণে তারেং সেনাক্যাম্প ও হেলিপ্যাড পরিদর্শন করে আমরা খাগড়াছড়ি শহরে ফিরে এলাম।

১৪১ বছরের পুরনো খাগড়াছড়ি কেন্দ্রীয় শাহী জামে মসজিদ:

খাগড়াছড়ি ফিরে এসে আমরা খাগড়াছড়ি শহরটা ঘুরে দেখলাম। এখানে রয়েছে ১৮৭৭ সালে নির্মিত ঐতিহ্যবাহী খাগড়াছড়ি কেন্দ্রীয় শাহী জামে মসজিদ। তিন তলাবিশিষ্ট এই মসজিদটির প্রত্যেক তলায় ২২টি করে কাতার রয়েছে। ভিতরে ১৮টি ও বাইরে ৪টি। প্রত্যেক কাতারে ৬০ জন করে মুছল্লী ধরে। এখানে আমরা মাগরিব ও এশা জমা ও কছর করি। ছালাতের পর খাগড়াছড়ি বাজার থেকে সুস্বাদু পাহাড়ী আনারস ও অন্যান্য জিনিসপত্র ক্রয় করি।

বিদায় পর্বে খাদ্যবিভাগসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ভাইদের প্রতি আমরা প্রাণখোলা অভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। অতঃপর সবশেষে আমীরে জামা'আতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসে ও ট্রেনে প্রত্যেকে স্ব স্ব গন্তব্যে রওয়ানা হলেন। মনের গহীনে গেঁথে রইল দু'দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ সফরের দারুণ সব টাটকা স্মৃতি। এ স্মৃতি অমলিন। এমন সফরের হাতছানি কে পারে উপেক্ষা করতে?

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2

আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

আলিম (ছানাবিয়াহ) শ্রেণীতে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে **আলিম (ছানাবিয়াহ)** শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি নেওয়া হবে। আবাসিক/অনাবাসিক আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ক্লাস শুরু : ২৩শে জুন ২০১৮ শনিবার।

শর্তাবলী : (১) দাখিল বা সমযোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া (২) মূল কিতাব পড়ার যোগ্যতা ও আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকা।

যোগাযোগ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮
মোবাইল : ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।

২ বছর মেয়াদী দাওরায়ে হাদীছ কোর্সে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর **মহিলা শাখায়** দাখিল পরবর্তী দু'বছর মেয়াদী **দাওরায়ে হাদীছ** কোর্সে ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হবে। উক্ত কোর্সে তাফসীর, কুতুবে সিত্তাহ, আক্বীদা, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করা হয়। আবাসিক/অনাবাসিক আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ক্লাস শুরু : ২৩শে জুন ২০১৮ শনিবার।

শর্তাবলী : (১) দাখিল বা সমযোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া (২) মূল কিতাব পড়ার যোগ্যতা ও আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকা।

যোগাযোগ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

রাসূল (ছাঃ) ও মুজাহিদদের সম্পদে বরকত

রাসূল (ছাঃ) ও মুজাহিদদের সম্পদে তাদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে আল্লাহ বরকত দান করেন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ :

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, উষ্ট্র যুদ্ধের দিন যুবায়র (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান গ্রহণ করে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, হে বৎস! আজকের দিনে যালেম অথবা মাযলূম ব্যতীত কেউ নিহত হবে না। আমার মনে হয়, আমি আজ মাযলূম হিসাবে নিহত হব। আর আমি আমার ঋণ সম্পর্কে অধিক চিন্তিত। তুমি কি মনে কর যে, আমার ঋণ আদায় করার পর আমার সম্পদের কিছু অবশিষ্ট থাকবে? অতঃপর তিনি বললেন, হে পুত্র! আমার সম্পদ বিক্রয় করে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিও। তিনি এক-তৃতীয়াংশের ওছিয়ত করেন। আর সেই এক-তৃতীয়াংশের এক-তৃতীয়াংশ ওছিয়ত করেন তাঁর (আব্দুল্লাহ বিন যুবায়রের) পুত্রদের জন্য। তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশকে তিন ভাগে বিভক্ত করবে। ঋণ পরিশোধ করার পর যদি আমার সম্পদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ তোমার পুত্রদের জন্য।

হিশাম (রহ.) বলেন, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ)-এর কোন কোন পুত্র যুবায়র (রাঃ)-এর পুত্রদের সমবয়সী ছিলেন। যেমন- খুবায়েব ও আববাদ। আর মৃত্যুকালে তাঁর নয় পুত্র ও নয় কন্যা ছিল।

আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, তিনি আমাকে তাঁর ঋণ সম্পর্কে ওছিয়ত করছিলেন এবং বলছিলেন, হে পুত্র! যদি এসবের কোন বিষয়ে তুমি অক্ষম হও, তবে এ ব্যাপারে আমার মাওলার সাহায্য চাইবে।

তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি বুঝে উঠতে পারিনি যে, তিনি মাওলা দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করেছেন। অবশেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে পিতা! আপনার মাওলা কে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি যখনই তাঁর ঋণ আদায়ে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই বলেছি, হে যুবায়রের মাওলা! তাঁর পক্ষ হ'তে তাঁর ঋণ আদায় করে দিন। আর তাঁর করয শোধ হয়ে যেত। অতঃপর যুবায়র (রাঃ) শহীদ হ'লেন। তিনি নগদ কোন দীনার রেখে যাননি আর না কোন দিরহাম।

তিনি কিছু জমি রেখে যান। যার মধ্যে এটি হ'ল গাবা। আরো রেখে যান মদীনায় এগারোটি বাড়ী, বছরায় দু'টি, কূফায় একটি ও মিসরে একটি। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ) বলেন, যুবায়র (রাঃ)-এর ঋণ থাকার কারণ এই ছিল যে, তাঁর নিকট কেউ যখন কোন মাল আমানত রাখতে আসত তখন যুবায়র (রাঃ) বলতেন, না, এভাবে নয়; তুমি তা আমার নিকট ঋণ হিসাবে রেখে যাও। কেননা আমি ভয় করছি যে, তোমার মাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যুবায়র (রাঃ) কখনও কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা বা কর আদায়কারী অথবা অন্য কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। অবশ্য তিনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গী হয়ে অথবা আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি তাঁর ঋণের পরিমাণ হিসাব করলাম এবং তাঁর ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ পেলাম। রাবী বলেন, ছাহাবী হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, হে ভাতিজা! বল তো, আমার ভাইয়ের কত ঋণ আছে? তিনি তা প্রকাশ না করে বললেন, এক লাখ। তখন হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এ সম্পদ দ্বারা এ পরিমাণ ঋণ শোধ হ'তে পারে, আমি এরূপ মনে করি না। তখন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ) তাঁকে বললেন, যদি ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ হয়, তবে কী ধারণা করেন? হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) বললেন, আমি মনে করি না যে, তোমরা এর সামর্থ্য রাখ। যদি তোমরা এ বিষয়ে অক্ষম হও, তবে আমার সহযোগিতা গ্রহণ করবে।

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ) বলেন, যুবায়র (রাঃ) গাবাস্থিত ভূমিটি এক লাখ সত্তর হাযারে কিনেছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ) তা ষোল লাখের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। আর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, যুবায়র (রাঃ)-এর নিকট কারা পাওনাদার রয়েছে, তারা আমার সঙ্গে গাবায় এসে মিলিত হবে। তখন আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাঃ) তাঁর নিকট এলেন। যুবায়র (রাঃ)-এর নিকট তার চার লাখ পাওনা ছিল। তিনি আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ)-কে বললেন, তোমরা চাইলে আমি তা তোমাদের জন্য ছেড়ে দিব। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ) বললেন, না। আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা তা পরে দিতে চাও, তবে তা পরে পরিশোধের অন্তর্ভুক্ত করতে পার। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ) বললেন, না। তখন আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাঃ) বললেন, তবে আমাকে এক টুকরা জমি দাও। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ) বললেন, এখান হ'তে ওখান পর্যন্ত জমি আপনার।

রাবী বলেন, অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ) গাবার জমি হ'তে বিক্রয় করে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেন। তখনও তাঁর নিকট গাবার ভূমির সাড়ে চার অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়।

অতঃপর তিনি মু'আবিয়াহ (রাঃ)-এর নিকট এলেন। সে সময় তাঁর নিকট আমর বিন ওছমান, মুনযির বিন যুবায়র ও আব্দুল্লাহ বিন যাম'আ (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁকে বললেন, গাবার মূল্য কত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক অংশ এক লাখ হারে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কত বাকী আছে? আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, সাড়ে চার অংশ। তখন মুনযির বিন যুবায়র (রাঃ) বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। আমর বিন ওছমান (রাঃ) বলেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। আর আব্দুল্লাহ বিন যাম'আহ (রাঃ) বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। তখন মু'আবিয়াহ (রাঃ) বললেন, আর কী পরিমাণ বাকী আছে? আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ) বললেন, দেড় অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, আমি তা দেড় লাখে নিলাম।

রাবী বলেন, আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাঃ) তাঁর অংশ মু'আবিয়াহ (রাঃ)-এর নিকট ছয় লাখে বিক্রয় করেন। অতঃপর যখন ইবনু যুবায়র (রাঃ) তাঁর পিতার ঋণ পরিশোধ করে দিলেন, তখন যুবায়র (রাঃ)-এর পুত্ররা বললেন, আমাদের মীরাছ ভাগ করে দিন। তখন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ) বললেন, না, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের মাঝে ভাগ করব না, যতক্ষণ আমি চারটি হাজ্জ মৌসুমে এ ঘোষণা প্রচার না করব যে, যদি কেউ যুবায়র (রাঃ)-এর নিকট পাওনা থাকে, সে যেন আমাদের নিকট আসে, আমরা তা পরিশোধ করব। রাবী বলেন, তিনি প্রতি হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা করেন। অতঃপর যখন চার বছর অতিবাহিত হ'ল, তখন তিনি তা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। রাবী বলেন, যুবায়র (রাঃ)-এর চার স্ত্রী ছিলেন। এক-তৃতীয়াংশ পৃথক করে রাখা হ'ল। প্রত্যেক স্ত্রী বার লাখ করে পেলেন। আর যুবায়র (রাঃ)-এর মোট সম্পত্তি পাঁচ কোটি দু'লাখ ছিল *(বুখারী হা/৩১২৯; আ. প্র. হা/২৮৯৫; ই. ফা. হা/২৯০৬)*।

শিক্ষা : আল্লাহ্র উপরে যথাযথভাবে ভরসা করলে আল্লাহ এভাবে মানুষকে সাহায্য করেন এবং সম্পদে বরকত দান করেন। আমাদের সবাইকে আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুল করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

Contents

কবিতা

স্বাগতম রামাযান

-আতিয়ার রহমান
মাদরা,কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আহলান সাহলান স্বাগতম রামাযান,
খুশী ভরা মনে মোরা তব করি আহ্বান।
এসো তুমি ধরা পরে পাতকী যে তরাতে,
বল তুমি ওঠো মোর নেকী ভরা তরীতে।
নতুন প্রাতের এক মনমাতানো ইমেজে,
এক সুরে সকলের ডেকে বল তুমি যে,
মুসলিম ওঠো জেগে দেখো মোর তরণী
অলসতা ছেড়ে এসো ওগো আমার বরণী।
নাও নাও লুটে নাও যত আনা পণ্য,
আখিরাতে হ'তে চাইলে অতি বড় ধন্য।
দুনিয়াতে পাবে তুমি খুব বেশী সম্মান,
আল্লাহ্র কাছে রবে উঁচু শির উঁচু মান।
আরো তুমি হ'তে পারো আল্লাহ্র বন্ধু,
অলসতায় রবে যে তার আঁখি দু'টি অন্ধ।
তোমাকে জানাই প্রাণের স্বাগতম রামাযান।
আহলান সাহলান তুমি তো আল্লাহ্র দান
পাতকী তরিতে তুমি এলে দ্বারে রামাযান।

***

আমাদের অপরাধ

এফ.এম. নাছরুল্লাহ বিন হায়দার
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আমাদের অপরাধ আমরা দেশপ্রেমিক
দেশের কথা বলি,
আমাদের অপরাধ আমরা সত্য-ন্যায়ের
পথটি ধরে সদা চলি।
আমাদের অপরাধ আমরা জীবনের চাইতেও
স্বদেশকে ভালবাসি,
আমাদের অপরাধ আমরা দেশের জন্য
হাসতে হাসতে জীবন বিলিয়ে আসি।
আমাদের অপরাধ আমরা অহি-র বিধান সত্য বলে
শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরি,
আমাদের অপরাধ আমরা কুরআন-
হাদীছের দলীল দিয়ে সদা বাতিলের বিরুদ্ধে লড়ি।
আমাদের অপরাধ আমরা সত্যসেবী
কখনো মিথ্যাকে দেইনি প্রশ্রয়,
আমাদের অপরাধ আমরা সাম্যের গান গাই
দুরন্ত পথে চলি নির্ভয়।
আমাদের অপরাধ আমরা বাতিলের কাছে
মাথা করি না কখনও নত,
আমাদের অপরাধ আমাদের আদর্শ ঐ
বীর খালিদ আলী, ওমরের মত।
আমাদের অপরাধ আমরা পীর-মুরশিদ মানি না
একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ ছাড়া।
আমাদের অপরাধ আমরা কখন চরমপন্থা
জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী নই কারণ আমরা আহলেহাদীছ!
মানুষ হত্যা করার রীতি-নীতি নয়
আমাদের আদর্শের কোন ধারা।

***

মাযহাব ও ফিরক্বা

আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট-বাঁকড়া, রাজশাহী।

দুনিয়াটা ভাসছে আজি মাযহাব-ফিরক্বার বানে
ফিরক্বা ছেড়ে দ্বীনের কথা কেহ নাহি শোনে।
ফিরক্বা-মাযহাব কোথায় পেল কোন যুগে কোন কালে?
চারশ' বছর পরে তা হয় মনীষীরা গেল বলে।
আল্লাহ বলেন, দ্বীনের রজ্জু শক্ত করে ধরো
এক হয়ে সব আল্লাহ্র পথে সফল জীবন গড়ো।
ফিরক্বা-মাযহাব গড়ল যারা দ্বীন চ্যুত হ'ল তারা
মনগড়া সব ধর্মটারে করল সবাই ওরা।
সাবধান বাণী বললেন নবী তিহাত্তর দল হবে
একদল শুধু কিয়ামতে জান্নাত লাভ করবে।
একই ইসলাম একই ধর্ম একই বিধান তাই
একটা ছাড়া দুই কে ছোঁয়ার কোন উপায় নাই।
আল্লাহ বলেন, ইসলাম ভেঙ্গে যারা টুকরো টুকরো করে
তারা সবাই ইসলাম ছেড়ে গেল অনেক দূরে।
মুখের বুলি আসবে নাকো তাদের কোন কাজে
দল ছেড়ে সব ছলকারীদের সবই মিথ্যা বাজে।
দিন থাকিতে ফিরে এসো এককে সবাই ছুঁই
মুসলিম হয়ে ছুঁইবো না কেউ এক ছাড়া ঐ দুই।
ফিরক্বা-মাযহাব সবাই ছাড় কুরআন-হাদীছ আঁকড়ে ধরো
কিয়ামতের কঠিন দিনে নাজাত যদি চাও
প্রাণ থাকিতেই অহি-র বিধান সবাই মেনে নাও।

***

মুসাফির

ইউসুফ আল-আযাদ
হাবলা টেংগুরিয়া পাড়া ডিগ্রী মাদরাসা,
বাসাইল, টাংগাইল।

এই পৃথিবীর পান্থশালায় আমরা মুসাফির
হেথায় এসে শূন্য ভিটায় বৃথাই বাঁধি নীড়।
ভেঙ্গে যাবে নীড়খানি এই আজকে না হয় কাল
মরণ ঝড়ে ছিঁড়ে যাবে মায়ায় বাঁধা জাল।
পড়ে রবে সুখে বাঁধা এই মমতার ঘর,
ঘরের মাঝে সবই রবে তুমি হবে পর।
নাম-যশ-খ্যাতি যত পিছে পড়ে রবে,
প্রাণ পাখি উড়ে গেলে লাশ নাম হবে।
লাশের খাতায় যেদিন আমার উঠে যাবে নাম,
কেউ নিবে না কাছে টেনে কেউ দিবে না দাম।
কাঁদবে পাশে বসে বসে স্বজন ছিল যারা,
কবর মাঝে মাটি দিয়ে আসবে ফিরে তারা।
কেউ যাবে না সঙ্গে সেদিন কেউ হবে না সাথী,
কবর মাঝে আঁধার হবে কেউ দিবে না বাতি।
কবর মাঝে মাটি দিয়ে আসবে সবাই নীড়ে,
মুনকার-নাকীর প্রশ্ন নিয়ে আসবে তোমায় ঘিরে।
মুনকার-নাকীর আসবে পাশে শুনতে জওয়াব মোর,
সঠিক উত্তর না দিলে বিপদ হবে ঘোর।

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা তওবা, আয়াত নং ২৫-২৬।
২. সূরা আনফাল (আয়াত নং ৫-১৯, ৪১-৪৮, ৬৭-৬৯)।
৩. সূরা হাশর (আয়াত নং ২-১৪)।
৪. সূরা আহযাব (আয়াত নং ৯-২৭)।
৫. সূরা তওবা (আয়াত নং ৩৮-১২৯)।
৬. সূরা তওবা (আয়াত নং ৪০)।
৭. সূরা বাক্বারার ১০২ নং আয়াতে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা)-এর সঠিক উত্তর

১. রাজবাড়ী যেলার গোয়ালন্দে।
২. চাঁদপুরে। ৩. গাইবান্ধায়।
৪. নারায়ণগঞ্জে। ৫. বগুড়ায়।
৬. কিশোরগঞ্জের ভৈরব বাযারে।
৭. মৌলভী বাযারের আযমিরিগঞ্জে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. কোন সূরার কোন আয়াতে কারূণের কাহিনী উল্লেখিত হয়েছে?
২. কোন সূরার কোন আয়াতে সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে হুদহুদ পাখীর ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে?
৩. কোন সূরার কোন আয়াতে ক্বিবলা পরিবর্তনের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে?
৪. কোন সূরায় নবী করীম (ছাঃ)-এর ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে?
৫. কোন সূরায় হস্তিবাহিনীর ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে?
৬. কোন সূরার কোন আয়াতে যুলক্বারানাইন বাদশাহর ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে?
৭. কোন সূরার কোন আয়াতে ত্বালূত ও জালূতের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে?
৮. কোন সূরার কোন আয়াতে মসজিদে আক্বছার কথা বর্ণিত হয়েছে?
৯. কোন সূরার কোন আয়াতে পিতা-মাতার ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে?
১০. সর্বপ্রথম কোন ছাহাবী মক্কায় উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করেন?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভাষা আন্দোলন)

১. গণপরিষদে প্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান কে?
২. 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ' বইটির লেখক কে?
৩. 'উর্দূ এবং উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' কে কখন বলেন?
৪. ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
৫. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে কে কখন উদ্বোধন করেন?
৬. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' গানটির গীতিকার ও সুরকার কে?
৭. গানটির শিল্পী কে?
৮. ৬ দফা দাবী পেশ করেন কে?
৯. ১১ দফা দাবী পেশ করে কে?
১০. ২১ দফা দাবী পেশ করে কে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

গৌরাঙ্গপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ২রা এপ্রিল, সোমবার : অদ্য বাদ ফজর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন গৌরাঙ্গপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলোহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রুমানা খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে খাদীজা খাতুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদের খতীব মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন।

মাদারটেক, সবুজবাগ, ঢাকা ৬ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় রাজধানীর সবুজবাগ থানাধীন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মসজিদ সংলগ্ন হাফেযিয়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয শামাউন কবীর। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুশফিকুর রহমান জুনায়েদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রাক্বীবুল হাসান।

জীবনের যবনিকা

হোসনে আরা সুলতানা
বর্ষাপাড়া, হিরণ, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

এসেছিলাম ভবে, সেই যে কবে
মনে হয় এই তো সেই দিন,
কি করে কেটে গেল এতটি বছর,
জীবনের হিসাব মিলাতে আঁতকে ওঠে মন।
ফেলে এসেছি যতটা সময় পিছনে,
হয়ত পাবো না আর ততটা সামনে।
হারালে নিঃশ্বাস সবাই করবে বিশ্বাস,
যবনিকা টেনেছি জীবনের হয়েছি লাশ।
স্বজনেরা কাঁদবে পাশে দু'চোখের অশ্রু ফেলে
চিরতরে দিতে বিদায় ব্যস্ত হবে দাফন-কাফনে।
পিতা-মাতা ভাই-বোনের মায়ার বাঁধন ছেড়ে,
নিজেকে বিলীন করলাম স্বামী-সন্তানের পরিবারে।
নয় এটাও আসল ঠিকানা যেতে হবে পরপারে,
মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে ভাসিয়ে শোক সাগরে।
আমি ছিলাম এ সংসারের মধ্যমণি
স্বামী-সন্তান স্বজনদের চোখের মণি।
কি করে এত নিঃষ্ঠুর হ'লে তোমরা?
যখনি উড়ে গেল আমার প্রাণ ভোমরা?
আমাকে একা ফেলে অন্ধকার কবরে,
আমার স্মৃতি চারণ করবে বেশ কিছু দিন ধরে।
এক সময় স্মৃতিগুলো বিস্মৃত হয়ে যাবে,
জগৎ সংসার সবই তার নিয়মে চলবে।

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।
-আহলেহাদীছ আন্দোলন

Contents

স্বদেশ

দুদকের সেমিনারে অভিমত

রাজনীতিবিদ ও আমলাদের যোগসাজশে দুর্নীতি

গত ১লা এপ্রিল 'দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের প্রধান নিয়ামক' বিষয়ক দুদক আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, রাজনীতিবিদ ও আমলাদের যোগসাজশেই দুর্নীতি হয়। রাজনীতিবিদরা চাইলেই দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ সম্ভব। বড় দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুদক যদি ব্যবস্থা নিতে না পারে, তাহ'লে দুদক বেশী দূর আগাতে পারবে না।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ভিসি ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, রাজনীতিবিদ ও আমলাদের অনৈতিক যোগসাজশ ভাঙতে না পারলে দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব নয়। আমাদের দেশে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীরা হলফনামা দিয়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেন। কিন্তু কেউ যদি মিথ্যা হলফনামা দিয়ে যাত্রা শুরু করেন, তাহ'লে এদের প্রতি জনগণ আস্থা রাখবে কীভাবে? তিনি আরো বলেন, দুদকের উচিত চিহ্নিত বড় বড় দুর্নীতিবাজদের ডেকে শুধু জিজ্ঞাসাবাদ না করে, বরং তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা। প্রশাসনের নিয়োগ-বাণিজ্য, পদায়ন ও বদলি-বাণিজ্যের লাগাম টেনে ধরা।

সভাপতির বক্তব্যে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেন, সব দুর্নীতিই দুর্নীতি দমন কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধ নয়, এটা সবাইকে অনুধাবন করতে হবে। আমলারা যদি চেয়ারের মায়া ত্যাগ করে আইনানুগভাবে তাঁদের সব দায়িত্ব পালন করেন, তাহ'লে কারও পক্ষেই দুর্নীতি করা সম্ভব নয়। অনৈতিক যোগসাজশ ছাড়া কোন দুর্নীতি সংঘটিত হ'তে পারে না।

[কথাগুলি খুবই সত্য ও বাস্তব। সাহস করে সত্য বলার জন্য বক্তাদের ধন্যবাদ। তাদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে তখনই, যখন আল্লাহভীরু ও যোগ্য লোকেরা সর্বত্র দায়িত্বশীল হবে। প্রচলিত দলীয় রাজনীতিতে যেটা একেবারেই অসম্ভব। অতএব ইসলামের নির্দেশনা মতে দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি দেশে চালু করার পক্ষে একমত হৌন ও জনমত গড়ে তুলুন (স.স.)]

এনজিও ঋণে রিকশাচালক লোকমানের আত্মহত্যা

ভোলার চরফ্যাশন উপযেলার লোকমান হোসাইন (৪৫) ৪ এনজিওর ঋণের টাকার চাপে বসত ঘরের কাঠের আড়ার সাথে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গত ৩১শে মার্চ ঘটনাটি ঘটে। তার ৩ কন্যা ও ৩ পুত্র সন্তান রয়েছে। একটি মেয়ে ছাড়া সবাই নাবালক। সে মেয়ের বিবাহ ও সংসার পরিচালনার জন্য স্ত্রী ও তার নামে বেসরকারী এনজিও 'আশা' থেকে ৭০ হাযার, 'গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা' থেকে ৩৫ হাযার, 'পরিবার উন্নয়ন সংস্থা' থেকে ৪৯ হাযার, 'কোস্ট ট্রাস্ট' থেকে ৫০ হাযার টাকাসহ সর্বমোট ২ লাখ ৪০ হাযার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। অতঃপর এনজিওগুলোর সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করতে স্থানীয় ৯ জনের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় সূদের উপর টাকা গ্রহণ করে। ফলে দেনার চাপ আরো বেড়ে যায়। রাত পোহালেই এনজিও কর্মীরা বাসায় হাযির হয়। ওয়াদা মত টাকা পরিশোধ না করায় গাল-মন্দ ও ঘরের আসবাবপত্র নেয়ার হুমকি দেয়। এদিকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঋণের টাকা-পয়সা নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া বাধে। ঘটনার দিন তারা 'পরিবার উন্নয়ন সংস্থা'র কিস্তি পরিশোধ করেছিল। কিন্তু পরদিন রবিবার আরেকটি সংস্থার কিস্তি পরিশোধের জন্য ছোটা-ছুটি করছিল। একপর্যায় লোকমান দায়-দেনায় চিন্তিত হয়ে সন্ধ্যায় নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

লিভার চিকিৎসায় বাংলাদেশী চিকিৎসকদের উদ্ভাবন

লিভারের রোগের নতুন ও খুবই অল্প খরচে চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশের চিকিৎসকদের একটি দল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দলটি বলছে, তাদের উদ্ভাবিত স্টেম সেল থেরাপি এবং বিলিরুবিন ডায়ালাইসিসের এ পদ্ধতিতে প্রচলিত যন্ত্রপাতিকেই নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে- যাতে অনেক কম খরচে অকার্যকর লিভার বা হেপাটাইটিসের চিকিৎসা করা যাবে।

গবেষণা দলের একজন বিএসএমএমইউর লিভার বিভাগের অধ্যাপক মামূন আল-মাহতাব বলেন, লিভার সিরোসিস বা অন্য কোন কারণে যখন কারো লিভার অকার্যকর হয়ে যায় তখন এই চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। এরূপ সমস্যায় একমাত্র চিকিৎসা হ'ল লিভার প্রতিস্থাপন। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও লিভার প্রতিস্থাপন করা যায় না। প্রতিবেশী ভারতে এই চিকিৎসায় খরচ হয় ৪০ লাখ টাকারও বেশী। এক্ষেত্রে আমরা নতুন এই চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছি। এজন্য পদ্ধতি দু'টি। একটি স্টেম সেল চিকিৎসা আর অন্যটি ডায়ালাইসিস। তিনি বলেন, এই পদ্ধতিতে লিভারকে একদম সুস্থ করতে না পারলেও অবস্থার ৯০% উন্নতি করা সম্ভব।

অধ্যাপক মামূন জানান, তাদের এই উদ্ভাবন গত মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনে তারা তুলে ধরেছেন। আরো দু'টো আন্তর্জাতিক জার্নালেও এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক কোন গবেষকই তাদের এই উদ্ভাবনকে চ্যালেঞ্জ করেননি।

তিনি জানান, এই স্টেম সেল চিকিৎসার পিছনে বর্তমানে লক্ষাধিক টাকা খরচ পড়লেও তারা এখন ৬০ থেকে ৭০ হাযার টাকায় নামিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে থাইল্যান্ডে এই চিকিৎসা করতে খরচ হয় ১৬ থেকে ১৭ লক্ষ টাকার মতো। আর ডায়ালাইসিস পদ্ধতিতে খরচ পড়বে ৪০ থেকে ৫০ হাযার টাকা। যেটা করতে সাধারণত খরচ হয় চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা।

পলিথিনের বিকল্প হ'তে পারে পাটের পলিমার

বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞানী পাট থেকে এমন এক ধরনের পলিমার তৈরী করেছেন যেটি দেখতে পলিথিনের মত হ'লেও সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব। এই পলিমারের তৈরী ব্যাগ ফেলে দিলে ৩/৪ মাসের মধ্যে পচে গিয়ে মাটির সাথে মিশে যায়। ফলে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না। বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোবারক আহমাদ খান ছয় বছরের গবেষণার পর এই পলিমার তৈরী করেন। তার এই উদ্ভাবন পাট ব্যবহারের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে এর সোনালী অতীতকে ফিরিয়ে আনবে বলে আশ করা হচ্ছে।

বর্তমানে রাজধানীর ডেমরার রাষ্ট্রায়ত্ত লতীফ বাওয়ানী জুট মিলে পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিদিন দু'হাযারের মত তৈরী হচ্ছে পাট থেকে তৈরী এই পলিমার ব্যাগ। দেখতে সাধারণ পলিথিনের মত এই ব্যাগগুলো তুলনামূলকভাবে অধিক টেকসই ও ভার বহনে সক্ষম। পানিনিরোধক এ ব্যাগের দামও খুব বেশী নয়। এক কেজি পলিথিন ব্যাগের দাম যেখানে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা সেখানে পাটের পলিমার ব্যাগের দাম ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা। পচনশীল হ'লেও এই ব্যাগের ভেতর বাতাস বা পানি প্রবেশ করতে পারে না। ব্যাগটি সম্পর্কে ড. মোবারক বলেন, পলিথিনের তুলনায় পাটের পলিমার দেড় গুণ বেশী ভার বহন করতে পারে। এটি পানি শোষণ না করলেও ফেলে দেওয়ার তিন থেকে চার মাসের মধ্যে পচে মাটির সাথে মিশে যায়। তিনি বলেন, শুরুতে এর উৎপাদন খরচ বেশী হ'লেও ব্যাপক

Contents

পরিমাণে উৎপাদন শুরু হ'লে পলিথিনের মতই খরচ কমে যাবে।

এই ব্যাগের রফতানী সম্ভাবনাও বিপুল। ইতিমধ্যে কয়েকটি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ ব্যাগ আমদানির আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জানা গেছে, বছরে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের পচনশীল পলিব্যাগের চাহিদা রয়েছে বিশ্বে। বাংলাদেশে প্রতিবছর যে পরিমাণ পাট উৎপাদিত হয় তার পুরাটাও যদি পলিমার ব্যাগ তৈরীতে ব্যবহার করা যায়, তবু বিশ্ব চাহিদার অর্ধেকও পূরণ হবে না। অতএব এ ব্যাপারে সরকারী-বেসরকারী সমন্বিত উদ্যোগ একান্তভাবে আবশ্যক।

মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ ইউনাইটেড হাসপাতালকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা ও আল্টিমেটাম

মেয়াদোত্তীর্ণ রি-এজেন্ট ব্যবহার, অননুমোদিত এজেন্ট থেকে ওষুধ ক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহারের অভিযোগে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের ১৫ দিনের আল্টিমেটাম দেয়া হয়েছে। অভিযান পরিচালনাকারী র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম বলেন, হাসপাতালের ল্যাবে মেয়াদোত্তীর্ণ রি-এজেন্ট (শনাক্তকরণ রাসায়নিক পদার্থ) ব্যবহার হ'ত এবং সেখানে অননুমোদিত এজেন্ট থেকে ওষুধ ক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এছাড়া তাদের সার্জারীতে ব্যবহৃত সুঁচের মেয়াদও শেষ পর্যায়ে। এসব কারণে তাদের ২০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ১৫ দিনের আল্টিমেটাম দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ও উপকরণ পরিবর্তন ও সরিয়ে ফেলা না হ'লে তাদের আইএসও প্রদত্ত সনদও বাতিলের সুফারিশ করা হবে।

জ্যান্ত মাছের শো-রুম!

শো-রুম কালচারে এবার নতুন মাত্রা যোগ করেছে জ্যান্ত মাছের বিক্রয়কেন্দ্র। সরাসরি নদী ও চাষের খামার থেকে বিভিন্ন জাতের মাছ সংগ্রহ করে আনা হয় জ্যান্ত মাছের শো-রুমে। আর ক্রেতারা নিজের চোখে মাছের লাফালাফি উপভোগ করে পসন্দের মাছ কিনে ঘরে ফিরেন। বাযারে ফরমালিন কিংবা বরফ দেয়া মাছ কিনে ত্যক্ত-বিরক্ত মানুষ ইদানীং জ্যান্ত মাছ কিনতেই বেশী আগ্রহী। বন্দরনগরী চট্টগ্রামের অভিজাত এলাকা খুলশীতে গড়ে উঠেছে এমনই একটি জীবিত মাছ বিক্রয় কেন্দ্র তথা শো-রুম।

জানা গেছে, ২০১৩ সালে চট্টগ্রাম মহানগরীতে প্রথম জ্যান্ত মাছ বিক্রয়কেন্দ্র চালু হয় আন্দরকিল্লায়। অতঃপর এরূপ শো-রুম আরো কয়েকটি গড়ে উঠেছে। পরিপুষ্ট তাযা মাছ ভেদে দাম প্রতি কেজি ১৮০ থেকে ৫৫০ টাকা পর্যন্ত। মানুষ এখন এদিকেই ঝুকছে।

সরকারী চাকরীতে কোটা পদ্ধতি বাতিল

সরকারী চাকুরীর বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'সরকারী চাকুরীতে কোন কোটা থাকবে না, শতভাগ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। 'বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ'-এর ব্যানারে সাধারণ ছাত্রদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে গত ১১ই এপ্রিল বুধবার তিনি এ ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের সন্তানদের সুবিধা দেবার জন্য ১৯৭২ সালে প্রথম এ কোটা ব্যবস্থা চালু হয়। যা বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনীদের জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে। পরবর্তীতে দেশের অনগ্রসর মানুষদের সুবিধা দেবার জন্য কোটার পরিধি বৃদ্ধি করা হয়।

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সূত্র মতে, প্রথম শ্রেণীর সরকারী চাকুরীতে মোট পাঁচটা ক্যাটাগরিতে কোটার ব্যবস্থা রয়েছে। যথা মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০%, যেলা কোটা ১০%, নারী কোটা ১০%, উপজাতি কোটা ৫%, প্রতিবন্ধী কোটা ১%। অর্থাৎ কোটা ব্যতীত ৪৬% চাকুরী সাধারণ নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য হয়।

বিদেশ

দাঙ্গা থেকে বাঁচিয়ে বিশ্বনন্দিত হ'লেন পুত্রহারা ইমাম

একজন প্রকৃত মুসলিম চরম বিপদ ও কষ্টের মাঝেও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারেন সেটাই প্রমাণ করলেন পশ্চিমবঙ্গে কট্টরপন্থী হিন্দুদের নির্মম নির্যাতনে পুত্রহারা পিতা ইমদাদুল রাশীদী। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে গত ২৫শে মার্চ রবিবার রামনবমীর শোভাযাত্রার সময় তার কিশোর ছেলে সিবতুল্লাহ রাশীদীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদীরা। হত্যার সময় ১৬ বছরের কিশোরের বুক চিরে কলিজা বের করে টুকরো টুকরো করে কাটে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির দাঙ্গাবাজরা।

নিজ এলাকার মসজিদের জনপ্রিয় এই ইমাম নিজের কিশোর সন্তানকে হারানোর পরও সবাইকে শান্ত রাখার যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, তা শুধু দেশের মধ্যে নয় বরং বিশ্বব্যাপী নাড়া দিয়েছে। নির্মম এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ লাখো মানুষ ছেলেটির জানাযায় উপস্থিত হয়। পরিস্থিতি অনুধাবন করে জানাযা পড়ানোর আগ মুহূর্তে পিতা ইমদাদুল রাশীদী উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'গত ৩০ বছর ধরে আমি আপনাদের ইমামের দায়িত্ব পালন করছি। ...আমার ছেলে চলে গেছে। আমি চাই না আর কোন পরিবার তাদের সন্তানকে হারাক। আমি চাই না আর কোন ঘরে আগুন জ্বলুক। আল্লাহ আমার সন্তানের যতদিন আয়ু রেখেছিলেন, ততদিন সে বেঁচেছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তার মৃত্যু হয়েছে। তাকে যারা হত্যা করেছে, ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু আমার সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার আপনাদের কারো নেই। ... অতএব যদি আপনারা শান্তি বজায় রাখতে না পারেন, তাহ'লে আমি আর এই মসজিদে থাকবো না। চিরতরে আসানসোল ছেড়ে চলে যাব।

ইমাম ছাহেবের এই আকুতিভরা বক্তব্য শ্রবণে উপস্থিত জনতার ক্ষোভের আগুন নিমেষেই নিভে যায়। সবাই নীরবে ফিরে যায়। ফলে আসানসোল বেঁচে যায় আরেকটি সাম্প্রদায়িক সংঘাত থেকে।

জানাযায় উপস্থিত স্থানীয় কাউন্সিলর নাসীম আনছারী বলেন, সন্তানহারা এক পিতার কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এমনটি আমরা আশাই করিনি। এটি শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়, পুরো ভারতের জন্যই একটা দৃষ্টান্ত। নিহতের লাশ পাওয়ার পর যুবকরা ক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু তার বক্তব্যের সময় কাঁদছিল না এমন একটি লোকও সেখানে ছিল না। আমি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। তিনি যদি শান্তির জন্য অনুরোধ না করতেন তাহ'লে আসানসোলে আগুন জ্বলতো। আর তা যে ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়তো না আমি নিশ্চিত করে তা বলতে পারছি না।

আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র বলেন, আমরা ইমাম ছাহেবকে নিয়ে গর্বিত। নিজের সন্তান এভাবে হারিয়েও তিনি শান্তি বজায় রাখতে মানুষের কাছে অনুরোধ করেছেন।

ভারতের আসামের বিজেপি বিধায়কের মন্তব্য

স্বাধীনতার পরই বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল

১৯৭১ সালে রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ভারতের জন্য একটি বড় ভুল আখ্যা দিয়েছেন ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি নেতা শিলাদিত্য দেব। আসামের হোজাই যেলার এই বিধায়ক মনে করেন, স্বাধীনতার পরই দেশটিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই বিতর্কিত মন্তব্য করেন।

আসামের এই বিধায়ক বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে সৃষ্ট নতুন বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত না করে ইন্দিরা গান্ধী ও তার কংগ্রেস সরকার বড় ধরনের ভুল করেছে। আসলে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ই ছিল একটা বড় ভুল। কিন্তু বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গীভূত করার মধ্য দিয়ে এই ভুল শোধরানো সম্ভব ছিল। তিনি দাবী করেন, বাংলাদেশের অভ্যুদয় না ঘটলে আসামের জনবিন্যাসে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হ'ত না।

Contents

মুসলিম জাহান

আসাম কি পরবর্তী রাখাইন হ'তে যাচ্ছে?

১৯৭১ সালের আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে গেছে অথচ তার পক্ষে কোন তথ্য-প্রমাণ হাযির করতে পারেনি- এমন প্রায় ৫০ লাখ লোককে বিতাড়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে আসাম সরকার। স্বাভাবিকভাবেই অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, আসাম কি পরবর্তী রাখাইন হ'তে যাচ্ছে?

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব লোক ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেনের (এনআরসি) কাছে তাদের যথাযথ তথ্য-প্রমাণ হাযির করতে পারেনি তাদের ব্যাপারে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে আসাম কর্তৃপক্ষ।

ভারতের এ রাজ্য সরকার বলছে, কারা বাংলাদেশ থেকে আসামে এসেছে তাদের শনাক্ত ও বিতাড়নের জন্য এই নাগরিক শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।

তবে সমালোচকরা আসাম সরকারের এই উদ্যোগের নিন্দা জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, এর ফলে আসামের মুসলিম নাগরিক ও বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত দীর্ঘদিনের শরণার্থীরা রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়বে, যা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রতি মিয়ানমার সরকারের আচরণের শামিল। লেখক সঞ্জয় হাজারিকা বলেন, সম্ভাব্য যেকোন ধরনের বিতাড়নের বিরোধী তিনি। এই ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট, সংকীর্ণ মানসিকতা এবং বৈষম্য সৃষ্টিকারী দলগুলো আসামের সামাজিক বন্ধনকে নস্যাৎ করে দিবে। যার রক্ত গত কয়েক দশক ধরেই ঝরছে। শুধু বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিকে 'বাংলাদেশী' আখ্যা দেওয়ার বিপদ যে কতটা ভয়ংকর হ'তে পারে তা এক কথায় বলে শেষ করা যাবে না।

প্রসঙ্গত, আসামে ৩ কোটি ২০ লাখের বেশী লোক বাস করে, যার তিন ভাগের এক ভাগই মুসলিম। ভারতের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপি ২০১৬ সালের নির্বাচনে আসামের ক্ষমতায় এসে এনআরসির তালিকায় নেই এমন লোকদের আসাম থেকে বিতাড়নের অঙ্গীকার করে। আসামের অর্থ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্প্রতি বলেছেন, 'এনআরসির তালিকায় যাদের নাম নেই, তাদের অবশ্যই বিতাড়ন করা হবে'। কিন্তু কোথায় তাদের বিতাড়ন করা হবে সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি। তিনি বলেন, প্রাথমিক তালিকা প্রকাশের আগে সরকার আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ৪০ হাযারের বেশী সদস্য মোতায়েন করবে। তবে স্থানীয় রাজনীতিকরা বলছেন, তথ্য-প্রমাণ নেই এমন সব অভিবাসীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বেশ কিছু হিন্দু ও মুসলমান ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দীর্ঘদিন থেকেই বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের এই রাজ্যে অভিবাসনবিরোধী মনোভাব তীব্র হয়েছে। ১৯৮৫ সালে অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভকারীদের দাবীতে একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। যেখানে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৪শে মার্চের পর যারা ঐ রাজ্যে প্রবেশ করেছে তারা বিদেশী হিসাবে গণ্য হবে।

এদিকে বিষয়টি তত্ত্বাবধান করছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে আসাম সরকারকে নির্দেশও দিয়েছে এ আদালত। অন্যদিকে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুযযামান খান কামাল বলেছেন, আসাম থেকে কাউকে বাংলাদেশে বিতাড়নের কোন তথ্য তার জানা নেই।

[বিতাড়নের আগেই ব্যবস্থা নিন। পরে ঠেকাতে পারবেন না। যেমন মিয়ানমারকে ঠেকাতে পারেননি।]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মহাকাশে বিলাসবহুল হোটেল

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে পারলে এক দিনে মাত্র একবারই সূর্যোদয় দেখা সম্ভব। কিন্তু এবার এক দিনে ১৬ বার সূর্যোদয় দেখা যাবে। তবে এই সৌভাগ্য লাভ করতে হ'লে পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে মহাকাশে। মহাকাশ থেকে পৃথিবীর নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগটি তৈরী করতে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'অরিয়ন স্প্যান'। তবে এর জন্য মহাকাশে ১২ দিন থাকতে হবে এবং এজন্য গুনতে হবে প্রায় ৮০ কোটি টাকা। পৃথিবীর নিকটবর্তী মহাকাশে বিলাসবহুল হোটেল উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে প্রতিষ্ঠানটি। উৎক্ষেপণের পর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দুইশ' মাইল উপরে অবস্থান করবে অরোরা স্টেশন।

প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদের প্রত্যাশা, ২০২২ সালেই হোটেলটি মহাকাশে পাঠাতে সক্ষম হবেন তারা। ইতিমধ্যেই ভ্রমণে ইচ্ছুকদের জন্য হোটেল বুকিং দেওয়ার সুযোগও চালু হয়ে গেছে।

অরিয়ন স্প্যানের প্রধান নির্বাহী বলেন, এ উদ্যোগ সফল হ'লে মহাকাশে বিলাসবহুল হোটেল উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে এটি-ই হবে প্রথম ঘটনা।

এক দিনে ১৬ বার সূর্যোদয় দেখার রহস্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, হোটেলটি প্রতি ৯০ মিনিটে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। এর ফলে ২৪ ঘণ্টায় ১৬ বার সূর্যোদয় দেখার দারুণ এক অভিজ্ঞতা লাভ করবেন অতিথিরা।

বজ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করলেন বগুড়ার আমীর

বগুড়ার সুপরিচিত উদ্ভাবক যন্ত্রবিজ্ঞানী আমীর হোসাইনের নতুন উদ্ভাবন 'বজ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন'। তার উদ্ভাবিত এ প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করে বিদেশেও রফতানী করা সম্ভব হবে বলে তিনি দাবী করেছেন। এপদ্ধতিতে শতভাগ সাফল্য আসবে দাবী করে তিনি বলেন, এ প্রযুক্তিকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে আনতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, যা তার একার পক্ষে জোগান দেয়া সম্ভব নয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা পেলে মানব জাতি ও দেশের জন্য তিনি সুফল বয়ে আনতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তার গবেষণা মতে, সারা দেশে বিশেষ কিছু জায়গায় ভৌগোলিক অবস্থান ঠিক করে ২৫০ থেকে ৩০০ ফুট উঁচু এবং বিশেষ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ধাতু দিয়ে নির্মিত টাওয়ার বসাতে হবে। অতঃপর বজ্রপাতের উৎস শুরু হওয়ার মুহূর্তে সুউচ্চ টাওয়ারের মাধ্যমে সুপারহাই ফ্রিকোয়েন্সি মাইক্রোওয়েভ চুম্বক তরঙ্গের মাধ্যমে বজ্রপাত থেকে উৎপন্ন বিপুল পরিমাণ তড়িৎ শক্তিকে আধুনিক প্রযুক্তিতে ধারণ করে জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করার পরেও সারা বিশ্বে বিদ্যুৎ রফতানি করা সম্ভব হবে।

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে আমীরে জামা'আতের সফর

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ১৫ই মার্চ সকালের ফ্লাইটে রাজশাহী থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছার পর কক্সবাজারের ফ্লাইট দেরী থাকায় সংগঠনের প্রবীণ কর্মী জনাব রফীকুল ইসলামের দাওয়াতে বিমানবন্দর এলাকায় তার বাসাতে যান ও সেখানে দুপুরের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং যোহর ও আছর ছালাত জামা-কছর করে পুনরায় বিমান বন্দরে চলে আসেন। অতঃপর বিকাল ৩-টার ফ্লাইটে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন ও বিকাল ৪-টায় সেখানে পৌঁছেন। এ সময় কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুদাঊদ চৌধুরী ও প্রবীণ আলেম মাওলানা আলী আহমাদ তাঁকে স্বাগত জানান। অতঃপর হোটেল লাইট হাউজে বিশ্রাম নেওয়ার পর কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের লাবণী পয়েন্টে অবস্থিত 'লাযীয বিস্ত্রো' হোটেলের মালিক মমতাযুদ্দীন-এর আমন্ত্রণে সেখানে গমন করেন। সেখানে কনফারেন্স হলে আমীরে জামা'আত সহ অন্যেরা মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও কছর আদায় করেন এবং হালকা নাশতা করেন। অতঃপর সেখান থেকে শহরের বাজার ঘাটায় অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

সুধী সমাবেশ ॥ কক্সবাজার

সুন্দর আকাংখাই যথেষ্ট নয়, সমাজসংস্কারের লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধ হউন!

-আমীরে জামা'আত

কক্সবাজার ১৫ই মার্চ, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব কক্সবাজার যেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত পাহাড়তলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত সুধী সমাবেশ প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব আবূদাঊদ চৌধুরীর বাড়ীর প্রশস্ত হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ গড়ে তোলার জন্য আসুন সকলে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাই।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, পাহাড়তলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব ও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা নাজমুল। সমাবেশে যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল, কর্মী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে জুম'আর খুৎবা :

পরদিন ১৬ই মার্চ শুক্রবার সকাল ৬-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত মাইক্রোযোগে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ সময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমান ও ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম মহানগরীর উত্তর পতেঙ্গা স্টীল মিল বাজার সংলগ্ন হোসেন আহমদ পাড়ায় (রহম আলী সওদাগর গলি) গেটের বিপরীতে মুন বেকারীর গলিতে অবস্থিত বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন যেলার 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কর্মীদের অনেকেই চট্টগ্রাম পৌঁছে উক্ত মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করেন এবং অনেকে যানজটের কারণে জুম'আর পরে পৌঁছেন। চারতলা বিশিষ্ট জামে মসজিদের পুরোটাই সফরকারী ও মুছল্লীতে ঠাসা ছিল। ছালাতের পর মসজিদের নীচতলায় চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর ব্যবস্থাপনায় সফরে আগত মেহমানদের আতিথেয়তা প্রদান করা হয়।

সুধী সমাবেশ ॥ চট্টগ্রাম

ইসলামই জাতির মুক্তির একমাত্র পথ

-আমীরে জামা'আত

চট্টগ্রাম ১৬ই মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলা উদ্যোগে শহরের জিইসি মোড়ে বিএমএ ভবনের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত দ্বীন। আখেরী যামানার মানুষদের এখানেই মাথানত করতে হবে। সকল বিজ্ঞানের উৎস কুরআন ও হাদীছ। অতএব এখানে গবেষণা নিয়োজিত করতে পারলে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মানুষকে সেপথেই আহ্বান জানায়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুরুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, বায়তুর রহমান জামে মসজিদের খতীব রায়হান মাদানী ও স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা 'আল-'আওন'-এর সভাপতি ডাঃ আব্দুল মতীন প্রমুখ। সমাবেশে ইঞ্জিনিয়ার আছিফুল ইসলাম (পাহাড়তলী)-কে সভাপতি ও শহীদুল ইসলাম রিপন (কর্ণেলহাট)-কে সেক্রেটারী করে 'আল-আওন'-এর চট্টগ্রাম যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ

ত্রিমোহনী, ঢাকা ৩০শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার খিলগাঁও থানাধীন হাজী রুস্তম আলী মাষ্টার জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে ত্রিমোহনী-নাছিরাবাদ এলাকা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-

Contents

সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মাঈনুল কবীরকে সভাপতি ও আফযাল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ত্রিমোহনী-নাছিরাবাদ এলাকা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর আযাদ (সবুজ)।

হাড়িয়ারকুঠি, তারাগঞ্জ, রংপুর ৩০শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তারাগঞ্জ থানাধীন হাড়িয়ারকুঠি 'সোনামণি মাদরাসা'র উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও আল-'আওনের প্রচার সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুকছেদুর রহমান ও যুববিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর মণ্ডল। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন।

এলাকা সম্মেলন

জাহানাবাদ, মোহনপুর, রাজশাহী, ২রা এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন জাহানাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জাহানাবাদ সাংগঠনিক এলাকার উদ্যোগে এক এলাকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান, বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম ও অত্র এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

বাবুখালী, মুহাম্মাদপুর, মাগুরা ৮ই মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মুহাম্মাদপুর থানাধীন বাবুখালী আহলেহাদীছ মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বানিয়াবহু কাওড়া আলিম মাদরাসার সহকারী অধ্যাপক মাওলানা ওয়াহীদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে মাওলানা ওয়াহীদুয্যামানকে আহ্বায়ক ও মাওলানা নূরুয্যামানকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে মাগুরা যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

পানিপাড়া, নড়াগাতী, নড়াইল ৯ই মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার নড়াগাতী থানাধীন পানিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পানিপাড়া শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার সরওয়ার জানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহকে আহ্বায়ক ও মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম চাঁন মিয়াকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে নড়াইল যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

গোবরা, গোপালগঞ্জ ১০ই মার্চ শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন গোবরা চৌধুরী বাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা ও পরামর্শ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ শাজাহান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক মাওলানা ফরহাদ হোসাইন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইবরাহীম সিকদার, উদয়পুর মোল্লাহাট সালাফিয়া মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা ইদ্রীস আলী, বলাকইড় উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাওলানা মনযূর আহমাদ, মোল্লাহাট এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয দাঊদুয্যামান ও অত্র মসজিদের ইমাম ক্বারী আবু বকর ছিদ্দীক্ব প্রমুখ। সভায় উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে মাওলানা ফরহাদ হোসাইনকে আহ্বায়ক ও ক্বারী আবু বকর ছিদ্দীককে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে গোপালগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

ঘাঘরকান্দা, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ১১ই মার্চ রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন ঘাঘরকান্দা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি ফারূক সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

একই দিন বাদ মাগরিব যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন বহলতলীর ঐতিহ্যবাহী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুরব্বী ইয়াকূব সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র মসজিদের ইমাম হাফেয লায়েকুয্যামান ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইবরাহীম সিকদার।

আংগারিয়া, শরীয়তপুর ১২ই মার্চ সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন আংগারিয়া গ্রামে মুহাম্মাদ সাঈদ তালুকদারের বাসভবনে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে মুহাম্মাদ আব্দুল কাইউমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ সাঈদ তালুকদারকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা কমিটি পুর্নগঠন করা হয়।

শেখর, বোয়ালমারী, ফরিদপুর ১৩ই মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বোয়ালমারী থানাধীন শেখর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সুধী মাষ্টার যহূরুল হক সরদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোল্লাহাট উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব।

Contents

যুবসংঘ

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

মুসলিমপাড়া, রংপুর ৩০শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের মুসলিমপাড়াস্থ শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও আল-'আওনের প্রচার সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুন নূর, সাংগঠনিক সম্পাদক হাবীবুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুতীউর রহমান ও কুয়েত প্রবাসী ইয়াকূব আলী প্রমুখ।

মহিলা সমাবেশ

বংশাল, ঢাকা ৬ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর রাজধানীর বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ।

মারকায সংবাদ

জেডিসি পরীক্ষায় মারকাযের ছাত্রের বৃত্তি লাভ : বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৭ সালে ৮ম শ্রেণীর জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ১ জন ছাত্র 'সাধারণ গ্রেডে' বৃত্তি পেয়েছে। তার নাম মাহমূদুল হাসান (রাজশাহী)।

ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মারকাযের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি লাভ : বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৭ সালে ৫ম শ্রেণীর ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ২ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রী 'ট্যালেন্টপুলে' এবং ৯ জন ছাত্র ও ৭ জন ছাত্রী 'সাধারণ গ্রেডে' বৃত্তি পেয়েছে। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্তরা হ'ল রামাযান আলী (রাজশাহী), যিয়া যাকারিয়া (রাজশাহী), রিভা খাতুন (বগুড়া)।

প্রবাসী সংবাদ

আত-তাহরীক পাঠক ফোরামের উদ্যোগে পারিবারিক সমাবেশ

রিয়াদ, সঊদী আরব ২৩শে মার্চ শুক্রবার : মাসিক আত-তাহরীক-এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে অদ্য বাদ মাগরিব রিয়াদের বধিয়া এলাকা সংলগ্ন 'লায়ল আল-নাজদ' কমিউনিটি সেন্টারে এক পারিবারিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'পাঠক ফোরাম' সঊদী আরব শাখার সভাপতি জনাব মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন 'পাঠক ফোরামে'র প্রধান উপদেষ্টা ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই। সমাবেশে উপস্থিত 'সোনামণি'দের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান চর্চার কুইজ প্রতিযোগিতা, যুবকদের মধ্যে 'ইলম অর্জনের গুরুত্ব' বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং মহিলাদের মধ্যে 'ইসলামী জ্ঞান' বিষয়ে লিখিত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় সোনামণিদের মধ্যে বিজয়ী হয়েছে যথাক্রমে (১ম) সাইফুল ইসলাম, (২য়) ছালেহ মাহমূদ ও (৩য়) ইউসুফ। যুবকদের মধ্যে যথাক্রমে (১ম) ফারহান, (২য়) সা'দাত ও (৩য়) তামীম এবং মহিলাদের মধ্যে হয়েছে (১) ছাফী মিল্লাত, (২য়) নাজমা ও (৩য়) হয়েছে রাযিয়া। বিচারক ছিলেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সভাপতি মুশফিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত সমাবেশে রিয়াদের বিভিন্ন শাখা থেকে ৫০টি পরিবারের শতাধিক লোকের সমাগম ঘটে। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ইউসুফ বিন মুশফিকুর রহমান। সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখার দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ এমরান বিন সাঈদ মোল্লা।

কর্মী সমাবেশ

রিয়াদ, সঊদী আরব ১৬ই মার্চ শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় বদীয়া এলাকার স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার উদ্যোগে রিয়াদের সকল শাখা দায়িত্বশীল, কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সভাপতি মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জালালুদ্দীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক রহমতুল্লাহ, সানাইয়া দায়েরী শাখা, রিয়াদ এর সভাপতি শহীদুল ইসলাম, সানাইয়া ক্বাদীমা শাখার সভাপতি ফেরদৌস প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক খন্দকার ফরহাদ হোসাইন, প্রচার সম্পাদক সোহরাব হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাযী রিয়াযুল ইসলাম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮-তে যোগদান শেষে রিয়াদ ফিরে উক্ত সমাবেশে উপস্থিত দায়িত্বশীল ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাবলীগী ইজতেমার স্মৃতিচারণ মূলক বক্তব্য দিতে গিয়ে জনাব আব্দুল হাই আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বর্তমান ইজতেমার বিশালতা ও সফলতা এবং প্রারম্ভিক ইজতেমা সমূহের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি ২০১৮ সালের তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন দিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন। তিনি এ সময়ে কর্মীদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সালাম পৌঁছে দেন। তার স্মৃতিচারণ মূলক বক্তব্য উপস্থিত কর্মীগণ অশ্রুসজল নয়নে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর সাথে আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন সঊদী আরব শাখার দফতর সম্পাদক এমরান বিন সাঈদ মোল্লা।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার চিরিরবন্দর উপযেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব রফীকুল ইসলাম (৫০) গত ১৭ই জানুয়ারী'১৮ রবিবার ভোর পৌনে ৫-টায় ঢাকার হার্ট ফাউণ্ডেশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। পরদিন বাদ যোহর চিরিরবন্দর উপযেলার দক্ষিণ পলাশবাড়ী কবরস্থান সংলগ্ন মাঠে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন পলাশবাড়ী জামে মসজিদের ইমাম আব্দুল আউয়াল। অতঃপর উক্ত কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আকবর আলী, সাধারণ সম্পাদক মুমিনুল ইসলাম সহ যেলা 'আন্দোলন' ও

'যুবসংঘ'-এর নেতা-কর্মী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার চারঘাট থানাধীন ভাটপাড়া এলাকার সাবেক সভাপতি এবং তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত ভাটপাড়া মসজিদের আমৃত্যু ইমাম মাওলানা আনোয়ারুল ইসলাম (৫৫) গত ২২শে মার্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভাটপাড়া গ্রামের নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে যান। পরদিন শুক্রবার সকাল ৯-টায় ভাটপাড়া মাদরাসা ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার বড় ভাই আহসানুল্লাহ। অতঃপর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলী, সহ-সভাপতি আইয়ুব আলী সরকার ও এলাকা সভাপতি আব্দুল মতীন সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্রমুখ।

(৩) রাজশাহী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সুধী প্রফেসর আব্দুর রাযযাক (৭৪) গত ১১ই এপ্রিল বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ২-টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মহানগরীর হড়গ্রামস্থ নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন বৃহস্পতিবার দুপুর ২-টায় হড়গ্রাম গোরস্থান সংলগ্ন ঈদগাহ ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অতঃপর তাকে উক্ত গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, রাজশাহী সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি নাযিমুদ্দীন, উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, মাদরাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিইয়া, রাণীবাজার, রাজশাহীর প্রিন্সিপাল মাওলানা সাঈদুর রহমান এবং যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ। উল্লেখ্য, তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স পাস করার পর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ কলেজে তার কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর রাজশাহী কলেজে দীর্ঘ ২০ বছর শিক্ষকতা করেন এবং রাজশাহী সরকারী মহিলা কলেজ থেকে ২০০২ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

[আমরা তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

চলে গেলেন মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দের সাবেক সেক্রেটারী আব্দুল ওয়াহ্হাব খালজী

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দের সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব খালজী (৬৩) দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর গত ১৩ই এপ্রিল'১৮ শুক্রবার বিকাল ৪-টার দিকে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি প্যারালাইসিসে এবং বছরখানেক আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সর্বশেষ ব্রেইন স্ট্রোকের পর তিনি দিল্লীর গুরুগাঁ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। পতৌদি হাউসে তাঁর প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন মাওলানা ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদ। ১৪ই এপ্রিল সকাল ৮-টায় শীদীপুরায় তাঁর দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন মরহূম-এর পুত্র মুহাম্মাদ খালজী। অতঃপর দিল্লীর শীদীপুরা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব খালজী ১৯৫৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী পাঞ্জাবের মালেরকোটলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জামে'আ রহমানিয়া, বেনারস এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। মদীনা থেকে ফারেগ হওয়ার পর ১৯৮৪ সালে তিনি মারকাযী জমঈয়তের সহ-সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সালে সেক্রেটারী জেনারেলের স্থলাভিষিক্ত হন এবং ১৯৯০ সালের ২৭শে মে সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। তখন আমীর ছিলেন মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী। ২০০১ সালের ১৩ই অক্টোবর পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সেক্রেটারী থাকার সময় 'হুরমতে হারামাইন শরীফাইন কনভেনশন' নামে এক জাঁকজমকপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর সময় থেকেই সমগ্র ভারতে কুরআন ও হাদীছ মুখস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। যা অদ্যাবধি জারী আছে। তিনি ১৮ বছর যাবৎ জমঈয়তের মুখপত্র 'তারজুমান' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এ সময় পত্রিকাটিকে সাপ্তাহিক করার পাশাপাশি হিন্দী ভাষায় 'ইছলাহে সমাজ' নামে তিনি একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। যা অনিয়মিতভাবে এখনও প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি মালেরকোটলায় মা'হাদুল ইমাম ছানাউল্লাহ অমৃতসরী প্রতিষ্ঠা করেন। রাবেতায়ে আলামে ইসলামী, কোর্ট মেম্বার অব আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারসের পরিচালনা পরিষদ, বিশ্ব মুসলিম কাউন্সিল লন্ডন, ইসলামী এশিয়ান কাউন্সিল শ্রীলংকা, মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর সদস্য এবং অল ইণ্ডিয়া মুসলিম মজলিসে মুশাওয়ারাত-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি অনেক দিন যাবৎ অল ইণ্ডিয়া মিল্লী কাউন্সিলের সহ-সেক্রেটারীও ছিলেন। 'আদ-দারুল ইলমিইয়াহ' নামে তাঁর নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশিত হয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে তিনি সক্রিয় ছিলেন। বিশ্ব পরিমণ্ডলে জমঈয়তের পরিচিতি বৃদ্ধিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তাঁর মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জানিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আমি তাকে একজন উদ্যমী ও কর্মঠ হিসাবে দেখেছি। ১৯৯৭ সালে নওদাপাড়া তাবলীগী ইজতেমায় তার নিরহংকার আচরণ আমাদেরকে মুগ্ধ করে। দু'দিন ব্যাপী ইজতেমার এক পর্যায়ে শহরের হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনি ও আব্দুল্লাহ মাদানী (নেপাল) নওদাপাড়া মারকাযে আসেন এবং বর্তমান দারুল ইমারতে পূর্ব পার্শ্বে ৩২টি গরু যবহের পর গোশত কুটা-বাছার কাজে আমাকে না জানিয়ে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর কর্মীদের নিজ হাতে খাদ্য বণ্টন করেন ও তাদের পাশে বসে খাওয়া-দাওয়া করেন। আমি যেয়ে মৃদু ধমক দিলে উনি বললেন, বড় ভাই আমাকে খিদমতের সুযোগ দিন, সবাই কাজ করছে নেকীর জন্য, আমি কি নেকী কামাই করব না? তিনি বললেন, জীবনে বড় বড় সেমিনারে গিয়েছি। কিন্তু এমন সরলতাপূর্ণ পরিবেশ আমি কোথাও দেখিনি। অতঃপর পশ্চিম পার্শ্বের তৃতীয় তলায় 'যুবসংঘ' অফিসে গিয়ে গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি, পরিচিতি, সদস্য ফরম ইত্যাদি নিয়ে খুশীতে উনি বললেন, আমি ফিরে গিয়ে এভাবেই ভারতে সংগঠন গড়ে তুলব। তিনি তখন ছিলেন মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল। তাঁর এই আবেগ সেদিন আমাদের মুগ্ধ করেছিল। আল্লাহ তাঁর সকল গোনাহ-খাতা মাফ করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করুন-আমীন!

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : সিজোফ্রেনিয়া রোগের কারণে স্বামী মাঝে মাঝে চরম রাগান্বিত হয়ে আমাকে তালাক তালাক বলে। এগুলি তালাক হিসাবে গণ্য হবে কি?

-আমীনা
কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

উত্তর : এগুলি তালাক হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা সিজোফ্রেনিয়া একটি মানসিক ব্যাধি, যার ফলে ব্যক্তির চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার, অনুভূতি প্রকাশ ইত্যাদির মধ্যে নানা অসঙ্গতি দেখা যায়। ফলে তার থেকে অবাস্তব চিন্তাধারা, অদ্ভুত কার্যকলাপ, অসংলগ্ন কথাবার্তা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। অতএব এরূপ ব্যক্তির রাগান্বিত অবস্থায় প্রদত্ত তালাক ধর্তব্য হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'রাগের অবস্থায় কোন তালাক হয় না' *(আবুদাঊদ হা/২১৯৩; মিশকাত হা/৩২৮৫)*। ইমাম আবু দাঊদ (রহঃ) বলেন, 'ইগলাক্ব' গালাক্ব ধাতু হ'তে ব্যুৎপণ্ন। যার অর্থ বন্ধ হওয়া। ক্রোধান্ধ, পাগল ও যবরদস্তির অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি লোপ পায়। তাই এ অবস্থাকে 'ইগলাক্ব' বলা হয় *(ঐ, হাশিয়া ২/৪১৩ পৃঃ)*। তিনি আরো বলেন, 'তিন ব্যক্তি হ'তে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। (১) পাগল যতক্ষণ না সে সুস্থ হয় ... *(আবুদাঊদ হা/৪৪০১; মিশকাত হা/৩২৮৭)*। আলী (রাঃ) বলেন, পাগল ব্যক্তির তালাক ব্যতীত সকল তালাকই জায়েয *(বুখারী তা'লীক, 'তালাক' অধ্যায়, 'ইগলাক্ব অবস্থায় তালাক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২/২৮২) : নফল ছিয়াম কারণবশতঃ ভেঙ্গে ফেললে পরে ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব কি?

-ফেরদৌসী
নযরপুর, নরসিংদী।

উত্তর : নফল ছিয়াম কারণবশতঃ ছেড়ে দিলে তার ক্বাযা আদায় করা মুস্তাহাব। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খানা প্রস্তুত করলাম। অতঃপর তিনি এবং তাঁর ছাহাবীগণ আসলেন। যখন খানা পেশ করলাম তখন তাদের মধ্য হ'তে একজন ছাহাবী বললেন, আমি ছায়েম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের ভাই পরিশ্রম করে খাবার প্রস্তুত করেছে এবং দাওয়াত দিয়েছে। অতএব তুমি ছিয়াম ছেড়ে দাও এবং চাইলে তার স্থানে অন্যদিনে ক্বাযা আদায় করে নিয়ো' *(বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৯৫২, সনদ হাসান)*। একদিন রাসূল (ছাঃ) একটি পাত্র থেকে কিছু পান করে বাকী অংশ উম্মে হানীকে দিলেন। অতঃপর তিনি তা থেকে পান করে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো পান করলাম, কিন্তু আমি যে ছায়েম ছিলাম! রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার কোন ক্ষতি নেই, যদি তা নফল ছিয়াম হয় *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৭৯; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৫৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বললেন, নফল ছায়েম নিজের উপর 'আমীর' অর্থাৎ কর্তৃত্বশীল। চাইলে রাখতে পারে, চাইলে ভাঙতে পারে' *(হাকেম, ছহীহুল জামে' হা/৩৮৫৪)*। উল্লেখ্য, নফল ছিয়াম ভেঙ্গে ফেললে ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/২৪৫৭; যঈফাহ হা/৫২০২)*।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : জনৈক আলেম বলেন, বুখারীতে জোরে আমীন বলার কোন হাদীছ নেই। বক্তব্যটি কতটুকু সঠিক?

-ছফিউল্লাহ, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) 'ইমাম ও মুক্তাদীর জোরে আমীন বলা' শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেছেন *(বুখারী ৩/৩১৯)*। 'ইমামের সশব্দে আমীন বলা' অনুচ্ছেদে ইমাম বুখারী বলেন, আতা' (রহঃ) বলেন, আমীন হ'ল দো'আ। তিনি আরো বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) ও তাঁর পিছনের মুছল্লীগণ এমনভাবে আমীন বলতেন যে, মসজিদে গুঞ্জরিত হ'ত। ...নাফে' (রহঃ) বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) কখনই আমীন বলা ছাড়তেন না এবং তিনি তাদের (আমীন বলার জন্য) উৎসাহিত করতেন।... *(বুখারী ৩/৩১৫)*। অতঃপর ইমাম বুখারী উক্ত অনুচ্ছেদে একটি হাদীছ এনেছেন, যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইমাম যখন আমীন বলেন, তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন ও ফেরেশতাদের আমীন এক হয়ে যায়, তার পূর্বের গুনাহ্সমূহ মাফ করে দেওয়া হয় *(বুখারী হা/৭৮০; মিশকাত হা/৮২৫)*। ইমাম আমীন বললে মুক্তাদী আমীন বলবে' বাক্যটি প্রমাণ করে ইমামের জোরে আমীন বলা শুনে মুক্তাদীগণ আমীন বলবে *(হাশিয়াতুস সিন্ধী 'আলা ছহীহিল বুখারী ১/১৩৫)*।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : রাসূল (ছাঃ) তিনটি খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। তিনি আগুনে পোড়ানো কোন খাবার দ্বারা ইফতার করতেন না। কথাটির সত্যতা আছে কি?

-শামসুদ্দীন, ইসলামপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফাহ হা/৯৯৬; যঈফুল জামে' হা/৪৫৪০)*। তবে রাসূল (ছাঃ) মূলতঃ খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। খেজুর না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করতেন *(আবুদাঊদ হা/২৩৫৬; মিশকাত হা/১৯৯১; ছহীহাহ হা/২৮৪০)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : ইমাম বা মসজিদ কমিটির সাথে দ্বন্দ্ব থাকায় নিজ মহল্লার মসজিদ ছেড়ে অপর মহল্লার মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত কারণে মসজিদ ত্যাগ করা যাবে না। মাঝে-

মধ্যে হ'লেও উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করতে হবে যাতে ধীরে ধীরে মনোমালিন্য কমে আসে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে, দু'জনে সাক্ষাৎ হ'লেও একজন এদিকে আর অপর জন সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম সালামের সূচনা করবে, সেই উত্তম ব্যক্তি' *(বুখারী হা/৬০৭৭; মিশকাত হা/৫০২৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি তিন দিনের উর্ধ্বে কথাবার্তা বন্ধ রাখবে এবং সেই অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(আবুদাউদ হা/৪৯১৪; মিশকাত হা/৫০৩৫)*।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : ছালাতরত অবস্থায় পোষা মুরগী বা বিড়াল জায়নামাযের উপর চলাফেরা করলে ছালাত ছেড়ে দিতে হবে কি?

-আবু আমাতুল্লাহ
মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।

উত্তর : মুরগী-বিড়াল বা এজাতীয় প্রাণী মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে ছালাত বিনষ্ট হবে না। তবে সর্বদা চেষ্টায় থাকতে হবে যাতে মুছল্লীর সুৎরার ভিতর দিয়ে কিছু অতিক্রম না করে। আমর ইবনু শু'আয়েব তার দাদার সূত্রে বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) আযাখীর উপত্যকায় অবতরণ করি। ছালাতের সময় উপনীত হ'লে তিনি একটি দেওয়ালের নিকটবর্তী হয়ে তা সুৎরা হিসাবে ধরে ছালাত আদায় করেন। এ সময় একটি শূকর শাবক বা ছাগলের বাচ্চা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যেতে চাইলে তিনি তাকে এমনভাবে বাধা দেন যে, তাঁর পেট দেওয়ালের সাথে লেগে যায়। অতঃপর শাবকটি তাঁর পিছন দিক দিয়ে চলে যায় *(আবুদাউদ হা/৭০৮; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩২৬৩, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : জনৈক বক্তা বলেন, ভাতের পাত্রের মাঝখান থেকে চামচ ঢুকিয়ে ভাত বাড়া যাবে না। বরং যেকোন পাশ থেকে চামচ ঢুকাতে হবে। নইলে বরকত কমে যাবে। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-মুহাম্মাদ শামীম, গাইবান্ধা।

উত্তর : কথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ খাওয়ার সময় যেন পাত্রের মাঝখান থেকে না খায়, বরং তার কিনারা থেকে খাওয়া শুরু করে। কেননা পাত্রের মাঝখানে বরকত নাযিল হয় *(আবুদাউদ হা/৩৭৭২; তিরমিযী হা/১৮০৫)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) একদা ছাহাবীদের উপরাংশ স্পর্শ করে বলেন, বিসমিল্লাহ বলে তার চারপাশ থেকে খাও এবং তার উপরাংশ রেখে দাও। কারণ এই উপরের দিক থেকেই বরকত আসে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৭৬; ছহীহাহ হা/২০৩০)*।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : শিরক থেকে ক্ষমা চাইতে হ'লে সেই শিরকের নাম ধরে ক্ষমা চাইতে হবে কি? যদি তাই হয় তবে পূর্বেকৃত বিবিধ শিরকী কার্যকলাপ থেকে তওবা করার উপায় কি?

-সাবীহা আফরীন
আযীমপুর, ঢাকা।

উত্তর : শিরক থেকে ক্ষমা চাওয়ার সময় শিরকের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। বরং সামগ্রিকভাবে শিরকের গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য তওবা করতে হবে। মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ) বলেন, আমি আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সাথে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, হে আবুবকর! নিশ্চয়ই শিরক পিপীলিকার পদচারণা থেকেও সন্তর্পণে তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। আবুবকর (রাঃ) বলেন, কারো আল্লাহ্র সাথে অপর কিছুকে ইলাহরূপে গণ্য করা ছাড়াও কি শিরক আছে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শিরক পিপীলিকার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম। আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিব না, যা তুমি বললে শিরকের অল্প ও বেশী সবই দূর হয়ে যাবে? অতঃপর তিনি বলেন, তুমি বলো, (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ) 'হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭১৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৩১)*। ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, জানা ও অজানা সকল গুনাহ থেকে নাজাত পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হ'ল আমভাবে তওবা করা। হ'তে পারে জানা অপেক্ষা তার অজানা গুনাহের পরিমাণ অধিক *(মাদারিজুস সালেকীন ১/২৮৩)*।

প্রশ্ন (৯/২৮৯) : অনেকে পিঁপড়ার চলাফেরা ও আচরণ দেখে বৃষ্টি বা বন্যার আশংকা করে। এরূপ ভাবনা কি শিরক হবে?

-যহীর রায়হান, ঢাকা।

উত্তর : এগুলি কুসংস্কার মাত্র। তবে এজন্য শিরকের গুনাহ হবে না।

প্রশ্ন (১০/২৯০) : আপন ভাগ্নী জামাই তথা বোনের মেয়ের স্বামীর সাথে হজ্জে যাওয়া যাবে কি? উল্লেখ্য যে, সাথে বোনের মেয়েও থাকবে।

-হাফেয লুৎফর রহমান, বগুড়া।

উত্তর : মাহরাম ছাড়া কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয নয়। যদি কোন মহিলার সঙ্গে মাহরাম না যায় তাহ'লে তার উপর হজ্জ বা সফর বৈধ নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩, ১৫ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। ভাগ্নী জামাই তার মামী শ্বাশুড়ীর জন্য মাহরাম নয়। অতএব তার সঙ্গে হজ্জে যাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : আমাদের মেডিকেল কলেজে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত ক্লাস থাকায় প্রতিদিন যোহরের ছালাত দেরী করে পড়তে হয়। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-নূরুল ইসলাম, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : নিয়মিতভাবে দেরী করে ছালাত আদায় করা যাবে না। বরং সাধ্যমত যথাসময়ে ছালাত আদায়ের চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে বিশেষ অনুমতি নিয়ে সময়মত ছালাত আদায়ের

চেষ্টা করতে হবে। সুযোগ না পেলে যখন সময় পাবে তখনই ছালাত আদায় করে নিবে *(মুসলিম হা/৬৮৪; মিশকাত হা/৬০৪)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : কোন ব্যক্তি যেনায় লিপ্ত হ'লে তার ৪০ দিনের ইবাদত কবুল হয় না মর্মে বর্ণিত হাদীছের কোন সত্যতা আছে কি?

-আরশাদ আইয়ূব
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন দলীল নেই। বরং যেনাকারী বিবাহিত হ'লে রজম করতে হবে এবং অবিবাহিত হ'লে একশ'টি বেত্রাঘাত করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের প্রত্যেককে তোমরা একশ' বেত্রাঘাত কর' *(নূর ২৪/০২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অবিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে একশ' বেত্রাঘাত কর এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দাও। আর বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে একশ' বেত্রাঘাত ও রজম কর' *(মুসলিম হা/১৬৯০; মিশকাত হা/৩৫৫৮)*। তবে একাজ বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সরকারের।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : সম্প্রতি আমার মা মারা গেছেন। মৃত্যুর ৪র্থ দিনে আমাদের পরিবারের লোকজন মহিলা তা'লীম, শিরণী খাওয়া এবং পরবর্তীতে কালেমা খতম, চল্লিশা খানা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছে। এসব জায়েয হবে কি? মৃত ব্যক্তির জন্য শরী'আতসম্মত করণীয় কি কি?

-ছাকিবুল ইসলাম
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : মৃত্যু পরবর্তী মাইয়েতের কল্যাণার্থে সমাজে প্রচলিত এসব আচার-অনুষ্ঠানের কোন ভিত্তি শরী'আতে নেই। বরং এগুলো নিকৃষ্টতম বিদ'আত মাত্র *(বিস্তারিত দেখুন : 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৩৮-৪৩, 'কুরআন ও কলেমাখানী' বই)*। এক্ষণে মাইয়েতের জন্য করণীয় হ'ল বেশী বেশী দান-ছাদাকা করবে, দো'আ করবে, ঋণ থাকলে পরিশোধ করবে, মানত বা অছিয়ত থাকলে পূরণ করবে, ফরয হজ্জ আদায় না করে থাকলে বদলী হজ্জ পালন করবে ইত্যাদি। এসব কাজের মাধ্যমে মাইয়েত উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ *(বুখারী হা/১৩৮৮, ১৮৫২; মুসলিম হা/১০০৪, ১১৪৯, ১৬৩১, ১৮৮৫)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : ই'তিকাফরত অবস্থায় অপর ই'তিকাফকারীর সাথে বা বাইরের মানুষের সাথে গল্পগুজব করা জায়েয হবে কি?

-হাসান
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : ই'তিকাফের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে দুনিয়াবী কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিবিষ্ট মনে পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকা। তাই এসময় সাধারণ গল্প-গুজব জায়েয নয়। তবে দ্বীনী বিষয়ে বা প্রয়োজনীয় কথা বলায় বাধা নেই। নবী-সহধর্মিনী ছাফিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি রামাযানের শেষ দশকে মসজিদে রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হন। তখন রাসূল (ছাঃ) ই'তিকাফরত ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ফিরে যান *(বুখারী হা/২০৩৫; মুসলিম হা/২১৭৫)*।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : গুল-জর্দা কি সরাসরি তামাক পাতা থেকে তৈরীকৃত? না স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় এগুলি হারাম সাব্যস্ত করা হয়?

-মোবারক হোসাইন
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : গুল-জর্দা সরাসরি তামাক থেকে তৈরী। আর তামাক বা তামাকজাত যে কোন নেশাদার দ্রব্য খাওয়া সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মাদকতা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই মদ এবং প্রতিটি মাদকদ্রব্য হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। এছাড়া তামাক শুধু মানুষ নয়, সকল প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৬০ লক্ষ লোক তামাকজনিত রোগে মারা যায়। তন্মধ্যে ৬ লাখের অধিক হ'ল পরোক্ষভাবে ধূমপায়ী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*। সেজন্য স্বাস্থ্যগত দিক দিয়েও তামাক থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : আযানের দো'আয় এক স্থানে অসীলা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। এক্ষণে ওয়াসীলা শব্দের অর্থ কি?

-আব্দুল লতীফ
ভাঙ্গুড়া, পাবনা।

উত্তর : আযানের দো'আয় বর্ণিত অসীলা দ্বারা জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলের জন্য সে সুউচ্চ মর্যাদাকে চাইতে বলা হয়েছে। যেমন অন্য হাদীছে আছে, রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণকে বললেন, 'তোমরা আমার জন্যে আল্লাহ্র কাছে অসীলা প্রার্থনা করবে। কেননা অসীলা জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হ'ব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে আমার জন্যে অসীলা প্রার্থনা করবে তার জন্য (আমার) শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে *(মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/৬৫৭)*।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : মসজিদের মিহরাব বরাবর পূর্ব দিকে প্রবেশ দরজা থাকা কি আবশ্যক?

-শামসুল আলম
কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মসজিদের মিহরাব বরাবর পূর্ব দিকে প্রবেশ দরজা থাকতে হবে, এমনটি আবশ্যক নয়। তবে পূর্ব দিকে দরজা থাকলে মুছল্লীদের ইমামকে দেখতে, আযান দিতে ও ছালাতের অবস্থা বুঝতে সুবিধা হয়। সেজন্য এরূপ দরজা রাখা ভালো।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : আমাদের মসজিদে ছালাত শেষে দলবদ্ধ মুনাজাত করিয়ে নেওয়ার জন্য মূর্খ ইমাম দ্বারা ছালাত আদায়

Contents

করানো হয়। এক্ষণে আমরা তাদের পরে আলাদা জামা'আত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি কি সঠিক হবে?

-আসমাউল আলম
তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : প্রচলিত দলবদ্ধ মুনাজাত বিদ'আত। তবে সেজন্য জামা'আত আলাদা করা যাবে না। বরং জামা'আতে ছালাত আদায় করবে। কিন্তু মুনাজাত থেকে বিরত থাকবে। এসময় হাদীছে বর্ণিত ছালাত পরবর্তী দো'আসমূহ পাঠ করবে।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : সাহারীর আযান কি শুধু রামাযান মাসে না সারা বছর দেওয়া যাবে?

-আবু তাহের
শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় বিলাল (রাঃ) সাহারীর আযান দিতেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) ফজরের আযান দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বিলালের আযান শুনে খাও, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূমের আযান শুনতে না পাও' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮০)*।

এক্ষণে কোন মহল্লায় যদি সারা বছর তাহাজ্জুদ ও নফল ছিয়ামের অভ্যাস জারী থাকে, তবে সারা বছরই তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান দেওয়া যাবে। যেমন মক্কা-মদীনার দুই হারামে চালু আছে *(ফাৎহুল বারী ২/১০৪ পৃঃ, হা/৬২১-এর ব্যাখ্যা; মির'আত ২/৩৮২)*।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : আমার দুই মেয়ে ও স্ত্রী রয়েছে। তারা চাচ্ছে এখনই তাদের নামে জমি-জমা রেজিস্ট্রি করে দেই। এরূপ কাজ করা জায়েয হবে কি?

-ফয়ছাল শেখ
কিষাণগঞ্জ, বিহার, ভারত।

উত্তর : এরূপ করা জায়েয হবে না। কারণ পুত্র সন্তান না থাকায় মৃতের নিকটতম পুরুষেরা আছাবা হিসাবে নির্দিষ্ট অংশ পাবে *(নিসা ৪/১১; বুখারী হা/৬৭৩২; মিশকাত হা/৩০৪২)*। আর মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রী-কন্যাদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করলে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে, যা হারাম।

উল্লেখ্য, উত্তরাধিকার সম্পদ মৃত্যুর পরে বণ্টন হওয়াই শরী'আত নির্দেশিত বিধান, যা সকলের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩০৭৩)*। তবে পিতা অন্য ওয়ারিছদের বঞ্চিত করার অসৎ উদ্দেশ্য না রেখে স্বীয় জীবদ্দশায় প্রয়োজনবোধে সন্তানদের কিছু সম্পদ হেবা করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে সকলকে সমানভাবে প্রদান করবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ৬৭৪৫)*।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : মনে রাখার সমস্যার কারণে তাসবীহ দানা বা অন্য কোন যান্ত্রিক মাধ্যমে হিসাব রেখে তাসবীহ পাঠ করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল কুদ্দূস, সঊদী আরব।

উত্তর : এরূপ কোন যন্ত্র বা বস্তু দ্বারা তাসবীহ গণনা করা যাবে না। বরং আঙ্গুল দ্বারা গণনা করবে। গণনায় ভুল হ'লে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। রাসূল (ছাঃ) আঙ্গুলে তাসবীহ গণনার জন্য আদেশ করেছেন। কেননা ক্বিয়ামতের দিন আঙ্গুলগুলো জিজ্ঞাসিত হবে এবং তারা কথা বলবে *(আবুদাঊদ হা/১৫০১; তিরমিযী হা/৩৪৮৬; মিশকাত হা/২৩১৬; ছহীহুল জামে' হা/৪০৮৭)*। একদা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) জনৈক মহিলাকে তাসবীহ দানা দ্বারা গণনা করতে দেখে তা নিয়ে ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর নুড়ি-পাথর দিয়ে তাসবীহ গণনাকারী জনৈক ব্যক্তিকে পা দিয়ে মৃদু আঘাত করে ধমক দিয়ে বললেন, অগ্রগামী হয়ে পড়েছ, এক অন্ধকারচ্ছন্ন বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পড়েছ, না-কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের চেয়ে বেশী জ্ঞানী হয়ে গেছ'? *(ইবনু ওয়াযযাহ, আল-বিদ'উ হা/২১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩-এর আলোচনা দ্রঃ)*। উল্লেখ্য, দানা বা কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা করার বর্ণনা যঈফ *(আবুদাঊদ হা/১৫০০; তিরমিযী হা/৩৫৬৮; মিশকাত হা/২৩১১; যঈফাহ হা/৮৩)*।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : বস্ত্রহীন অবস্থায় ওযূ করা জায়েয হবে কি?

-এখতারুল ইসলাম
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : কাপড় পরিধান করে ওযূ করাই উত্তম। তবে ওযূর জন্য কাপড় পরিধান করা শর্ত নয়। অতএব এমতাবস্থায় ওযূ করায় কোন বাধা নেই। *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১৮/২২২)*।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : আমি ঔষধের ব্যবসা করি। আমার দোকানে জন্মনিরোধ বড়ি সহ অন্যান্য জন্মনিরোধক পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি?

-আবু সাঈদ, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : সাময়িক গর্ভনিরোধ জায়েয। অতএব সাময়িক গর্ভনিরোধক ঔষধ ক্রয়-বিক্রয় করাও জায়েয। তবে স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধকারী কোন ঔষধ দোকানে রাখবে না। কারণ এর মাধ্যমে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হবে। আর আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ৫/২)*।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : আমার নাবালিকা মেয়েকে কোন পুরুষ শিক্ষকের নিকটে পড়ানোয় বাধা আছে কি?

-আব্দুল্লাহ
রিয়াদ, সঊদীআরব।

উত্তর : নাবালিকা হলেও একাকী পড়াতে দেওয়া ঠিক নয়। সাথে কাউকে থাকতে হবে। তবে একাধিক নাবালিকা মেয়ে এক সাথে পড়তে পারে। এতে ফিৎনার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন পরপুরুষ যদি কোন মহিলার সঙ্গে নির্জনে মিলিত হয়, তাহ'লে সেখানে তৃতীয়জন হিসাবে উপস্থিত হয় শয়তান' *(তিরমিযী হা/২১৬৫; মিশকাত হা/৩১১৮; ছহীহুত তারগীব হা/১৯০৮)*।

Contents

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : ফরয-সুন্নাত ছালাতের সিজদা বা তাশাহহুদের সময় তওবা-ইস্তেগফারের দো'আসমূহ পাঠ করা যাবে কি?

-আশরাফুল আলম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : যাবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) এসকল স্থানে বিভিন্ন দো'আ পাঠ করতেন, যা তওবা ও ইস্তেগফারকে শামিল করে। তাছাড়া এসকল স্থানে দো'আ কবুল হয়। সিজদার ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা হ'ল, 'বান্দা স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটে পৌঁছে যায়, যখন সে সিজদায় রত হয়। অতএব তোমরা ঐ সময় বেশী বেশী প্রার্থনা কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তোমরা সিজদায় দো'আ করার ক্ষেত্রে সাধ্যমত চেষ্টা কর। কারণ এটি দো'আ কবুলের উপযুক্ত সময়' *(মুসলিম হা/৪৭৯; মিশকাত হা/৮৭৩)*। তবে রুকূ-সিজদায় কুরআনী দো'আ পড়া জায়েয নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩)*।

আর শেষ বৈঠকের ক্ষেত্রে তিনি বলেন, (আত্তাহিইয়াতু-এর পরে) দো'আ সমূহের মধ্যে যে দো'আ সে পসন্দ করে, তা দিয়ে সে দো'আ করবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯০৯)*। এ সময় সকল প্রকার দো'আ করা যাবে *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১৭৩-৭৪)*।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : ছিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করা যাবে কি?

-আখতার, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : ছিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি যদি উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক ছালাতের সময় মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৬ 'মিসওয়াক' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হুকুম দ্বারা ছিয়াম পালনকারী বা ছিয়ামহীন কাউকে খাছ করা হয়নি *(বুখারী 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'ছিয়াম পালনকারীর জন্য কাঁচা ও শুকনা বস্ত্র দ্বারা মিসওয়াক করা' অনুচ্ছেদ-২৭; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৪৬৮)*। ইবনু ওমর (রাঃ) ছিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করাকে অন্যায় মনে করতেন না *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৯২৪১, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : জনৈক ব্যক্তির ছেলে কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে চাকুরী করে। নিরুপায় পিতা-মাতার জন্য উক্ত সন্তানের উপার্জিত অর্থে সংসার পরিচালনা করা জায়েয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, লালমণিরহাট।

উত্তর : বাধ্যগত অবস্থায় জায়েয হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ সন্তান হারাম উপার্জন করলে, বরং সে নিজে দায়ী হবে পিতা-মাতা নয় *(বাক্বারাহ ৫৭ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। তবে পিতামাতা হিসাবে তারা সন্তানকে হারাম থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। সাধ্য থাকলে সন্তানের উপার্জন পরিহার করবেন।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : মোবাইলে কুরআন থাকা অবস্থায় টয়লেটে প্রবেশ করা যাবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ, ইটাপোতা, লালমণিরহাট।

উত্তর : যাবে। কারণ তা স্পর্শযোগ্য নয়। এটি হাফেযদের হৃদয়ে কুরআন থাকার ন্যায়। কিন্তু তাদের জন্য টয়লেটে যাওয়া নিষিদ্ধ নয়। তাছাড়া কুরআনের কোন আয়াত যদি মোবাইলের উপরে লেখা থাকে তাহ'লে পকেটের ভিতরে রাখতে হবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১০৯)*। পায়খানারত অবস্থায় যেমন কুরআন পাঠ করা যায় না। তেমনি টয়লেটে বসে মোবাইলে কুরআন খোলা যাবে না।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : ইসলামে যুদ্ধবন্দী মহিলাদেরকে দাসী বানানো হ'ত কেন? তাদেরকে কেবল বন্দী না রেখে পুরুষের ভোগের সামগ্রী বানানোর কারণ কি ছিল?

-রাহিল আরশাদ

পেশোয়ার, পাকিস্তান।

উত্তর : কেবল ভোগের সামগ্রী নয়। বরং তাদের সামাজিক নিরাপত্তাই এখানে প্রধান। আর যুদ্ধবন্দীদের এই বিধান ইসলামপূর্ব যামানা থেকেই চালু ছিল। ইসলাম সেটা বাতিল করেনি। আল্লাহ বলেন, তবে তাদের স্ত্রীগণ ও মালিকানাধীন দাসীরা ব্যতীত। কেননা এতে তারা নিন্দিত হবে না' *(মুমিনুন ২৩/৬)*। এর পিছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যেমন- (১) এর মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলের অসহায়, অভিভাবকহীন নারীদের জন্য আশ্রয় ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রায় স্ত্রীর সমান মর্যাদা দিয়ে তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। কেননা এসব নারী তার পুরুষ অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে যে কোন মুহূর্তে ধর্ষণের শিকার হ'তে পারে। (২) বন্দীত্ব বরণ সত্ত্বেও তাদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা। (৩) নারী হিসাবে তার শারিরীক ও মানসিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা রাখা। কেননা এরূপ সুযোগ না পেলে হয়ত একাধিক ব্যক্তির সাথে যেনায় লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। (৪) তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা। কেননা যদি তার গর্ভে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তবে সে উম্মে ওয়ালাদ হবে। যে মনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে স্বাধীন হয়ে যাবে। অর্থাৎ সে স্বাধীনা নারীর মত মর্যাদা লাভ করবে। (৫) মুসলমানদের সংস্পর্শে রেখে তাদের ইসলাম গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

উল্লেখ্য যে, যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে ইসলামে যে বিধান রয়েছে, তাতে শাসক বা সেনাপতির অনুমতি ছাড়া ঢালাওভাবে কোন যুদ্ধবন্দীনীকে দাসী হিসাবে গ্রহণ করার অধিকার নেই। আবার কোন নারীর পূর্ব স্বামী থাকলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয়। তেমনি একমাত্র মনিব ভিন্ন অন্য কেউ সেই দাসীর সাথে মিলন করতে পারবে না *(আবুদাউদ হা/২১৫৮; মিশকাত হা/৩৩৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৫০৭)*। এছাড়া কোন গর্ভবতী বন্দীনীর সাথে তার সন্তান প্রসবের আগে সহবাস নিষিদ্ধ *(তিরমিযী হা/১৫৬৪; ছহীহুল জামে' হা/৭৪৭৯)*। সুতরাং এই আইনে যুদ্ধাবস্থাতেও নারীর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদান করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত যুদ্ধবন্দীনী মাত্রই যে দাসী হবে তা নয়। কেননা

Contents

ইসলামী শাসক বা তার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইসলামের স্বার্থে কল্যাণকর মনে করলে চারটি সিদ্ধান্তের যে কোনটি গ্রহণ করতে পারে- (১) বন্দীকে ক্ষমা করে মুক্ত করে দেওয়া (২) নির্দিষ্ট সম্পদের বিনিময়ে মুক্ত করে দেওয়া অথবা বন্দী বিনিময় করে নেওয়া (৩) দাস/দাসী হিসাবে গণ্য করা (৪) অথবা বন্দীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ, পৃ. ৩/৯৯; ৫/৬০)*। তবে নারী ও শিশু বন্দীদের ক্ষেত্রে হত্যার বিধান প্রযোজ্য নয়।

স্মর্তব্য যে, এই দাসত্বরণ চিরস্থায়ী নয়। বরং মনিব চাইলে তাকে যে কোন সময় মুক্ত করে দিতে পারে। ইসলামী শরী'আত বিভিন্ন ছোট-খাট অন্যায় বা ইবাদতের ত্রুটি মোচন কিংবা বিশেষ ফযীলত কিংবা ছওয়াব লাভের মাধ্যম হিসাবে দাস/দাসী মুক্ত করাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আবার চাইলে মনিব তাকে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদাও দিতে পারে। ইসলামে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/২২১)*।

সুতরাং এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, অমুসলিম সমাজে যেভাবে যুদ্ধবন্দীনীদেরকে স্রেফ ভোগের সামগ্রী ও যৌনদাসী হিসাবে গণ্য করা হ'ত, তার সাথে ইসলামের বিধান কোনভাবেই তুলনীয় নয়। কেননা ইসলাম সর্বাবস্থায় মৌলিক মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। যুদ্ধবন্দী করার উদ্দেশ্য ছিল- শত্রুদের শক্তি ও মনোবল ভেঙ্গে দেয়া, তাদের অন্যায়কে প্রতিহত করা এবং তাদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে বিতাড়িত করা। যদি সে উদ্দেশ্য অন্যভাবে পূরণ হয়ে যেত, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) শত্রুকে যুদ্ধবন্দী না করে মুক্ত করে দিতেন। যেমন তিনি মক্কা বিজয়ের যুদ্ধবন্দীদের ও বনী মুছত্বালিক্ব এবং হুনাইনের যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৬৮৮)*। অতএব যুদ্ধকালীন বাস্তবতা, সামাজিক পরিস্থিতি, মানবাধিকার সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয় মাথায় রেখে ইসলাম এক্ষেত্রে যে ভারসাম্যপূর্ণ বিধান দিয়েছে, তার কোন বিকল্প নেই। যে কোন বিবেকবান মানুষ তা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন *(বিস্তারিত দ্রঃ মুহাম্মাদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম)*।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : ছিয়াম অবস্থায় মযী নির্গত হ'লে ছিয়ামে কোন ক্ষতি হবে কি? এছাড়া নাকে পানি প্রবেশ করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যাবে কি?

-ইকরামুল ইসলাম, শার্শা, যশোর।

উত্তর : মযী নির্গত হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৩৭৫-৭৬)*। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে নাকে পানি প্রবেশ করলে ছিয়ামের ক্ষতি হবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০৩)*। তবে রাসূল (রাঃ) ছিয়াম অবস্থায় নাকে এমনভাবে পানি নিতে নিষেধ করেছেন, যাতে ভিতরে পানি প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০৫)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : জুম'আর মসজিদে না নিয়মিত জামা'আত কায়েম হয় এরূপ মসজিদে ই'তিকাফ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে? আর নারীরা কি বাড়িতে ই'তিকাফ করতে পারবে?

-নাবীলা

উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : ই'তিকাফের জন্য জুম'আ মসজিদ হওয়াই উত্তম। তবে জামা'আত হয় এরূপ ওয়াক্তিয়া মসজিদে ই'তিকাফ করাও জায়েয। 'জামে মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হবে না' *(আবুদাঊদ হা/২৪৭৩)* মর্মে আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছটি অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'জামা'আত হয় এরূপ মসজিদে ই'তিকাফ হবে' *(দারাকুৎনী হা/২৩৮৮, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৬৬)*। *বিস্তারিত দ্রঃ মির'আত হা/২১২৬-এর আলোচনা ৬/১৬৪-১৬৬)*।

নারীরা বাড়িতে নয় বরং মসজিদে ই'তিকাফ করবে। ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, 'নারীদের জন্য প্রত্যেক মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়েয। সেখানে জামা'আত হওয়া শর্ত নয়। কারণ তাদের উপর জামা'আত ওয়াজিব নয় *(মুগনী ৩/১৯০)*। ওছায়মীন বলেন, নারী যদি এমন মসজিদে ই'তিকাফ করে যেখানে জামা'আত হয় না তাতে কোন দোষ নেই। কারণ তাদের উপর জামা'আত ওয়াজিব নয় *(আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৫১০)*।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : জন্মদাতা পিতা-মাতা সম্পর্কে অজ্ঞাত এবং পালক পিতা-মাতার নিকট বড় হওয়া নারী বিভিন্ন বৈষয়িক ক্ষেত্রে পালক পিতা-মাতার নাম ব্যবহার করতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তর : পারবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকো। সেটাই আল্লাহ্র নিকট অধিক ন্যায় সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহ'লে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধু *(আহযাব ৩৩/৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনেশুনে অন্যকে পিতা-মাতা বলে, তার জন্য জান্নাত হারাম' *(বুখারী হা/৪৩২৬; মুসলিম হা/৬৩; মিশকাত হা/৩৩১৪)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে যে নিজেকে সম্পৃক্ত করবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ *(তিরমিযী হা/২১২১; ছহীহুত তারগীব হা/১৯৮৬)*। তবে পরিচয় গোপন করার উদ্দেশ্য না রেখে বাধ্যগত অবস্থায় 'আব্দুল্লাহ' নামে (যেমন '... বিনতে আব্দুল্লাহ') পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : ছিয়ামরত অবস্থায় ইনজেকশনের মাধ্যমে ঔষধ বা স্যালাইন দেওয়া হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-আফতাব, কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তর : যে সব ইনজেকশন শুধুমাত্র ঔষধ হিসাবে প্রয়োগ করা হয়, সেসব ইনজেকশন ছিয়াম অবস্থায় নেয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) ছিয়ামরত অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০২)*। আর যে সব ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে প্রয়োগ করা হয়, তা জায়েয নয়। কারণ ছিয়াম মূলতঃ আহার থেকে বিরত থাকার নাম। স্যালাইন শরীরে

খাদ্যের চাহিদা পুরণ করে। তাই স্যালাইন গ্রহণ করা যাবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/২৫২; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৪৬-১৫০)*। প্রয়োজনে ছিয়াম ছেড়ে দিতে হবে এবং অন্য মাসে ক্বাযা আদায় করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : যাকাতের অর্থ থেকে এমপিওভুক্ত দাখিল মাদরাসায় হাদীছের বই (বুখারী, মুসলিম) কিনে দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল কাদের
ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : দেওয়া যাবে। এসব কিতাব থেকে শিক্ষক-ছাত্র সকলে উপকৃত হ'তে পারবে *(আল-মওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ২৮/৩৩৬-৩৭)*। তবে এরূপ মাদ্রাসায় নির্মাণ বা অন্য কোন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : রামাযান মাসে কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী মিলনরত অবস্থায় ফজরের আযান শুনতে পায় তাহলে কি করবে?

-জামালুদ্দীন
করনদীঘি, উত্তর দিনাজপুর, ভারত।

উত্তর : এমতাবস্থায় যদি সে সঙ্গে সঙ্গে এথেকে বিরত হয়, তাহ'লে তার ছওম অক্ষুণ্ন থাকবে। কিন্তু যদি সে ঐ অবস্থাতেই থাকে, তাহ'লে তার ছওম বাতিল হবে এবং তার উপর ক্বাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/৩০৯; ইবনু কুদামা, মুগনী ৩/১৩৯)*। তা হ'ল, (১) একজন দাস মুক্ত করবে অথবা (২) দু'মাস একটানা ছিয়াম পালন করবে অথবা (৩) ষাটজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য প্রদান করবে *(বুখারী হা/১৯৩৬; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪ 'ছওম' অধ্যায়)*। নববী বলেন, ৬০ জন মিসকীনকে ৬০ মুদ খাদ্যশস্য প্রদান করবে। যার পরিমাণ ১৫ ছা' *(নববী, শরহ মুসলিম হা/১১১২)*। অর্থাৎ মাদানী ছা' অনুযায়ী সাড়ে ৩৭ কেজি চাউল।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : আমি ৬ মাস পরে ইট গ্রহণের শর্তে ৫৩০০ টাকা হাযার দরে ইট ক্রয় করেছিলাম, যার বর্তমান মূল্য ৭৩০০ টাকা। এভাবে কম মূল্যে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি?

-কায়েদে আযম
রামচন্দ্রপুর রোড, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। একে শরী'আতের পরিভাষা 'বায়'এ সালাম' বলা হয়। আর তা হ'ল নগদ মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট ওযনে মাল সরবরাহ করা *(বুখারী হা/২২৪০, মিশকাত হা/২৮৮৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। এর বিপরীত বায়'এ মুআজ্জালে মাল আগে নেওয়া হয়। মূল্য পরে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : ক্বিয়ামতের আলামত ব্যতীত সাধারণভাবে মানুষের জন্য প্রধান ফিৎনাগুলি কি কি?

-ফারীহা রুবাইয়াত
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ফিৎনা অর্থ পরীক্ষা। যার মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনকে পরীক্ষা করেন। ফিৎনা প্রধানতঃ ৩টি। যথা সম্পদ, সন্তান ও নারী জাতি *(আনফাল ৮/২৮; তাগাবুন ৬৪/১৪; আলে ইমরান ৩/১৪; বুখারী হা/৫০৯৬; তিরমিযী হা/২৩৩৬)*। যার প্রত্যেকটি মানুষের জন্য অপরিহার্য। প্রতিটিরই ভাল ও মন্দ দু'টি দিক আছে। মন্দ দিকটি বাদ দিয়ে ভাল দিকটি ব্যবহারের মধ্যেই রয়েছে পরীক্ষা। আর একেই বলা হয়েছে ফিৎনা। এ ফিৎনায় অধিকাংশ মানুষ পরাজিত হয়। যা তাদের ধ্বংসের কারণ হয়। মুমিন যাতে পরাজিত না হয়, সেজন্য তাদের সাবধান করা হয়েছে।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : শরী'আতে মানুষহত্যার ক্ষেত্রে যেমন নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের ক্ষমার মাধ্যমে শাস্তি মওকূফ হয়, তেমনি চুরির শাস্তি মওকূফ করা যায় কি?

-আল-আমীন সরদার
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : চুরির ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। মালের মালিক চোরকে ক্ষমা করে দিলে চোরের হাত কাটা আবশ্যক হবে না। বরং সে ক্ষমা প্রাপ্ত হবে। তবে ক্ষমার বিষয়টি বিচারকের নিকটে উত্থাপনের পূর্বে হ'তে হবে। ছাফওয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে তা মাথার নিচে রেখে মসজিদে ঘুমিয়েছিলেন। চোর তার মাথার নিচ থেকে তা চুরি করল। অতঃপর তিনি তাকে ধরে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে এলেন। রাসূল (ছঃ) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। ছাফওয়ান (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো এটা চাইনি! আমার চাদর আমি তাকে দান করলাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তাকে আমার কাছে আনার আগে কেন তা করলে না? *(ইবনু মাজাহ হা/২৫৯৫; মিশকাত হা/৩৫৯৮; সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অপরাধ তোমাদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তোমরা পরস্পর তা ক্ষমা করে দাও। আর যদি তা আমার নিকট পেশ করা হয়, তবে তার জন্য শরী'আত সম্মত শাস্তি প্রদান ওয়াজিব হয়ে যায়' *(আবুদাউদ হা/৪৩৭৬; মিশকাত হা/৩৫৬৮; ছহীহুল জামে' হা/২৯৫৪)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : ঔষধ খেয়ে মাসিক বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা জায়েয কি?

-সাবীহা
চুয়েট, চট্টগ্রাম।

উত্তর : নাপাকীর দিনগুলিতে ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে অন্য দিনে তা পালন করাই সুন্নাত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঋতু অবস্থায় আমাদেরকে ছিয়াম ক্বাযা করার এবং ছালাত ছেড়ে দেয়ার আদেশ দেওয়া হ'ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩২, 'ক্বাযা ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ডাক্তারের পরামর্শে শারীরিক কোন ক্ষতি না হ'লে ঔষধের মাধ্যমে সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করে ছিয়াম পালন করা যায় *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ফৎওয়া নং ৫৭; ১৫/২০০ পৃঃ)*।

Contents

প্রশ্ন (৪০/৩২০) : রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী-কন্যাগণকে দেশীয় অনেক আলেম মা যুক্ত করে যেমন মা আয়েশা, মা ফাতেমা ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। এভাবে বলা যাবে কি?

-আবু তাহের
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণকে 'মা' বলে সম্বোধন করা উত্তম। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 'মুমিনদের মা' বলে আখ্যায়িত করেছেন *(আহযাব ৩৩/০৬)*। আর তাদের কন্যাদের 'মা' বলে সম্বোধন করার বিষয়টিও অনুরূপ। কারণ তাঁদের সঙ্গে মুসলমানদের স্রেফ দ্বীনী সম্পর্ক, বংশীয় সম্পর্ক নয়।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

১৪৩৯ হিজরীর মাহে রামাযানে কর্মীদের প্রতি

আমীরে জামা'আতের আহ্বান

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

প্রাণপ্রিয় সাথীগণ!

মাহে রামাযান আমাদের দুয়ারে সমাগত। রহমত, বরকত, মাগফিরাতের সুসংবাদ নিয়ে রামাযানের রাত্রিগুলিতে আল্লাহ আমাদেরকে ডাকেন হে কল্যাণের অভিযাত্রী! এগিয়ে চল। হে অকল্যাণের অভিসারী! থেমে যাও। এ মাসে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে অগণিত মুমিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)*। আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আমাদের সকল সাথী ভাই-বোনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন- আমীন!

প্রিয় সাথী!

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে গেলে নিম্নের উপদেশগুলি মেনে চলুন, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে উৎসারিত।-

১. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করুন এবং ইমারতের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাজ সংস্কারে রত থাকুন। জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে *(তিরমিযী হা/২১৬৬)*। যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে যায়, শয়তান তার সঙ্গী হয়। সে তাকে নিয়ে খেলা করে' *(নাসাঈ হা/৪০২০)*।

২. যাবতীয় সৎকর্ম স্রেফ আল্লাহ্র জন্য করুন। যেসব কথায় ও কাজে নেকী নেই, তা বর্জন করুন। সত্যিকারের আল্লাহভীরু ভাই-বোনকে সংগঠনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করুন। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করবেন।

৩. অন্তরজগতকে রিয়া, হিংসা ও অহংকার থেকে পরিশুদ্ধ করুন। কেননা কলুষিত অন্তরে আল্লাহ্র নূর প্রবেশ করে না। ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র গায়েবী মদদও পায় না। নিজের গৃহকে ছবি-মূর্তি ও যাবতীয় শয়তানী ক্রিয়া-কর্ম হ'তে মুক্ত রাখুন। যাতে সর্বদা রহমতের ফেরেশতা আপনার বাড়ীটিকে ঘিরে রাখে।

৪. সর্বদা মৃত্যুকে সামনে রেখে আখেরাতের চেতনায় দাওয়াতের কাজ করুন। যেন এই অবস্থায় মৃত্যু হ'লে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেন।

৫. সংগঠনকে একটি পরিবার হিসাবে গণ্য করুন। পরস্পরকে ক্ষমা করুন। ভাই-ভাইয়ে মহব্বত দৃঢ় করুন। আল্লাহ্র রাস্তায় নিজেদেরকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মযবুত রাখুন। আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে ভালবাসবেন *(ছফ ৪)*।

৬. রামাযানের কোর্স হিসাবে কমপক্ষে একবার কুরআন খতম করুন। এছাড়া 'আম্মা পারা, সাজদাহ, দাহ্র, হুজুরাত, ছফ, মুল্ক ও নূহ এবং কমপক্ষে ৫টি হাদীছ অর্থ সহ মুখস্থ করুন।

৭. আল্লাহভীরুতা হ'ল মূল পুঁজি। এই পুঁজি হারালে ইলম ও আমল সবকিছুই নিস্ফল হবে। একথা মনে রেখে ইলম বৃদ্ধির জন্য রামাযানে নিম্নোক্ত বইগুলি পাঠ করুন।- (১) তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা (২) ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (৩) আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? (৪) ফিরক্বা নাজিয়াহ (৫) কুরআন অনুধাবন (৬) মাল ও মর্যাদার লোভ।

৮. প্রত্যেকে মাসিক আত-তাহরীকের নতুন বা পুরাতন কমপক্ষে ৩ কপি এবং সংগঠনের ছোট বইগুলি অধিকহারে ক্রয় করে বিতরণ করুন বা মৃত পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ করুন।

৯. দানের সর্বোত্তম ক্ষেত্র হিসাবে সংগঠনকে বেছে নিন এবং এর বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন। দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্পে দাতাসদস্য হউন।

আল্লাহ আমাদেরকে রামাযান মাসে অধিকহারে ইবাদত ও ছাদাক্বা করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের ও আমাদের পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন।- আমীন!

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ